
THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY

জ্ঞান-যোগ।

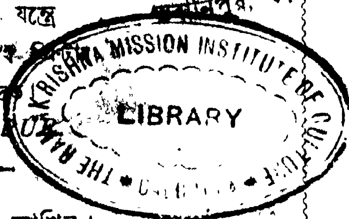
দার্শনিক তত্ত্ব।

শ্রীনবচন্দ্র ন্যায়রত্ন
বিরচিত।

প্রথম সংস্করণ।

সরস্বতী যন্ত্রে
শ্রীতারকচন্দ্র লোহ...
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
CHANDPUR

সন ১৩১১ আশ্বিন।



নিষ্ঠাই ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখতাই ঘোর পাপ।

ধর্ম্মই মানবের মানবত্ব; দাহিকা শক্তিই যেমন অগ্নির অগ্নিত্ব; দ্রবত্বই যেমন জলের জলত্ব, দাহিকাশক্তি ও দ্রবত্ব নষ্ট হইলে যেমন অগ্নি ও জলের অস্তিত্ব থাকেনা, সেইরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধিবিহীন মনুষ্যও মানবনামে পরিচিত হইতে পারেনা। কর্ত্তব্যসম্পাদনই ধর্ম্মানুষ্ঠান।

কর্ত্তব্যপালন মনুষ্যকে স্বর্গের দেবতা করে, অকর্ত্তব্যসাধনদ্বারা লোক নরকের কীটঅপেক্ষাও ঘৃণিত হয়, পাপী রাজশাসনহইতে অনায়াসে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, সহস্র সহস্র অপরাধী মনুষ্য বিচারকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া সহর্ষহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে বটে, কিন্তু ধর্ম্ম নিয়মের সীমা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদর্শী সর্ব্বনিয়ন্তার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা দেবতারও সাধ্যাতীত। ধর্ম্ম জগতের নিয়ামক অচিন্ত্যশক্তি বিশ্বনিয়ন্তা জগৎপাতা স্বয়ং জগদীশ্বর। তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারভার একদেশদর্শীর উপরে ন্যস্ত না রাখিয়া স্বকীয় সর্ব্বব্যাপকতা ও সর্ব্বজ্ঞতাশক্তির উপরে ন্যস্ত রাখিয়াছেন। তার জগদীশ স্বকীয় কার্য্যলাঘবের নিমিত্ত পাপপুণ্যাদির দণ্ডপুরস্কারের কর্ম্মদিগের প্রকৃতিদেবীর উপরে ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃতি পুণ্যের

অত্যাচারনিপুণ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র সম্রাট্ মল্লিকাধবলিত সৌধশিখরের মণিময় সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, প্রকৃতিদেবী তাঁহার চতুর্দ্দিকে লোলজিহ্ব অনল প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্দ্বারা সম্রাটের কেবল শরীর নহে, অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইতেছে— সম্রাট্ শীঘ্রই প্রাকৃতিক শাসনের বশীভূত ও গভীর নরককুণ্ডে নিপতিত হইয়া দুঃসহ জ্বালার নিবৃত্তি সম্পাদন করিবেন।

যে ব্যক্তি শমদমাদি ধর্ম্মে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ক্রোধাদির অধীন এবং হিংসাদি পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্যশাসনে সে দ্বিগুণিত প্রতিহিংসার অনতিক্রমনীয় ফল ভোগ করিয়া থাকে। সাংসারিক বিবিধদুঃখনিবৃত্তি এবং অনন্তসুখসমৃদ্ধিলাভের নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। জ্ঞান এবং কর্ম্ম দুইটিই সংসারীর নিত্যপ্রয়োজনীয়। তাহার উৎকর্ষসাধনের জন্যই ঋষিগণ চিন্তানিমগ্ন থাকিয়া পবিত্রজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। মুনিগণ জ্ঞানসাগর মন্থন করিয়া যে সকল রত্ন সংগৃহীত করিয়াছেন, জ্ঞানযোগে ঐ সমুদয়ের প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত করিতে যত্ন করা হইয়াছে, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানিনা। শ্রুতি ও দর্শনশাস্ত্রই জ্ঞানযোগের উপাদান, কিন্তু গঠনদোষে প্রকৃতির বিকৃতিভাবপ্রাপ্তি অসম্ভব নহে। জ্ঞানযোগে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইবে ভরসা করি সদয় পাঠকবর্গ আমাকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীনবচন্দ্র শর্ম্মা

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

৬। [illegible]

জ্ঞান-যোগ



সংসার।



সংসারবর্ত্মে ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ পথভ্রান্ত পথিকগণ, কখনও নীল-জলদসমাচ্ছন্ন অমানিশার সূচীভেদ্য গাঢ়ান্ধকারে ক্ষণপ্রভার ক্ষণ-ভঙ্গুর আলোকের ন্যায়, অথবা পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্রের স্বপ্নাবস্থায় সুরম্য হর্ম্ম্যাবস্থিত রাজ-সিংহাসন প্রাপ্তির ন্যায়, ক্ষণিক সুখ প্রতিচ্ছায়া দর্শন করে বটে, কিন্তু সে ক্ষণপ্রভার আলোক ও রাজত্বপ্রাপ্তি মনুষ্যকে কষ্ট হইতে কষ্টতর অবস্থায়ই পাতিত করে। দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিক, গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও যেমন কৃতকার্য্য হইতে পারেনা, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার পূর্ব্ব স্থানে অথবা অগন্তব্য স্থানে উপস্থিত হয়, বিবেক-বিহীন মনুষ্যগণও সেই রূপ নদীপ্রবাহ নিক্ষিপ্ত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অনুকূল ও প্রতিকূল স্রোতো-বেগে একবার এদিকে আবার ওদিকে নীত হয়; প্রকৃত সুখসাগরে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারে না। অতএব সাংসারিকের পক্ষে নির্ম্মল সুখানুভব অতীব দুর্ল্লভ।

একদা কোনও সমৃদ্ধ যুবক সাংসারিক সুখমরীচিকার মায়ায় বিমোহিত হইয়া বিশুষ্কহৃদয়ে বাত সঞ্চালিত শুষ্ক তৃণের

সংসার মরুর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সবেগে প্রধাবিত হইয়াও পূর্ণমনোরথ হইতে পারিলেন না। সুখবারির কণামাত্রও কোন স্থানে দেখিতে পাইলেন না। তখন যত্নের সাহায্যে মরুভূমির করাল গ্রাস হইতে অতিকষ্টে মুক্তি লাভ করিয়া বলবতী পিপাসার অপনোদন-মানসে প্রকৃত নির্ম্মল-জলপূর্ণ সুগভীর জলাশয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘকাল পর্য্যটনের পরে এক অমিততেজা জ্ঞান-নিধি ধার্ম্মিকপ্রবর যোগীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বদ্ধকর-পুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন ভগবন্! যদি অস্পৃশ্য অনালাপ্য পাপী বলিয়া ঘৃণা না হয় তবে মহাত্মার শিষ্যত্ব লাভে এ পাপকলুষিত আত্মাকে পূত করিতে ইচ্ছা করি। যোগী উত্তর করিলেন সংসারের অভিলষিত সমস্তই পরিত্যক্ত হইতে পারে কিন্তু ধর্ম্মামৃত-পিপাসু শিষ্য কখনও উপেক্ষিত হয় না। সেই শিষ্য হিংস্র-জীবসমাকীর্ণ ভীষণ সংসারকান্তারে শস্ত্রধারী সহায়। ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা কেবল প্রশ্নকর্ত্তার উপকার সাধন করিয়াই নিবৃত্ত হয় না, প্রত্যুত উপদেষ্টার সমস্ত ভ্রম বিদূরিত করিয়া তাঁহাকে স্থির সিদ্ধান্তে নিয়া উপস্থাপিত করে এবং মধুলিপ্সু মধুমক্ষিকার ন্যায় ধর্ম্মের সারসংগ্রহে প্রবৃত্ত রাখে। অতএব বৎস! উপদেশ গ্রহণে প্রবৃত্তি হইয়া থাকিলে জিজ্ঞাসা কর; আমি তোমাকে বুঝাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিব, কিন্তু একটি কথা বলিয়া রাখি, ভক্তি ও বিশ্বাস যাহাতে বর্ত্তমান নাই, কুতর্ক তাহাকে বাতসঞ্চালিত তূলাংশের ন্যায় লক্ষ্যের দূর হইতে দূরতর স্থানে লইয়া যায়। সে কোথাও স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে না। অতএব কুতর্ক যাহাতে হৃদয়ে স্থান না পায় তাহা করিবে। যাহা জানিতে অভিলাষী হইয়াছ, নিঃশঙ্কভাবে জিজ্ঞাসা কর।

[illegible] গললগ্নীকৃতবাসা যুবক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বিনীত বচনে বলি-

লেন—ভগবন্! আমি আপনাকে গুরুত্বে বরণ করিলাম, আশা করি শীঘ্রই চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ হইব। মহাত্মন্! আমি জাগতিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, আমাকে বুঝাইবার জন্য অসীম ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে। আমি প্রথমতঃ সাংসারিক তত্ত্ব বা জাগতিক তত্ত্বের দুই একটি প্রশ্ন করিতে অভিলাষ করি।

শিষ্য। সাংসারিক উপকরণ সম্পত্তি এবং স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহাতে আমার অধিক অভাব নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। চন্দ্রবিম্ববিনিন্দিত পুত্রের মুখবিম্ব সন্দর্শনে অতুলনীয় আনন্দ অনুভব করি বটে, আবার মুহূর্ত্তমধ্যে যেন ঘোরান্ধকার-সমাচ্ছন্ন অন্ধকূপ মধ্যে পতিত হইয়া অপরিসহনীয় অসীম ক্লেশ সহ্য করি, আবার কখনও বা প্রেয়সীর মুখচন্দ্রবিনিসৃত অমৃতায়মান বাক্যধারা-বর্ষণে সর্ব্ব শরীর অভিষিক্ত ও আপ্লুত হয় বটে, আবার পরক্ষণেই কোথা হইতে বিষধারা নিপতিত হইয়া সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে। আমি কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না, সুখবিদ্যুৎ দেখা দিতে না দিতেই অনন্ত নীলাকাশে বিলীন হইয়া যায়; আনন্দিত মনে চিরাভিলষিত স্বর্গের দ্বারদেশে যাইয়া দণ্ডায়মান হই বটে, কিন্তু অর্গল খোলা মাত্রেই ঘোর নরকের বিভীষিকা দর্শন করিয়া আতঙ্কিত হই। কেন এরূপ হয়? কেবল আমারই হয়, না জগতের সকলেরই হইয়া থাকে, উত্তর প্রদানে কৃতার্থ করুন।

গুরু। সংসার সম্বন্ধে যে তোমার অভিজ্ঞতা নাই তাহা বুঝিলাম। অতএব প্রথমে সংসার তত্ত্বের দুই চারিটি কথা বলাই কর্ত্তব্য।

সংসার অতি ভীষণ হিংস্রজীবপরিপূর্ণ অরণ্য। সংসারোদ্যানের যত্নরোপিত বৃক্ষগুলি যে, তোমাকে প্রচুর পরিমাণে বিষফল

প্রদান করিতেছে, তাহাতে তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। কারণ ইহাই সংসারের প্রকৃতি। তুমি যাহাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাস, যাহার মঙ্গলের জন্য অবিরত চিন্তা কর, তোমার অর্থ সাহায্য ব্যতীত যাহার জীবিকা নির্ব্বাহ অসম্ভব এবং যাহাকে বিপন্ন দেখিলে স্বয়ং শত শত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিপন্মুক্ত কর, সেই অকৃতজ্ঞ নরাধম তোমার বিপৎকালে তোমাকে একবার ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিবে না। সেই পাপিষ্ঠ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিলে তোমার সর্ব্বনাশ সাধনেও কুণ্ঠিত হইবে না। তুমি তোমার যে বন্ধুর সহিত হৃদয়ের অর্গল খুলিয়া প্রণয়গর্ভ মধুরালাপ করিতেছ হয়ত, সে পাপিষ্ঠই তোমার প্রাণবিনাশ করিয়া কোনও ঘৃণিত স্বার্থ সাধনের জন্য মনে মনে চিন্তা করিতেছে। নরপিশাচগণ যে কেবল দূরবর্ত্তিবন্ধুবান্ধবের অনিষ্ট করে তাহা নহে—একগর্ব্ভজাত ভ্রাতার জীবনবিনাশ করিতেও ত্রুটি করে না।

অন্যের কথা কি বলিব যে জননী স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি, দয়ার স্রোতস্বিনী, যাঁহার নিকটে সহিষ্ণুতাগুণে সর্ব্বংসহা বসুমতীও পরাজিতা, যিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সন্তানের ক্লেশ নিবারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষণে সতত যত্নবতী, যাঁহার ক্ষণিক অমনোযোগিতায় সন্তানের, জীবন বিনাশ সংঘটিত হয়, সেই প্রকৃতিভূতা জননীরপ্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতেও নরপিশাচগণ কুণ্ঠিত হয় না। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, জননী পাপাশয় পুত্রের অমানুষিক আচরণে উৎপীড়িত হইয়া অবিরলধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। বর্ষাকালীন বেগপ্রধাবিত প্রবাহ যেমন নদীগর্ব্ভে স্থান না পাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ প্লাবিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ মাতার হৃদয়সাগরের দুঃখপ্রবাহও কখন কখন উদ্বেলিত হইয়া পার্শ্বস্থ জনগণের মনোভূমি প্লাবিত ও শোক নিমগ্ন করিয়া থাকে। অনেক

দুরাচার, পরমারাধ্যা জননী দেবীকে দাসী বা পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সংসার নিরয়ের অনেক কীটই এইরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করে।

সংসারারণ্যের অনেক হিংস্র পশু, পরমারাধ্য জনকের প্রতিকুলাচরণ ও সর্ব্বনাশসাধনে আনন্দানুভব করে; স্থলবিশেষে ধনাদি-লোভের বশীভূত হইয়া জীবন সংহারও করিয়া থাকে।

যিনি নিজের ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যে উপেক্ষা করিয়া জ্ঞানোন্নতির জন্য দিবারাত্র চিন্তা সাগরে নিমগ্ন থাকেন, সেই পরমোপকারী অজ্ঞানান্ধের জ্ঞাননেত্রদাতা পূজ্যতম গুরুর প্রতি অনেক অকৃতজ্ঞ লোক অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। সংসারের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেখানেই ভীষণ নরকের বিভীষিকা দর্শন করিয়া আতঙ্কিত ও মর্ম্মাহত হইতে হয়। এইজন্যই জ্ঞানিগণ, এই পূতিগন্ধি ঘোর নরকের গভীর গহ্বর হইতে অতি কষ্টে অব্যাহতি লাভ করিয়া সরল বিহগ-মৃগকুলাধিষ্ঠিত অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সাংসারীর যন্ত্রণা ছায়ার ন্যায় নিত্য সহচরী, হিংস্রময় সংসারারণ্যে নিরাপদে বিচরণ করিতে ইচ্ছা থাকিলে বিবেক ক্ষমা প্রভৃতি অনেকগুলি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের প্রয়োজন, লোক তোমার যতই অনিষ্ট করুক না কেন যদি তুমি ক্ষমা বলে অবিচলিত থাকিয়া অপকারীর উপকার সাধনে যত্নবান থাকিতে পার তবে কোন শত্রুই তোমার নির্ম্মলসুখ ভোগে বাধা দিতে পারিবে না। সুখরূপ মহৎ স্বার্থের অভিলাষ থাকিলে ক্ষুদ্র তুচ্ছ স্বার্থগুলির সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা কর্ত্তব্য। অকিঞ্চিৎকর প্রভুত্ব বা পদ মর্য্যাদার একটু ব্যাঘাত ঘটিলেই অনেক লোক ক্রোধে আত্মহারা হইয়া আজ্ঞাকারীর সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা যে নিজের

সর্ব্বনাশ ভিন্ন আর কিছুই হয় না তাহা অনেকেই বুঝে না। শত্রু তোমার যে অনিষ্ট করিয়াছে তাহার প্রতিশোধ লইতে যদি তুমি নিজকে চিরনিয়োজিত রাখ তবে তোমার আত্মা কি পাপ কলুষিত হইবে না? একটি ক্ষুদ্র বস্তুর নষ্টোদ্ধারের জন্য আত্মাকে চির বিনষ্ট করা কি সঙ্গত? সর্পদষ্ট অঙ্গুলি ছিন্ন করিয়া জীবন রক্ষা করা যে সঙ্গত তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন। জীবনের বহু কোটি অংশের এক অংশ যদি পরকৃত অনিষ্ট বা অবমাননা দ্বারা দুঃখে অতিবাহিত হয় তবে কি সে জন্য সমস্ত জীবনকে দুঃখময় করা কর্ত্তব্য? প্রতিহিংসাবৃত্তি বলবতী হইলে চন্দ্রিকালোকিত হৃদয়াকাশ দুঃখ ঘনঘটায় চির সমাচ্ছন্ন হয়।

সর্প চরণাহত বা চরণাঘাতে আশঙ্কিত হইয়া যে অবমাননাকারীর প্রাণবিনাশ করে উহার সুখ কিরূপ একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, নিবিড়ারণ্যের কণ্টকাকীর্ণ সুগভীর গহ্বর উহার বাসস্থান, হিংস্র সর্প, আহারান্বেষণের জন্য সময় সময় বহির্গত হয় বটে কিন্তু প্রাণবিনাশাশঙ্কায় জন সমাগমস্থানে স্থির ভাবে থাকিতে পারে না আবার নির্জ্জন কণ্টকময় স্থানে যাইতে না পারিলে নিজকে নিরাপদ মনে করে না। ব্যাঘ্রাদির অবস্থাও এইরূপ। এই সংসারে যে যত অধিক হিংস্র সে আত্মপ্রাণের জন্য তত আতঙ্কিত। আঘাত করিলে অবশ্যই প্রতিঘাত সহ্য করিতে হয়। অতএব হিংসা প্রতি-হিংসা দ্বারা ঘোর অশান্তির বৃদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই হয় না।

এই জনাকীর্ণ রাজপথে যে বৃহৎকায় মহাবল ষণ্ডটি বিচরণ করি-তেছে একবার উহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর দেখি, ষণ্ডটি দরিদ্র দোকানদারগণের ক্রীত মূল্যবান খাদ্য দ্বারা অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে—কেহ কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দুই চারিটি আঘাত করে বটে কিন্তু মহাবল ষণ্ডের তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। ষণ্ড

ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ আঘাতকারীর জীবনসংহার করিয়া অপকারের প্রতিশোধ লইতে পারে কিন্তু উহার শারীরিক বলের ন্যায় মানসিক বলও অমিত ; সুতরাং ক্ষুদ্র অনিষ্টে বিচলিত হইয়া জীবিকারূপ মহৎ স্বার্থে ব্যাঘাত জন্মায় না। উন্নতমনা, মহাবল ষণ্ড আহত হইয়াও প্রতিহিংসা করে না, এই অসাধারণ দুর্ল্লভ গুণেই ষণ্ড সর্ব্বত্র নির্ভীক। সহিষ্ণুতাই সুখের প্রসূতি; সহিষ্ণুর সুখদ্বার অবারিত। আর এক সহিষ্ণু কূর্ম্ম ; কূর্ম্ম যখন ভীষণরূপে আহত হয় তখনই মস্তকাদি দুর্ব্বল অঙ্গগুলিকে কায়মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া আঘাতকারীকে সবল প্রশস্ত পৃষ্ঠ পাতিয়া দেয় এবং নীরবে অসংখ্য আঘাত সহ্য করে। জ্ঞানী কূর্ম্ম অবশ্যই বুঝিতে পারে যে সম্মুখে যে প্রবল শত্রু দণ্ডায়মান তাহাতে দুই চারিটি নখাঘাত বা দন্তাঘাতে প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ হইবে না ; প্রত্যুত তদ্দ্বারা জীবন বিনাশের পথই প্রশস্ত হইবে ; এ অবস্থায় সহিষ্ণুতা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সহিষ্ণু কূর্ম্মের পৃষ্ঠ বর্ম্মস্থানীয় হইয়া উহাকে ঘোর শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করে। আমরাও যদি সহিষ্ণুতা-বর্ম্মে আবৃত হইতে পারি তবে আমাদিগকে দুঃখ শত্রুর কঠোর আঘাতে জর্জ্জরিত হইতে হয় না।

ক্রোধশীল লোক সাধারণ রূপে আহত হইয়া আঘাতকারীর জীবন সংহার করে কিন্তু ঐ কার্য্য-দ্বারা যে জীবনের শান্তি চিরবিলুপ্ত হইল, তাহা তখন বুঝিতে পারে না তখন অমর্ষণতার বশীভূত হইয়া প্রতিহিংসা-দ্বারাই শান্তি লাভের আশা করে, পরে উহার বিষময় ফল ভোগ করিয়া থাকে। বিজিগীষাবৃত্তি একান্ত বলবতী হইলে অপকারীর উপকারসাধনে তাহাকে পরাভূত করা উচিত। তাহাই প্রকৃত স্থায়ী পরাভব। পাশবিক বল প্রয়োগে কেবল অশান্তিবীজেরই বপন করা হয়।

এই দৃশ্যমান জগৎ দেব মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি বিবিধ প্রাণীর আবাস ভূমি। মনুষ্যগণ বড়ই অনুকরণ প্রিয়; কেহ দেবতার অনুকরণ করে, কেহ বা পশুর অনুকরণ করে। মনুষ্যগণ হিংস্র পশুর অনুকরণে প্রতিহিংসা না করিয়া যদি ক্ষমা বল অবলম্বন করে, তবে সংসার স্বর্গোপম সুখ স্থান হয় সন্দেহ নাই।

নৃশংস পাপিষ্ঠের অসদাচরণে নিজের জন্য দুঃখিত না হইয়া তাহার পাপ কলুষিত জীবনের মঙ্গল কামনা করা কর্ত্তব্য। তোমার প্রতি যে পাপাচরণ করে, সে তোমার কিছুই ক্ষতি করে না বরং নিজকেই গভীর নরকে চিরনিমগ্ন করে। সুতরাং তুমিই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ। যদি একান্তই প্রতিহিংসার অভিলাষ হয়, তবে অপকার নীরবে সহ্য কর, শত্রুর পাপ বর্দ্ধিত হইতে দেও, পরে সেই শত্রু-পতঙ্গ নিজেই প্রজ্বলিত পাপাগ্নিতে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হইবে, ক্ষমার শক্তি অতুলনীয়; ক্ষমার বল দ্বারা সকল শত্রুকে পরাজিত করিয়া সর্ব্ববিধ অভীষ্ট লাভ করা যায়।

শিষ্য। শত্রু বা নিঃসম্পর্কিত লোকের অসদাচরণ সহ্য করা যায় কিন্তু যাহাদের ভরণ পোষণ ও সুখ সমৃদ্ধির জন্য আত্মসুখে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়; যাহাদের উন্নতি সাধন জন্য সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যে উপেক্ষা করা হয়, যাহাদের উপকারের জন্য নিজের অশেষ প্রকার ক্ষতি স্বীকার করা হয়, সেই নরাধমদিগকে প্রতিকূলে দণ্ডায়মান দেখিলে কোন্ ব্যক্তির ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়? যে পুত্রাদি আত্মীয়বর্গকে প্রতিপালন করিবার জন্য লোক, প্রাণবিনাশকর কার্য্য করিতেও আশঙ্কা করে না তাহাদের প্রতিকূলতা কি সহ্য করিতে পারা যায়?

গুরু। কীট পুষ্প হইতে উৎপন্ন হইয়া যে ঐ পুষ্পকে সমূলে ছিন্ন করিয়া ফেলে, দাবানল বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়া যে সমস্ত বনের সহিত ঐ বৃক্ষকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, তাহা দেখিয়া কোন্

প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি দুঃখিত হন? সংসারে অগ্নি আছে জলও আছে অগ্নি যখন গৃহে লোলজিহ্বা বিস্তার করে তখন জলের সাহায্য ভিন্ন উপায়ান্তর কি? গৃহে অগ্নির ভীষণমূর্ত্তি দর্শনকরিয়া নিজের ক্রোধানল প্রদীপ্ত করিলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইতে পারে? সাংসারিক উৎপীড়নের জ্বালা নিবারণ করিতে হইলে জ্ঞানবল অবলম্বনকরা কর্ত্তব্য। জ্ঞানিগণ সংসারের পাশবিক ব্যবহার দর্শনকরিয়া দুঃখিত বা বিস্মিত হন্ না। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত মানবপ্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে কেহই শোকসাগরে নিমগ্ন বা আনন্দে উৎফুল্ল হন্ না। তাঁহারা জানেন যে, স্বর্গ নরক উভয়ই সংসারে।

এই মনোহর সংসারোদ্যান অসংখ্য কণ্টকবৃক্ষে বেষ্টিত। জ্ঞানের সাহায্যে ঐ কণ্টকাবরণ অতিক্রমকরিতে পারিলে সুস্বাদু ফললাভে নিরতিশয় তৃপ্তি লাভকরাযায়। সংসারে স্বর্গ নরক, অমৃত বিষ, আলোক তিমির সকলই বর্ত্তমান আছে; বিচারশক্তি ও পুরুষকারবলে যিনি যাহা বাছিয়া লইতে পারেন তিনি তাহাই পান। কেহ নরকের অধিবাসী হইয়াও বুদ্ধিগুণে স্বর্গসুখ ভোগকরেন, কেহবা বিষলাভ করিয়াও ব্যবহারগুণে অমৃতের আস্বাদ ভোগকরিয়াথাকেন, গাঢ়ান্ধকারে থাকিয়াও প্রজ্ঞাচক্ষুর সাহায্যে জগৎকে করতলগত ফলের ন্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শনকরিতে সক্ষম হন্। জগতে তোমার সুখের যে যে উপাদান আছে সেগুলিকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য সর্ব্বদা তোমার যত্নকরা কর্ত্তব্য দর্পণের মধ্যে মল পতিত হইলে যেমন তন্মধ্যে স্বকীয়মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সুখী হওয়াযায় না সেইরূপ পরিজনের হৃদয়মুকুরে পাপকর্দ্দম লিপ্ত থাকিলেও তাহাতে শান্তির সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত হয় না অতএব পরিজনবর্গের হৃদয় যাহাতে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক থাকে সেজন্য সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। প্রথমে কোষাগারে ধনরত্ন সঞ্চিত করিতে পারিলে পরে প্রয়োজনমতে উদ্ধা-

হইতে ব্যয় করিয়া সুখী হওয়াযায় কিন্তু শূন্য কোষাগারে বহু মূল্য রত্নপ্রাপ্তির জন্য হস্তপ্রসারণ করিলে আশা ফলবতী হইবে কেন? বীজরোপণ ও অঙ্কুরিতবৃক্ষে জলসেচনাদি না করিয়া কেহ সুস্বাদু ফল ভোগকরিতে পারে না অতএব প্রথমে পরিবার গঠনের চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। সেই চেষ্টা যে সর্ব্বত্রই ফলবতী হইবে এমন আশাকরাও সঙ্গত নহে। খনিতে যাইয়া মৃত্তিকাখনন করিলে স্বর্ণাদিলাভকরাযায়, বল্মীকস্তূপ খননকরিয়া কেহই রত্নলাভ করিতে পারে না। পরিমিত পরিজনের মধ্যে দুই চারিজন মন্দ হইলেই নিজকে অসহায় অকিঞ্চন মনে করা কর্ত্তব্য নহে। এই সংসারে অসংখ্য পশুপ্রকৃতিক লোক আছে বটে অনেক দেবতাও আছেন, যে সমুদ্র কুম্ভীরমকরাদি হিংস্রজন্তুর আবাসস্থান তাহাই মহামূল্য রত্নসমূহের আকর। মহাপুরুষগণ যত্নবলে মহামূল্য রত্ন লাভকরিয়া থাকেন, নির্ব্বোধ অলসগণ সংসারস্রোতে নিজকে ভাসাইয়া দিয়া কুম্ভীরাদির উদরপূরণে সহায়তা করে। অতএব সুখাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেরই সুখের প্রকৃত উপায়নির্দ্ধারণজন্য যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। সুখজনক বস্তু বড়ই দুর্ল্লভ, দুর্ল্লভ বলিয়াই আনন্দদায়ক। মহামূল্য রত্ন যদি উত্তালতরঙ্গ মহাসমুদ্রের সুগভীরতলে নিহিত না থাকিয়া জনাকীর্ণস্থানে থাকিত তবে কি রত্নের এত সমাদর হইত? যে বস্তু যত সমাদৃত তাহা তত দুর্ল্লভ। মৃত্তিকাঅপেক্ষা স্বর্ণ দুর্ল্লভ, সুতরাং স্বর্ণের আদরও অধিক। সুখও দুর্ল্লভ, সেজন্যই ত্রিভুবনসমাদৃত। অবিনশ্বর সুখলাভে জ্ঞান কারণ; কিন্তু সাংসারিক সুখে পরিজন প্রতিবাসিপ্রভৃতিও কারণ হয়। তুমি যতই সাধু হও না কেন যতই সদ্ব্যবহার কর না কেন তাহারা স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার অনিষ্ট সাধন ও দুর্নাম রটনা করিবে যে পরিমাণ উপকার লাভ করিবে তাহার শতগুণ অপ-

কার করিবে কিন্তু সে জন্য দুঃখিতহওয়া উচিত নহে সেই অপকারও মহোপকারে পরিণত হয়। তাদৃশ ব্যবহার দ্বারা অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধি হয়। ঐ ব্যবহারদ্বারা আমরা কৃত্রিমতাময় সংসারের ঐন্দ্রজালিকপ্রদর্শিত আকাশোদ্যানের স্বরূপাববোধে সক্ষম হই। সময় সময় আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। দহ্যমান গৃহের নিদ্রিত ব্যক্তিকে যদি কেহ পদাঘাতদ্বারা জাগ্রত করে তবে সেই পদাঘাতজনিত অপকার উপকারেই পরিণত হয়। আমরাও লোকের নৃশংসব্যবহারদ্বারা যদিও উৎপীড়িত হই তথাপি সংসারতত্ত্বের অভিজ্ঞতা-লাভে অতুলনীয় উপকার প্রাপ্তহইয়া আনন্দানুভব করি। কারণ আমরা অনভিজ্ঞতাবশতঃ যে, সাধুবোধে দস্যুহস্তে ধনরত্ন সমর্পণ করি, চন্দনতরুবোধে বিষবৃক্ষে জল সিঞ্চন করি, এবং সমুজ্বল রত্নবোধে জ্বলদঙ্গার গ্রহণকরিয়া হস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলি, অভিজ্ঞতালাভে তাদৃশ সর্ব্ববিধ ভ্রম হইতেই চিরবিমুক্ত হইতে পারি। বিশেষতঃ জগতের সকলই যদি সৎ হইত সকল বস্তুই যদি আনন্দপ্রদ হইত তবে আর সুখ দুঃখে ভেদবুদ্ধি থাকিত না। তুমি কতগুলি লোকের অসদ্ব্যবহারে উৎপীড়িত হও বলিয়াই সদাশয়গণের সাধুব্যবহারজনিত নির্ম্মল সুখ উপলব্ধি করিতে পার।

কৃষ্ণপক্ষের নিবিড় অন্ধকারের পরেই শুক্লপক্ষীয় নির্ম্মল চন্দ্রিকার সুষমা অনুভূত হয়। পরিজন ও আত্মীয়বর্গের অসদাচরণ আমাদের যে পরিমাণ দুঃখোৎপাদন করে তদপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক উপকারজনক হয়। তাহাদের ঐ ব্যবহার, আমাদিগকে মোহনিদ্রা হইতে জাগাইয়া উঠায় এবং আমরা যে অমৃতবোধে বিষপান করিতে প্রবৃত্ত হই তাহা হইতেও আমাদিগকে নিবৃত্ত করে। আত্মীয়গণ আমাদের ভ্রমান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া দেয় এবং ঘৃণিত সাংসারিক সুখাভিলাষে বিরক্তি জন্মাইয়া অবিনশ্বর সুখলাভের প্রবৃত্তি উৎপাদনকরে

শিষ্য। দূরবর্ত্তি লোকের দৌরাত্ম্যজাল হইতে সতর্কতাদ্বারা নিজকে রক্ষা করাযায় বটে কিন্তু আত্মীয়গণের অব্যর্থশর কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হয় না। বিশেষতঃ—অচেতন বৃক্ষ লতাদিও জলসেচনাদি-রূপ-উপকার লাভ করিয়া ফলপুষ্পাদিদান দ্বারা সেচনকারীর অসীম প্রত্যুপকারসাধনে অতুল আনন্দ উৎপাদনকরে এবং হিংস্র অস্পৃশ্য কুক্কুরাদি জন্তুও প্রভুর অনিষ্ট নিবারণ ও ইষ্টসম্পাদনের জন্য নিজের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করে, গো, তৃণাদি দানের বিনিময়ে অমৃতময় দুগ্ধ দান করে; অশ্ব, স্বামীর কঠোর আদেশ প্রতিপালন জন্য বিদ্যু-দ্বেগে গমন করিয়া তৎক্ষণাৎ জীবন বিসর্জ্জন করে তথাপি প্রতি-পালকের আজ্ঞালঙ্ঘন করে না তবে কেন অপেক্ষাকৃত অধিক জ্ঞান-বান্ ও শক্তিশালী মনুষ্য উপকারকের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবে না?

গুরু। দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের সময়ে। সর্পব্যাঘ্রাদিকেও স্মরণকরা উচিত—যে ব্যক্তি সর্পকে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পানকরায় সর্প সুযোগমতে দুগ্ধের বিনিময়ে গরলপ্রদান করিয়া উপকর্ত্তাকে ভব-যন্ত্রণা হইতে চিরবিমুক্ত করে। প্রতিপালক মাংসাদি উপহার লইয়া যখন স্বপালিত ব্যাঘ্রসমীপে গমন করে তখন ব্যাঘ্র, স্বামিদত্ত মাংস ভোজন করিয়া স্বামিগ্রীবানিঃসারিত রুধিরধারা দ্বারাই মাংসাশনজনিত পিপাসা বিদূরিত করে। এই সকল সাংসারিক ঘটনা দেখিয়া সক-লেরই অপকারসহনশক্তিবর্দ্ধনে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

এই সংসার মনুষ্যের পরীক্ষাস্থল যিনি ঐরূপ হিংস্রজীবে পরি-বেষ্টিত থাকিয়াও আত্মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যগণের হিংস্রভাব সংযত করিয়া জগতের উপকার সাধন করিতে পারেন তিনিই মহা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। যিনি সংসারসাগরের পাপস্রোতে আত্ম-শরীর ভাসাইয়া দেন অথবা সভয়চিত্তে পলায়নতৎপর হইয়া পর্ব্বত

গুহাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি এই মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। কারণ—

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি তএবধীরাঃ"

মনোবিকৃতির কারণ বর্ত্তমান থাকিতে যাঁহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না তাঁহাদিগকেই প্রকৃত ধীর বলা যায়।

জগতের সাধারণ লোকঅপেক্ষা পরিজন ও আত্মীয়বর্গের সহিত সম্বন্ধ অধিক, আলাপ ব্যবহারও অধিক সুতরাং তাহারাই দুঃখের প্রধানতম কারণ। অন্যের দোষকীর্ত্তন, অনিষ্ট সম্পাদন এবং সম্মানার্হ ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন আধুনিক মানবধর্ম্ম হইয়া দাড়াইয়াছে। আত্মীয়গণ স্বভাবের বশীভূত হইয়া যে ঐ সমুদয় অপ্রীতিকর কার্য্য করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? সর্প নিকটবর্ত্তি দুগ্ধ দাতাকে পরিত্যাগ করিয়া দংশন করিবার জন্য কি দেশান্তরে গমন করে? যিনি দেশের বা পৃথিবীর পূজনীয়, যাঁহার নামোচ্চারণে ভক্তির উদ্রেক হয়, দয়া পরোপকারাদি যাঁহার জীবনের সদাব্রত তিনিও পরিজনপ্রতিবাসিগণের বিষদন্তের ভীষণ দংশন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না। সমক্ষে বা পরোক্ষে প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহাকে তিরস্কৃত ও অবজ্ঞাত হইতে হয়। সহস্রগুণসত্ত্বেও মনুষ্য ব্রণান্বেষিমক্ষিকার ন্যায় দোষানুসন্ধান করিয়া অসীম আনন্দ অনুভবকরে। সুতরাং যাহাদের সহিত সম্বন্ধ অধিক, তাহারাই দুঃখের কারণ হয়। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে এই অসংখ্য নরপিশাচগণমধ্যে অনেক ভক্তিভাজন দেবতাও আছেন। এই সংসারনরকে নিমগ্ন থাকিয়াও তাঁহাদের অনুগ্রহে দুই একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিবার সময় পাওয়া যায়।

শিষ্য। যেই পরিজন, আত্মীয়বর্গ এবং প্রতিবাসিগণের দুর্ব্ব্যবহারে সর্ব্বদা উৎপীড়িত থাকিতে হয়, তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগকরিয়া-

স্থানান্তরিত হইলেওত শান্তিলাভ হয়না, তখন মন যেন কিএক অভীষ্ট বস্তু হারাইয়া পাগলের মত হয়, সুরম্য মনোহরোদ্যানের সান্ধ্য সুশীতলবায়ুও তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উত্তাপজনক হয়।

গুরু। বিষ্ঠার ক্রিমিগুলিকে উঠাইয়া যদি ত্রিতল প্রাসাদের উচ্চ প্রকোষ্ঠের বায়ু-সঞ্চালিত দুগ্ধফেণনিভ সুকোমলশয্যায় রাখা হয়, তবে কি উহারা শান্তিবোধ করিবে? সুখত দূরেরকথা কীটগুলি ছটফট্ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে মরিয়া যাইবে। বন্য ব্যাঘ্রকে ধরিয়া আনিয়া যদি সুসজ্জিত গৃহে বা অট্টালিকায় রাখা হয় এবং দুগ্ধ মিষ্টান্নাদি উপাদেয় বস্তু আহারের জন্য দেওয়া হয়, তবে কি উহার তৃপ্তি হইবে? যদি বল অভ্যাসদ্বারা তাহাও হয়, তবে আমি বলিব সেই ব্যাঘ্র তখন ব্যাঘ্র নহে, ব্যাঘ্রত্ব পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব অবলম্বন করিয়াছে। অভ্যাস দ্বারা ব্যাঘ্রের আহার ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের ন্যায় সংসারী মনুষ্যও দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও যত্ন দ্বারা মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া দেবভাব অবলম্বনে নির্ম্মল আনন্দলাভে সক্ষম হন্।

সংসারে অত্যাসক্তি ও অতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত জগতে সমদর্শী হও, দেখিবে যাহাকে নরক মনেকরিয়াছিলে সেই সংসারই স্বর্গসুখ প্রদানকরিতেছে। কেবল পরিমিত কয়েকজন লোককে পরিজনমধ্যে পরিগণিত করিয়া তাহাদের দুরভিলাষ-পূরণের জন্য অন্যের সর্ব্বনাশ করিও না। ন্যায়ভুজঙ্গ ভক্তিপূর্ব্বক পূজিত হইলে অর্চ্চনাকারীকে অমূল্যরত্ন প্রদানকরিয়া থাকে। কিন্তু চরণাহত হইলে মহাকালরূপী হইয়া কালে অবজ্ঞাকারীর জীবনসংহার করে। যদি তুমি অসদুপায়ে অন্যের অনিষ্ট সাধনদ্বারা আত্মীয়ের দুরভিলাষ পূর্ণকর তবে অবশ্যই আত্মীয়বর্গেরও অবজ্ঞাত হইবে এবং জগৎ ও জগদীশ্বর তোমার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান,

হইবেন সুতরাং একদিন অবশ্যই তোমাকে পাপের ফলভোগ করিতে হইবে। নিষ্ঠুর কীটের নির্দ্দয়দংশন যেমন মনোহর কুসুমের শোকাবহ পতনের মূল, ন্যায় বিরুদ্ধাচরণও, পবিত্র জীবনোদ্যানের সুখকুসুমের ঘোর শত্রু। এই পাপ যেজীবনে প্রবেশ করে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। বিষভক্ষণের পরিণাম যেমন জীবননাশ, ন্যায়সীমালঙ্ঘনের ফলও অধঃপতন। সম্রাটই হউন বা ইন্দ্রই হউন এই পাপের সমুচিত শাস্তিহইতে কেহই কখনও অব্যাহতি পান নাই। পাশবিক বলে বলীয়ান্ হইয়া অনেক দস্যুই ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করে বটে, কিন্তু সেই পদাঘাত অচিরে বজ্রাঘাতরূপে পরিণত হইয়া দস্যুমস্তকেই পতিত হয়। অতএব ন্যায়ের মর্য্যাদারক্ষার জন্য সর্ব্বদা সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। ন্যায়রক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যসম্পাদন করিতে পারিলে অশান্তির আশঙ্কা থাকে না।

শিষ্য। সংসারে অনেক নিষ্পাপ ন্যায়বান্ সদাশয় পরোপকারী লোক পরকৃত অপকারের উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া থাকেন, সেই মহানুভবগণের অশান্তিভোগের কারণ কি?

গুরু। "বিদ্যতে হি নৃশংসেভ্যো ভয়ং গুণবতামপি"

নৃশংস লোকেরা গুণবান্ নির্দ্দোষ লোকেরও অনিষ্ট করিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুর্ব্বৃত্তগণের ঐরূপ দুর্ব্ব্যবহার দ্বারা সংসারের পরিচয় পাওয়া যায়। সংসার চিনিতে না পারিলে আত্মরক্ষা করিতে পারাযায় না। দুষ্টের দুর্ব্ব্যবহারই মনুষ্যকে সতর্ক রাখে। সতর্ক থাকিলে হিংস্রপরিপূর্ণ ঘোরঅরণ্যেও আত্মরক্ষা করাযায় কিন্তু অসতর্ক ব্যক্তি নিজগৃহেও বিপন্ন হইয়া থাকে। একবার ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপন্ন না হইলে কেহই সতর্ক হয় না। বঞ্চকের প্রতারণায় কোনও ধনীর যদি একবার একশত টাকা নষ্ট হয়, তবে তিনি আর সেইরূপ বঞ্চনায় প্রতারিত হন্ না। কিন্তু একবার প্রবঞ্চিত না

হইলে কালে লক্ষ টাকা নষ্ট হওয়াও অসম্ভব নহে। সুতরাং পূর্ব্বের সাধারণক্ষতি পরের মহৎস্বার্থ রক্ষার হেতু। বিশেষতঃ, মনুষ্য, স্বভাবের বশীভূত হইয়া যে পরানিষ্ট করে তাহাতে জ্ঞানবান্ ব্যক্তির দুঃখিত হওয়া উচিত নহে।

একদা কোনও ভদ্রলোক সন্তুষ্টহৃদয়ে মহাত্মা বিদ্যাসাগরের নিকটে যাইয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—মহাশয় ঐ লোকটা আপনাকে বড়ই নিন্দাকরে এবং স্থানে স্থানে আপনার দুর্নাম রটনা করিয়া বেড়ায়, ইহার কারণ কি? মহাত্মা বিদ্যাসাগর একটু বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন "লোকটা কেন যে আমার দুর্নাম ও নিন্দা করে তাহা ভাবিয়া আমিও স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি কখনও তাহার কোনও উপকার করিয়াছি বলিয়াত স্মরণহয় না, তবে কেন সে আমার নিন্দা ও দুর্নাম করিতেছে? ইহাও নিশ্চিত যে হয় ত উপকারের কথা আমার স্মরণ নাই, না হয় আমার কার্য্যদ্বারা আমার অজ্ঞাতসারে সে কোনও বিশেষউপকার লাভ করিয়াছে, তাহা না হইলে আমার এত নিন্দা ও দুর্নামরটনা করিত না" এই মহাত্মার বাক্যদ্বারা সংসারের অবস্থা বুঝিলে ত? তিনি যে কত শত লোকের জীবিকার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, কত শত লোককে উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করিতে তিনি নিজেও পারেন নাই কিন্তু প্রতিদান স্বরূপে তিনি কি পাইয়াছিলেন তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিলে, বারংবার ঐরূপ প্রতিদান পাইয়াও সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা কর্ত্তব্যপথ হইতে কখনও স্খলিতপদ হন্ নাই। দুষ্টের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কোন মহাত্মাই কর্ত্তব্যের ত্রুটি করেন না, কেবল আত্মরক্ষার জন্য যতদূর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেন। পরহিতৈষী সাধু বিকারগ্রস্ত রোগীর শত চপেটাঘাত সহ্য করিয়াও রোগীকে উপযুক্ত ঔষধ প্রদানকরিয়া থাকেন।

শিষ্য। সংসারের কথা শুনিয়া এবং পর্য্যালোচনা করিয়া অবসন্ন হইয়াছি এক্ষণে আধ্যাত্মিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ লাভকরিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। বৎস! আধ্যাত্মিকতত্ত্ব জাগতিক তত্ত্ব হইতে পৃথক নহে; ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে নীতিতত্ত্ব যদিও আপাত দৃষ্টিতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হউক তথাপি সুক্ষ্মদর্শনে নিশ্চয়ই অভিন্ন বলিয়া নির্ণীত হইবে। সমাজনীতিতে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই ধর্ম্মজনক। জাগতিকতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিলে অর্থাৎ জগতের কার্য্য কারন, সুখ দুঃখাদি ও তৎসমুদয়ের কারণ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলে আধ্যাত্মিকতা অপরিজ্ঞাত থাকেনা। অতএব জ্ঞাতব্য বিষয় জাগতিক ও অধ্যাত্মিকরূপে দ্বিবিধ নহে। জগত্তত্ত্ব জানিতে পারিলেই অধ্যাত্মিকজ্ঞানের উদয় হয়। তুমি পূর্ব্বে যে অতৃপ্তি বা অসুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এইক্ষণে সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া তোমার আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তরে প্রবৃত্ত হইব। কেবল যে তুমিই ঐরূপ কষ্ট সহ্য করিতেছ তাহা নহে, সংসারাসক্ত ব্যক্তিমাত্রেই ঐরূপ কষ্টপরম্পরা সহ্য করিয়া থাকে। জগদ্‌গ্রাসিনী বাসনা এবং আত্মজ্ঞানের সংকীর্ণতাই সংসারের নির্ম্মল সুখসম্ভোগের অন্তরায়। বাসনা রাক্ষসী বিশ্বগ্রাসাভিলাষে যদি করালবদন বিস্তার না করিত, অন্যের সুখৈশ্বর্য্য সন্দর্শন যদি শূলবৎ নেত্রপীড়াকর না হইত, তবে কি সংসার শোকাবহ ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইত? সর্ব্বাগ্রে বাসনা পরিত্যাগকরা কর্ত্তব্য; বাসনা বলবতী থাকিলে তৃপ্তি বা সুখের আশা সুদূরপরাহত। অকিঞ্চন দরিদ্র মনে করে যে, যদি আমি কোনও উপায়ে, একশত টাকা লাভ করিতে পারি, তবে আমার সমস্ত অভাব বিদূরিত হয় এবং আমার সুখেরও সীমা থাকে না; কিন্তু সে যদি ঐ টাকা উপার্জ্জন

করিতে পারে, কিছুকালপরেই মনে করিবে অন্ততঃ সহস্র টাকা না পাইলে কিছুতেই নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য নির্ব্বাহকরাযায়না; যদি তাহাও সংগৃহীত হয় অবিলম্বেই লক্ষ টাকা লাভের অভিলাষ জন্মিবে। সে লক্ষ বা কোটি টাকা লাভ করুকনা কেন কিছুতেই তাহার প্রজ্ব-লিত আশানল নির্ব্বাপিত হইবেনা বরং চতুর্দ্দিকে লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া "দেহি দেহি" শব্দে জগৎ পরিপূরিত ও প্রকম্পিত করিবে। তখন সে মনে করে, যত অর্থই থাবুক না কেন জগতের প্রভুত্বলাভ করিতে না পারিলে আর সুখ নাই। সর্ব্ববিধ ভোগাশাই এইরূপ উত্ত-রোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ভগবান বলিয়াছেন—

নজাতু কামঃকামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষাকৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে॥

অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তুর সম্ভোগ যতই প্রচুরপরিমাণে হউক না কেন ভোগাশা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রজ্বলিত হুতাশনে যতই ঘৃতাহুতি দেওয়াযায় অগ্নিশিখা ততই বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং অভিলষিত বস্তুর সম্ভোগদ্বারা বাসনানিবৃত্তি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে বস্তুর অভাব আছে তাহার পূরণ করিয়া সুখী হইতে অভিলাষ করা দুরাশা। এক জন্মে কেন শত জন্মেও অভাবের পূরণ করিতে পারিবেনা; অভাব ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। নিজের যাহা আছে তাহাতে মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে শিক্ষা না করিলে সংসারে সুখের আশা একেবারেই থাকেনা। শাস্ত্রকারগণ এসম্বন্ধে কি উপদেশ দিয়াছেন শ্রবণ কর।

সর্ব্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্যমানসং।
উপানদ্গূঢ়পাদস্য সর্ব্বাচর্ম্মাবৃতেব ভূঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তির চরণযুগল চর্ম্মপাদুকাবেষ্টিত তাঁহার নিকটে সমস্ত পৃথিবী যেমন নিষ্কণ্টক; সেইরূপ যাঁহার মন সন্তুষ্ট তাঁহার সর্ব্ববিধ

সম্পত্তিই আছে, কোন বিষয়েরই অভাব নাই। সমৃদ্ধির একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই, যত বৃদ্ধি কর ততই বৃদ্ধির আশা বলবতী হইবে। কেবল যে আশা বাড়িবে তাহা নহে, অর্থলোভ মনুষ্যকে ঘোরতমসাচ্ছন্ন নরকের ভীষণ হইতে ভীষণতর স্থানে নিয়া উপস্থাপিত করে; লোভের এমনই অসাধারণ শক্তি যে, লোভী; ভীষণ ফণিফণাস্থিত মণিগ্রহণ করিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিতেও কুণ্ঠিত হয়না। অতএব সুখাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেরই লোভ পরিত্যাগ করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা কর্ত্তব্য। তোমার যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক; অন্যের ঐশ্বর্য্যসন্দর্শনে দুর্লোভের বশবর্ত্তী হইওনা। দুষ্পূরলোভ কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবেনা। প্রজ্বলিত হুতাসনে যতই শুষ্কতৃণরাশি নিক্ষেপ করিবে অগ্নির প্রবলশিখা ক্রমে ততই বর্দ্ধিত হইয়া আকাশব্যাপ্ত করিয়া ফেলিবে। উল্লিখিত শ্লোকে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকরা হইয়াছে তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহী।

মনে কর দুইটি লোক কণ্টকাদিসমাকীর্ণ পথে দীর্ঘকাল বিচরণ করিবে; সেইজন্য প্রথম ব্যক্তি অস্ত্রগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত কণ্টকছেদনে প্রবৃত্ত হইল। কারণ সে নির্ব্বোধ মনে করিল "পৃথিবীর কোন স্থানে কণ্টক থাকিলেইত আমার চরণে অজ্ঞাতসারে বিদ্ধ হইতে পারে অতএব পৃথিবীর কণ্টক বিদূরিত করাই সর্ব্বাগ্রে বিধেয়।" কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি ভাবিল "আমি ঐরূপ অমানুষিক কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া যদি আমার চরণদ্বয় দুর্ভেদ্য চর্ম্মপাদুকাদ্বারা আবৃত করিতে পারি তবেইত আমার অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইতে পারে।" এখন বিবেচনা করিয়া দেখ কাহার চেষ্টা ফলবতী হইবে। প্রথম ব্যক্তির বাসনা কি হাস্যোৎপাদিকা নহে? সেইরূপ পৃথিবীর সর্ব্ববিধ ভোগ্যবস্তুর উপভোগদ্বারা অথবা সর্ব্বময় প্রভুত্বদ্বারা ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধনলিপ্সা কি ক্ষিপ্ততার পরিচয় প্রদান করেনা? একজন্মে কেন সহস্র জন্মেও

ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত হইতে পারেনা। অতএব নিজ অপেক্ষা নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

অধোঽধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমানোপজায়তে।
উপর্য্যুপরিপশ্যন্তঃ সর্ব্বএব দরিদ্রতি॥

নিম্ন অপেক্ষা নিম্নতর ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে সকলেই নিজকে সুখী বলিয়া মনে করিতে পারে কিন্তু তাহা না করিয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দারিদ্র্যদুঃখ অনিবার্য্য। তোমার প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে, দেহেন্দ্রিয়াদি সম্পূর্ণ কর্ম্মঠ, স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনবর্গেরও অভাব নাই, তোমার নাই কেবল পৃথিবীর রাজত্ব; ইহা যদি তোমার অসহনীয় কষ্টের কারণ হয় তবে ঐ যে অন্ধটী বৃক্ষতলে শয়ান রহিয়াছে, কঠিন রোগ হওয়াতে তাহার দক্ষিণচরণের জানুদেশ পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিয়াছে, যষ্টির সাহায্য ব্যতীত স্থির হইয়া দাড়াইতেও পারেনা অথচ ভিক্ষাবৃত্তি ব্যতীত জীবিকার আর কোন উপায় নাই, আহার্য্যবস্তু প্রস্তুত করিয়া দেয় এমন একটি লোকও নাই, ইহার অবস্থা একটু চিন্তা করিয়া দেখ দেখি তোমার মানসিকবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটে কিনা? অজ্ঞান সংসারী যে কেবল অপ্রাপ্ত বস্তুলাভের জন্য ব্যস্ত তাহা নহে প্রাপ্তবস্তুতেও অসন্তুষ্ট। যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রের কোমল কলেবরসংস্পর্শে অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসের উদ্রেক হয়, যাহার অর্দ্ধোচ্চারিত অর্থশূন্য বাক্যাবলী কর্ণপথে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বশরীর আনন্দপ্রবাহে আপ্লুত করে, অধিক কি বলিব যে আত্মজ আত্মার প্রতিমূর্ত্তি, যাহা অপেক্ষা প্রিয় আর জগতে কেহ নাই, সেই পুত্র যদি কখনও স্বার্থের বা স্ব মতের প্রতিকূলে কোন কথা বলে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি বিদ্বেষদৃষ্টি নিপতিত হয়; আর সেই সৌন্দর্য্য, বাক্যমাধুর্য্য কিছুই থাকেনা। আর, যে শরীরার্দ্ধ ভাগিনী জায়ার মুখকান্তিসন্দর্শনে শারদীপৌর্ণমাসীচন্দ্রিকার সুষমা পরাজিত হয়, যাহা অপেক্ষা

সংসারে আর অধিক সুখের আধার নাই, যিনি হিংস্রজীবসঙ্কুল সংসারা-রণ্যের আশ্রয়পাদপ, নিদাঘাতপসন্তপ্ত পথিকের শীতলচ্ছায়া ও দুঃখ-গ্রাহ-পরিপূর্ণ সংসারসাগরের একমাত্র তরণী, সেই সহধর্ম্মিণী যদি দৈবাৎ বুঝিতে না পারিয়া কোন অপ্রিয় কথা বলে তৎক্ষণাৎ অনেকেই ক্রোধে অধীর হইয়া উঠে এবং মনে করে যে আমার মত অসুখী জগতে আর কেহ নাই। জগতে কেহই আমার তৃপ্তিপ্রদ নহে; অন্যের কথা দূরে থাকুক যে পুত্র এবং স্ত্রী সংসারবন্ধনের মূল তাহারাই আমার দুঃখের প্রধান কারণ। বস্তুতঃ অসন্তোষই যাহাদের প্রকৃতি তাহারা কোন বস্তু বা ব্যক্তি হইতে সুখলাভ করিতে পারেনা। যে স্ত্রী পতির মঙ্গলের জন্য জীবনবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হয়, পতির ভোজনে যাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, স্বামীর মুখ প্রসন্ন দেখিলে যাহার আনন্দের অবধি থাকেনা এবং বিষণ্ণ দেখিলে হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত মরুভূমির ন্যায় বিশুষ্ক হইয়া যায়, এমন সমপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর প্রতি যে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেনা তাহার আর সন্তোষ কোথায়? নরক, স্বর্গ উভয়ই সংসারে বর্ত্তমান রহিয়াছে; যে যাহা চায় সে তাহাই পাইয়া থাকে। পরিজনদিগকে অন্তরের সহিত ভালবাস তবেই প্রকৃত ভালবাসা পাইবে। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা প্রদর্শন করিতে পারিলে ঈশ্বরও সন্তুষ্ট থাকিবেন। গৃহে থাকিয়াই স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারিবে। তাঁহাদের সাধারণ দোষ গ্রহণ করিয়া অসুখের সৃষ্টি করিওনা। সংসারকে যেরূপ করিয়া প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা কর সেইরূপই প্রস্তুত হইবে। তুমি দৃশ্য, সংসারদর্পণ; তোমার মুখখানি যে ভাবে রাখিবে সংসারদর্পণে সেই ভাবেই প্রতিবিম্বিতহইবে। অতএব সদ্ব্যবহার কর সদ্ব্যবহার পাইবে। যদি কোন স্থানে সদ্ব্যবহার নাপাও তাহাতেও অসন্তুষ্ট হইওনা। যাহাকে দুঃখত্বে আরোপ করিতেছ তাহাকে পবিত্র সুখ বলিয়া সিদ্ধা-

রিত করিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। সুখদুঃখ কল্পনাপ্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নহে। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

মনএব মনুষ্যাণাং কারণং সুখদুঃখয়োঃ।

অর্থাৎ মনই মনুষ্যগণের সুখদুঃখের কারণ। যদি সুখের কল্পনা করিতে-পার সমস্ত সংসার সুখময় হইবে, যদি দুঃখের আকর বলিয়া কল্পনা কর তবে সুখময় সংসারে থাকিয়াও অসহনীয় দুঃখযন্ত্রণা ভোগকরিবে। সন্তোষলাভের ইচ্ছা থাকিলে শাকান্নেও পরম পরিতোষ লাভ করিতে পারিবে, অতৃপ্ত ব্যক্তির পলান্নভোজনও সন্তোষোৎপাদক হয়না।

পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—

বদ্ধমুক্তো মহীপালো গ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি।
পরৈর্ন বদ্ধো না ক্রান্তো ন রাষ্ট্রং বহুমন্যতে॥

অর্থাৎ দেখাযায় মনুষ্য সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট্ হইয়াও বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতেপারেননা কিন্তু যদি তাঁহার রাজ্য যুদ্ধদ্বারা পরাধি-কৃত হয়, নিজেও বদ্ধ হন্ তখন কারামুক্ত হইয়া একটিমাত্র গ্রাম লাভ করিতেপারিলেই তিনি অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিলাভ করেন। যিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেননাই, তিনি একটি গ্রাম পাইয়াই পরিতৃপ্ত। ইহাদ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে সুখ চিন্তা করিলেই সুখী হওয়া যায় অসুখ চিন্তা করিলে দুঃখ পাইতে হয়। যদি তুমি ত্রিতলপ্রাসাদস্থিত দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ান রাজার চিন্তাবিষজর্জ্জরিত নীলকমলপ্রভ মুখখানির দিকে দৃষ্টি-পাত কর, তবে কি বৃক্ষতলবাসী প্রসন্নবদন স্বেচ্ছাহারবিহারী দরিদ্রকে অসুখী মনে করিবে? তখন তুমি অবশ্যই বুঝিবে ভোগ্যবস্তু সুখের কারণ নহে, পরিতৃপ্ত মনই একমাত্র সুখের মূল।

মহর্ষি সৌভরি জনসমাজে তপোভঙ্গের আশঙ্কায় জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিতেছিলেন। একদা একটি সুবৃহৎ

মৎস্য তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া স্বকীয় পুত্রপৌত্রাদির সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। উহার পুত্র পৌত্রগণ মধ্যে কোনটি পৃষ্ঠে, কোনটি পুচ্ছে, কোনটি বা মস্তকাদিতে থাকিয়া বিবিধ ক্রীড়াদ্বারা মৎস্যের অসীম আনন্দোৎপাদন করিয়াছিল। ঐরূপ প্রীতিজনক ক্রীড়াদর্শনে সৌভরি মুনির চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তিনি তপোভ্রষ্ট হইয়া মৎস্যের পারিবারিক আমোদ দর্শন করিতেলাগিলেন। ইহাতে তিনি এইরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে তপস্যাপরিত্যাগপূর্ব্বক পারিবারিক সুখ-সম্ভোগের জন্য তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

অনন্তর তিনি তপস্যা পরিত্যাগকরিয়া বিবাহাভিলাষে নৃপতি প্রবর মান্ধাতার নিকটে যাইয়া কন্যা প্রার্থনাকরিলেন। পরিণত-বয়াঃ সৌভরির প্রার্থনায় মহারাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিয়াছিলেন আমাদের কুলরীতি অনুসারে কন্যাগণ স্বয়ম্বরপ্রথাদ্বারা বরগ্রহণ করিয়াথাকে। আমার পঞ্চাশৎ কন্যার মধ্যে যদি কেহ আপনাকে বরণকরে তাহাতে আমি অসন্তুষ্ট হইবনা।

মুনি রাজার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তপোবলে অলৌকিক রূপলাবণ্যবিশিষ্ট হইয়া পাণিগ্রহণাভিলাষে কন্যাগণের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কন্যাগণ মুনির ভুবনমোহনরূপ সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া প্রত্যেকেই আগ্রহাতিশয়প্রদর্শনপূর্ব্বক যুগপৎ তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন।

মহাত্মা সৌভরি পত্নীগণের সহবাসজনিত সুখে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলেন। কালে তাঁহার পঞ্চাশৎপত্নীগর্ব্ভে সার্দ্ধশত পুত্র উৎপন্ন হইল। মুনি, সন্তানগণের অস্ফুট মধুরবাক্যশ্রবণ; বেদাধ্যয়ন ও ক্রমে যৌবনপ্রাপ্তি সন্দর্শন করিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভকরিতে লাগিলেন বটে কিন্তু ভোগাশা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি স্বকীয় সুখ-লিপ্সার আতিশয্য অনুভব করিতে পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন—

মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি বর্ষাযুতেনাপি তথাব্দ লক্ষৈঃ ।
পূর্ণেষু পূর্ব্বেষু পুনর্নবানা মুৎপত্তয়ঃ সন্তি মনোরথানাম্ ॥ ক ॥

পত্ন্যাংগতা যৌবনিনশ্চ জাতা দারৈশ্চ সংযোগমিতাঃ প্রসূতাঃ ।
দৃষ্টাঃ সুতাস্তত্তনয়প্রসূতিং দ্রষ্টুং পুনর্ব্বাঞ্ছতি মেঽন্তরাত্মা ॥ খ ॥

দ্রক্ষ্যামি তেষামপিচেৎ প্রসূতিং মনোরথো মে ভবিতা ততোঽন্যঃ ।
পূর্ণেঽপি তত্রাপ্যপরস্য জন্ম নিবার্য্যতে কেন মনোরথস্য ॥ গ ॥

দুঃখং যদৈবৈকশরীরজন্ম শতার্দ্ধসংখ্যং তদিদং প্রসূতম্ ।
পরিগ্রহেণ ক্ষিতিপাত্মজানাং সুতৈরনেকৈর্ব্বহুলীকৃতং তৎ ॥ ঘ ॥

সুতাত্মজৈস্তত্তনয়ৈশ্চ ভূয়োভূয়শ্চ তেষাং স্বপরিগ্রহেণ ।
বিস্তারমেব্যাত্যতি দুঃখহেতুঃ পরিগ্রহো বৈ মমতানিধানম্ ॥ ঙ ॥

নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ ।
আরূঢ়যোগোঽপি নিপাত্যতেঽধঃ সঙ্গেন যোগী কিমুতাল্পসিদ্ধিঃ ॥ চ ॥

দশ হাজার বৎসর অথবা লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া চেষ্টা করিলেও মনো-ভিলাষ পূর্ণ করাযায়না, কারণ কতকগুলি অভিলাষপূর্ণ করিলে আবার নূতন অসংখ্য অভিলাষ উৎপন্ন হয় ॥ (ক) ॥

আমার পুত্রগণ গমনক্ষম, যুবা, কৃতদার ও পুত্রবান্ হইয়াছে তাহা-দের পুত্রও দেখিয়াছি; আবার তাহাদের অপত্যদর্শনে আমার অভি-লাষ হইতেছে । (খ) ॥

যদি আমি তাহাদের অপত্যদর্শন করিতেপারি, তবে আবার নূতন অভিলাষের উৎপত্তি হইবে । যদিও সেই ভাবিঅভিলাষ পূর্ণহয়, তবে আবারনূতন অভিলাষের উৎপত্তি কে নিবারণ করিবে ? (গ) ॥

শরীর পরিগ্রহ সময়ে এক শরীরের জন্যদুঃখছিল; পঞ্চাশৎ রাজ-কন্যার পাণিগ্রহণের পর ঐ একদুঃখ পঞ্চাশৎ গুণে বর্দ্ধিতহইল, আবার বহুসংখ্যক পুত্রোৎপত্তির সঙ্গেসঙ্গে আমার দুঃখও বহু বিস্তৃতি লাভকরি-য়াছে । (ঘ) ॥

এই বহুবিস্তৃত দুঃখ পুত্রপৌত্রাদির সন্তানোৎপত্তিদ্বারা ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিবে। দারপরিগ্রহই মমতারমূল, তাহাই ঘোর-দুঃখ। (ঙ)॥

সংসর্গ পরিত্যাগ যতিদিগের মুক্তির কারণ। সংসর্গ হইতে অশেষ দোষের উৎপত্তি হয়; সংসর্গদোষে যোগারূঢ়ব্যক্তিও অধঃপতিত হন, যাহারা সিদ্ধিপথে অগ্রসরহইতে পারেনাই তাহাদের কথা আর কি বলিব। (চ)॥

এইজন্যই জ্ঞানিগণ সাংসারিক সুখে বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুখের সামগ্রী যতই সংগৃহীতহউক না কেন ভোগাশা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সৌভরি কেবল দারপরিগ্রহই সাংসারিক সুখসম্ভোগের পর্য্যাপ্ত উপায় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন না, তিনি প্রত্যেক পত্নীরজন্য এক একটি মণিময় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ সকল বাটীতে সর্ব্ববিধ বিলাসো-পকরণেরও সংগ্রহকরিয়াছিলেন। কিন্তু দেখিলেন ভোগ্য সামগ্রীর যতই বৃদ্ধিহইতেছে দুঃখ ততই প্রবলবেগে বাড়িতেছে। একটি অভাবের পূরণ হইতে না হইতে সহস্র অভাবের আবির্ভাব হইতেলাগিল। এদিকে বহু সংখ্যক স্ত্রীপুত্রগণের শারীরিক অসুখ দর্শনে প্রতি মুহূর্ত্তেই অপরি-সহনীয় দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

শিষ্য। মহাত্মন! আপনার উপদেশ বাক্যগুলি যুক্তিপূর্ণ ও অতি উত্তম কিন্তু মনের গতি যে অন্যদিকে প্রধাবিত, মনত সর্ব্বদা উপাদেয় বস্তু লাভেই প্রমত্ত, মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া কে শাকান্নে উদর পূর্ত্তি করিতে ইচ্ছাকরে?

গুরু। বৎস! যদি তুমি উপাদেয় বস্তু চিনিতে পারিয়া কথাটি বলিতে, তবে তোমার কথায় নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিতে পারিতাম কিন্তু দুঃখের বিষয়, তুমি উপাদেয় বস্তু চিনিতে পারনাই। যে যাহা ভালবাসে সেই বস্তুই তাহার উপাদেয়। এক বস্তু সকলের পক্ষে উপা-

দেয় হয় না। মদ্যপায়ীর সুরাপানপ্রীতি কি অন্য বস্তুতে তুলনীয় হয়? তাহার কাচনির্ম্মিত মদ্যপাত্রের উপমা কি চন্দ্রকান্ত বা সূর্য্যকান্ত মণিতে সম্ভবে? মৎস্যমাংসাশী কি নিরামিষ ঘৃতপক্ক পবিত্র ব্যঞ্জনের সুখাস্বাদ অনুভব করিতে পারে? কেহ অম্লরস ভালবাসে, কেহবা মধুররসপ্রিয় কেহ আমমাংসভোজনে নিরতিশয় প্রীতি লাভ করে, কাহারও বা পর্য্যুষিত পূতিগন্ধি কীটবিশিষ্ট মাংস অতি উপাদেয় বস্তু। তুমি কঠোরাজ্ঞা পালনে বিলম্বকারী কিঙ্করগণের শিরশ্ছেদ করিয়া প্রীতি লাভ কর, আমি অভ্যাগত ব্যক্তির চরণ সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিলে নিরতিশয় সুখী হই। দস্যুগণ অন্যের সর্ব্বস্বাপহরণ এবং প্রাণবধ করিয়া তখন যে আনন্দ লাভ করে তাহা তুমি কল্পনাদ্বারাও অনুভব করিতে পারিবে না। অতএব মাতাপিতা প্রভৃতি শব্দগুলি যেমন ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধ-প্রতিপাদক হয়, সেইরূপ উপাদেয় বা প্রিয় বলিলেও ব্যক্তিবিশেষেই বুঝিতে হইবে কারণ একবস্তু সকলের প্রিয় হয় না। যে বস্তু তোমার অতি প্রিয় তাহা আমার অতিশয় ঘৃণাই হইতে পারে। বস্তুর উপাদেয়ত্ব ও অবজ্ঞেয়ত্ব ব্যক্তিভেদে কেন অবস্থাভেদেও হইয়া থাকে। শৈশবের ক্রীড়া কি যৌবনে লজ্জার উৎপাদন করেনা? যৌবনের বিলাসিতা ও পাপাচরণের কথা স্মরণ করিলেও বার্দ্ধক্যে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। মনুষ্য সুখলাভের জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হয় বটে কিন্তু সুখ চিনেনা সুতরাং স্থায়ী সুখলাভ করিতেও পারেনা।

শিষ্য। ভগবন্! সংসারিগণ যে সকল বস্তুকে শ্রেষ্ঠ উপাদেয় বলিয়ামনে করিয়া লয় তাহা ভ্রমকল্পিত সন্দেহ নাই। কিন্তু সরলগতিতে হউক আর বক্রগতিতেই হউক পর্ব্বতনিঃসৃত নদীসকল যেমন লক্ষ্য-ভ্রষ্ট না হইয়া সাগরেই পতিত হয় এবং পরস্পর বিসংবাদী ধর্ম্মশাস্ত্র

সকল যেমন সাকাররূপে বা নিরাকারে এক পরমব্রহ্মে যাইয়া বিশ্রাম করে, সেইরূপ সংসারিগণের মধ্যে যে যাহাকে প্রিয়বস্তু বলিয়া স্থির করুক্ না কেন সকলের লক্ষ্য একমাত্র সুখ। কেহই এই লক্ষ্যচ্যুত হয়না। সকলেইত এক সুখের জন্য সংসারের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সুখ সুখ করিয়া বায়ুবেগে ছুটাছুটি করিতেছে, তবে কেন নির্ম্মলসুখলাভ করিতে পারেনা?

গুরু। বৎস! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুঃখের এককারণ লোভ বা বাসনা; দ্বিতীয় কারণ আত্মজ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা। লোভ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়াছি এইক্ষণ দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর। সংসারে যত প্রকারে বিবাদ বিসংবাদ ঘটে তৎসমুদয়ের মূল আত্মপরজ্ঞান। তুমি যাহাকে আত্মীয় মনে কর তাহার সুখসমৃদ্ধি তোমার স্বার্থের বিরোধী নহে, কিন্তু অনাত্মীয় প্রতিবেশী ধনবান্ আর তুমি দরিদ্র তোমার অবশ্যই একটু ঈর্ষা জন্মিবে, তুমি তাহাকে পরজ্ঞান কর বলিয়াই তাহার সম্পদে তুমি সুখী হইতে পারনা। তোমার শিশুপুত্র তোমার ক্রোড়ে মলমূত্র পরিত্যাগ করিলে তাহাতে ঘৃণার উদ্রেক বা বিরক্তি বোধ হইবেনা কিন্তু অপর একটী শিশু তোমার নিকটবর্ত্তী স্থানে মলত্যাগ করিলেই দুর্গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। কুষ্ঠরোগে নিজ শরীর পচিয়া যদি পূতিগন্ধময় হয় তাহাতে কিছুমাত্র ঘৃণা বোধ হয়না কিন্তু অন্যের শরীরে একটু ক্ষত দেখিলে তৎক্ষণাৎ ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। এই বিসদৃশ জ্ঞানের মূল কি আত্মজ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা নহে? যদি প্রতিবাসীতে আত্মীয়জ্ঞান থাকিত, অন্যের পুত্রকে পুত্র নির্ব্বিশেষে দেখিতে পারা যাইত, অন্য শরীরে স্বদেহবৎ প্রীতি থাকিত তবে কি সংসার এরূপ নরক হইত? সংসারে যে বিবাদ, শত্রুতা, যুদ্ধ, জীবহত্যা প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান হইতেছে, তাহার একমাত্র মূল ভেদজ্ঞান

সংসারের অনেক লোক কেবল স্ত্রী পুত্রকে পরিজন মধ্যে পরিগণিত করিয়া অন্য সকলকে পরজ্ঞান করে, সুতরাং পরোন্নতি দর্শনে কষ্টও অধিক অনুভব করে। যাঁহারা প্রতিবাসীদিগকে আত্মীয়জ্ঞানে দর্শন করেন, তাঁহাদের দুঃখ অপেক্ষাকৃত কম যাঁহারা দেশের সমস্ত লোককে আত্মনির্ব্বিশেষে দর্শন করেন তাঁহারা নির্ম্মলসুখ অনুভব করেন। জগতের সমস্ত লোক যাঁহার আত্মীয় তিনি জীবন্মুক্ত। বস্তুতঃ যাঁহার পরিবার যত বড় তাঁহার সুখের পরিমাণও তত অধিক। যাহার কেবল স্ত্রী পুত্রই পরিজন মধ্যে পরিগণিত সে দুই একজনের অভাবেই সংসারকে ঘোরান্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যবৎ দর্শন করে; তাহার আপনার বলিতে আর কেহ থাকেনা। কে তাহার প্রতিপদঘটিত সাংসারিক বিপদে সাহায্য করে, রুগ্নাবস্থায় তাহার পিপাসিত কণ্ঠে কে একবিন্দু জল দেয়? সে অসংখ্য জনগণমধ্যে থাকিয়াও নিঃসহায় তাহার জীবন পশুগণ অপেক্ষাও অধিক শোচনীয়। পশুদের জ্ঞান নাই বলিলেও হয়, কেবল অহারভয়াদি বিষয়ে অতি সাধারণ জ্ঞান দৃষ্ট হয়। কিন্তু পশুগণও দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত ও বাস করে, উহারা সাহায্যপ্রাপ্তির আবশ্যকতা অনুভব করিতে পারে বলিয়াই সমবেত হইয়া বাসকরে। একাকী সিংহেরও শত্রুভীতির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বহুসংখ্যক শৃগালও সমবেত হইয়া অন্যের ভয়োৎপাদন করিয়াথাকে। একটী কাকের বিপৎ সম্ভাবনা দেখিলে সহস্র কাক তথায় উপস্থিত হইয়া প্রতিকারচেষ্টা ও শত্রুর অনিষ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়; অতএব তীর্য্যগ্জাতি অপেক্ষা মনুষ্যকে জ্ঞানবান্ বলিয়া কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? পশুপক্ষিগণ সাধ্যানুসারে সজাতীয়দিগের সাহায্য করিয়া পরম পরিতোষলাভকরে কিন্তু সঙ্কীর্ণ-হৃদয় মনুষ্য সহোদরাদিকেও পরিজনমধ্যে গণনা করিতে পারিতেছেনা, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি আছে? যিনি জগদ্-

বাসীকে আত্মনির্ব্বিশেষে ভালবাসিতে পারেন তিনিই জগতের অতুলনীয় ভালবাসালাভ করিয়া পরমসুখে জীবনকাল অতিবাহিত করিতে সক্ষম হন্ সন্দেহ নাই। জগতে যাঁহার শত্রু নাই সকলই পরম হিতৈষী বন্ধু, যাঁহার বিপৎসম্ভাবনাতে জগৎ বিপৎসাগরে নিমগ্ন হয় ও সুখে জগতের আনন্দহিল্লোল প্রবাহিত হয় তাঁহার জীবন কি আনন্দময় নহে? তিনি সংসারে থাকিয়াইত মুক্তপুরুষের ন্যায় নিত্য সুখঅনুভব করেন; অতএব সংসারের সমস্ত প্রাণীকে আত্মনির্ব্বিশেষে ভালবাস, তবেই নির্ম্মলসুখ অনুভব করিতে পারিবে। সমস্ত জগদ্ব্যাপী আত্মা এক। জগতের সেবা সমভাবে সম্পাদন করিতে পারিলেই পরমাত্মার সেবা সম্পাদিত হইল। দুই একটী লোকের প্রতি প্রীতি-প্রদর্শন করিলে জগন্ময় পরমাত্মা কি সন্তুষ্ট হইতে পারেন? তুমি হস্তপদাদি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন এক পুরুষ; যদি আমি তোমার হস্তের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করি এবং চরণাদি অবয়বগুলিকে অস্ত্রদ্বারা ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হই তবে কি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতে পার? জগন্ময় জগদীশ্বরও তোমার সঙ্কুচিত প্রীতিপ্রদর্শনে প্রীত হইতে পারেননা। তিনি কেন সেই ঈশ্বরপ্রতিবিম্বীভূত তোমার জীবাত্মাই কি তাহাতে অবাধসুখ অনুভব করিতে পারেন? কখনওনা, কারণ তুমি যাহাদের ইষ্টচিন্তা করনা, অসুখদর্শনে দুঃখানুভব করনা, অভ্যুদয়দর্শনে বরং ঈর্ষান্বিতই হইয়াথাক, তাহারা কি তোমার ইষ্টসাধন করিতে পারে? এমন আশা কখনও করিতে পারনা। যাহার সুখে কেহ সুখী হয়না এবং দুঃখে দুঃখানুভব করেনা; তাহার জীবন দুঃখের আকর। মনুষ্যগণ সুখের ও দুঃখের অংশ আত্মীয়কে দানকরিয়াই শান্তিলাভ করে। অতএব নির্ম্মল সুখলাভের বাসনা থাকিলে সমস্ত জগৎকে গৃহরূপে দর্শন কর, মনুষ্যদিগকে পরিজন বলিয়া গ্রহণ কর দেখিবে তোমার আর কোন বিষয়ে অভাব নাই। তখন অনন্ত ধন-

রত্ন ও পরিবারবর্গে গৃহ পরিপূরিত দেখিবে; সংসার সুখময় হইবে, তখন দেখিবে, বিশ্ববাসীর ধনরত্ন ও সুখ সমৃদ্ধি তোমারই সুখোৎপাদন করিতেছে।

ধর্ম্ম।

শিষ্য। ধর্ম্ম কি? এবং ধর্ম্মের সহিত দেহ বা আত্মারই বা কি সম্বন্ধ?

গুরু। ধর্ম্ম কি? ইহার উত্তর বলিলেই দেহ ও আত্মার সহিত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। আপাত-দর্শনে মানবধর্ম্ম অসংখ্যভাগে বিভক্ত বলিয়া প্রতীত হয় কিন্তু সরলগতিতেই হউক বা বক্রগতিদ্বারাই হউক নদীসমুদয়ের যেমন একমাত্র সমুদ্রই গম্যস্থান সেইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়োক্ত বিভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্রেরও লক্ষ্য এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর। আধ্যাত্মিক ও সাংসারিকভেদে ধর্ম্ম দ্বিবিধ, প্রথমতঃ প্রথম জ্ঞাতব্য সাংসারিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে কেবল উপাসনা তপস্যাদিই ধর্ম্ম নহে সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মই ধর্ম্মজনক; সেই কর্ত্তব্য, সকলের এক নহে, রাজার যাহা কর্ত্তব্য তাহা অকিঞ্চন প্রজার অকর্ত্তব্য বা অনধিকারচর্চ্চা। বৃদ্ধসম্পাদ্য কর্ম্মে বালকের হস্তক্ষেপ ধৃষ্টতারই পরিচায়ক হয়। এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ লোকের নিজ নিজ শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মজনক এক কার্য্যে যে সকলের সমান অধিকার নাই প্রথমতঃ তাহাই জানা কর্ত্তব্য। ৭২২,৭৩

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জব মেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্॥
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ভগবদ্গীতা।

কৃষিগোরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥

শম, দম, তপস্যা, শৌচাচার, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, আস্তিক্যবুদ্ধি এই সমুদয় সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম ।

শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, কার্য্যদক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান, প্রভুত্ব, এই সমুদয় ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম ।

কৃষি, পশুপালন, এবং বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম । দ্বিজাতি পরিচর্য্যা শূদ্রদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম ।

শিষ্য । ইহাইত আর্য্যধর্ম্মের প্রধানতম দোষ । মুনিগণ পক্ষপাতিতা দোষের বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণেতর বর্ণের প্রতি নীচকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া স্বকীয় মহত্ত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই । সমদর্শিতার অভাবে আর্য্যধর্ম্ম চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে ।

গুরু । পৃথিবীর আধিপত্য নীচকার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া যদি ভিক্ষাবৃত্তি বা ফলমূলাহারই সম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হয় তবে সকলেইত তাহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন । কিন্তু সকল ভিক্ষাজীবী হইলে ভিক্ষা প্রদান করিবেন কে ইহাই চিন্তার বিষয় । বস্তুতঃ সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ কাহাকেও কোন কার্য্য করিবার জন্য বাধ্য করেন নাই যাহার যেরূপ শক্তি বা গুণ দৃষ্ট হইয়াছে মুনিগণ তাঁহাকে তদনুরূপ শ্রেণীতে নিবিষ্টকরিয়াছেন । যদি কোনও ধনীর একপাত্রে স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা ও তাম্রমুদ্রা সংশ্লিষ্টভাবে থাকে এবং কোনও কর্ম্মচারী তাহা দেখিয়া মুদ্রাগুলিকে যথাস্থানে বিভাগ করিয়া রাখে, তবে ঐ কর্ম্মচারীর সেই শ্রেণীবিভাগকার্য্য উপকারজনক হইবে না অপকার সাধন করিবে ? বিভাগ না করিলে অনুচিত বিনিয়োগ দ্বারা কখনও প্রভু, স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন কখনও বা অন্যকে প্রবঞ্চিত করা হইত । বিভিন্ন করিয়া না রাখিলে তাম্রমুদ্রালভ্য বস্তু-

ক্রয়ে স্বর্ণমুদ্রা প্রদত্ত হইবার সম্ভাবনা এবং স্বর্ণমুদ্রা স্থলেও তাম্রমুদ্রা-প্রদান অসম্ভব নহে। প্রদর্শিত শ্লোকগুলিদ্বারা কাহার কিরূপ স্বভাব কেবল তাহাই নির্ণীত হইয়াছে এবং তদনুসারে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। কাহাকেও কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করাইবার জন্য বাধ্য করা হয় নাই।

বিভাগকর্ত্তা যেমন স্বর্ণকে রৌপ্য বা তাম্র করেন নাই কেবলমাত্র যথাবস্থিত বস্তুর বিভাগ করিয়াছেন সেইরূপ শাস্ত্রকর্ত্তারাও লোকের প্রকৃতি এবং শক্তি দেখিয়া শ্রেণীবিভাগমাত্র করিয়াছেন কাহারও সত্ত্বগুণ অপহরণ করিয়া শরীরে তমোগুণ প্রবিষ্ট করাইয়া দেন নাই, অথবা সাত্ত্বিক ব্যক্তিকেও বলপূর্ব্বক তামসিক মধ্যে নিবিষ্ট করেন নাই। শ্রেণীভেদদ্বারা ধর্ম্মজীবন ও সংসারজীবনের উপকারই সাধিত হইয়াছে। যাহার যেরূপ শক্তি আছে সেই ব্যক্তি তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই পূর্ণমনোরথ হইতে পারে।

যে শুদ্ধচেতাঃ সমদর্শী বিদ্বান্ বহুজন্মের সাধনাদ্বারা সিদ্ধিপথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার ধর্ম্ম আর একজন নীচশ্রেণীর নির্ব্বোধ নিরক্ষরের ধর্ম্ম কি এক হইতে পারে? যদি কোনও ধর্ম্মোপদেষ্টা, সমভাবে উপদেশদানে যত্নবান্ হন্ তবে তাঁহার সেই যত্ন, ভীষণ দাবানলমধ্যে পতিত দুই একটি পরমাণুকল্প জলবিন্দুর ন্যায় নিষ্ফল হইবে সন্দেহ নাই।

সন্ন্যাসীর যাহা ধর্ম্ম গৃহস্থের তাহা ধর্ম্ম নহে; গৃহস্থ যদি পরিবার পোষণাদি কর্ত্তব্যকার্য্য না করেন তবে তাঁহার ঘোর অধর্ম্ম হয়। হিংসাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যাদি এবং জগতের জ্ঞানোন্নতি করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য; আবশ্যক হইলে সহস্র সহস্র প্রাণিহিংসা বা জ্ঞাতি-বধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; নিরর্থক প্রাণিহিংসা বা মৃগয়া যে ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহারও যুক্তি আছে। ক্ষত্রিয়গণ ধাবমান পশুতে অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য শিক্ষা না করিলে এবং পুষ্টিকর মাংসভোজন

না করিলে যুদ্ধে কৃতকার্য্যতালাভকরিতে পারিবেননা এজন্যই তাঁহা-দিগকে মৃগয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। যে প্রাণিহিংসা ধর্ম্মশাস্ত্রের নিরতিশয় ঘৃণিত উহাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। যে খাদ্য এক রোগের অনিষ্টকর হয়, উহাই রোগান্তরের বিনাশক হইয়াথাকে। এক ঔষধদ্বারা যদি সকল রোগের নিবারণ হইত তবে আর কৃতবিদ্য ব্যবস্থানিপুণ চিকিৎসকের প্রয়োজন হইতনা। আমাদের শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ রোগীর প্রকৃতি এবং বলাবল পরীক্ষা করিয়াই ঔষধের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে রোগে স্বর্ণ-কস্তুরীযুক্ত ঔষধ প্রয়োজ্য নহে, উহাতে যদি ঐরূপ শ্রেষ্ঠতম ঔষধ, ব্যবস্থাপকের অজ্ঞতাবশতঃ প্রযুক্ত হয় তবে তদ্দ্বারা অবশ্যই উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার সাধিত হইবে; এজন্যই শাস্ত্রকারগণ সে বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছেন। কোনও অনভিজ্ঞ উপদেষ্টা যদি গৃহস্থকে কঠোর যোগ-সাধনের উপদেশ প্রদান করিয়া ঐরূপ দুঃসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন তবে ঐ নূতন যোগী কি অল্পকাল মধ্যে কঠিনরোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত বা চিরকাল জড়পদার্থের ন্যায় অচল হইয়া থাকিবেনা? সকলকে সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকার্য্যে সমানাধিকার না দেওয়াতে শাস্ত্রকারগণ যে তিরস্কৃত হইবেন তাহা তাঁহারা জানিতেন তথাপি তাঁহারা কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হন্ নাই। রাজা, মহামারীপ্রভৃতির করালগ্রাস হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কঠোর নিয়ম প্রণয়ন করিয়া তদ্দ্বারা অসীম নিন্দা ও তিরস্কার সহ্য করেন তথাপি কর্ত্তব্যকার্য্যে ঔদাসিন্য অবলম্বন করেননা।

মুনিগণ শক্তির অনুরূপ কার্য্যনির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহা-দের কোনও দুরভিসন্ধি নাই। আর্য্যশাস্ত্রে যেরূপ উদারনীতি ও সমদর্শিতার উপদেশ লক্ষিত হয় তাদৃশ বিশুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ জগতের আরকুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, উদাহরণরূপে দুই একটি উদার-

নীতির উল্লেখ করিতেছি—

অয়ং নিজঃ পরোবেত্তি গণনা লঘুচেতসাম্ ।
উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥
সমঃ শত্রৌচ মিত্রেচ তথা মানাপমানয়োঃ। ভগবদ্গীতা।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিতধী মুনিরুচ্যতে ॥

ক্ষুদ্রাশয় লোকেরাই মনে করিয়া থাকে যে, "ইনি আমার আত্মীয় ইনি পর" কিন্তু উদারচরিত্র সাধুগণ, পৃথিবীর সকলকেই আত্মীয় মনে করেন।

বিদ্বান্ ও বিনীতব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর, চণ্ডালপ্রভৃতি প্রাণি-বর্গে, জ্ঞানিগণ সমদর্শী হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা সকল পদার্থেই অভেদদর্শী হইয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ লোক শত্রুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, মিত্রের প্রতিও ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। জ্ঞানী, সম্মান লাভ করিয়া, আনন্দে আত্মহারা হন্ না, অসম্মানিত হইয়াও দুঃখানুভব করেননা; তিনি, শীতউষ্ণ ও সুখদুঃখে সমদর্শী; এবং ভোগ্যবস্তুতেও আসক্ত হন্না।

যাঁহার মন, দুঃখে উদ্বিগ্ন হয়না, সুখভোগ্য বস্তুতেও যাঁহার ভোগানুরাগ, ভয় ও ক্রোধ নাই তাদৃশ স্থিরমতি ব্যক্তি; মুনিনামে অভিহিত হন্।

আর্য্যধর্ম্মসাগরে, যে, এইরূপ কত সহস্র মহোজ্জ্বলরত্ন আছে তাহার ইয়ত্তা করা সাধ্যাতীত। ভারত, জ্ঞানের অত্যুচ্চ প্রস্রবণ গিরি। এই মহোন্নত ভূধর হইতে অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানধাতু নিস্রব, চারি-দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে জগৎ অলঙ্কৃত হইয়াছে। অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম-

নীতির দুই চারিটি অমূল্যবীজ নানাদেশে নীত ও উপ্ত হইয়া এক্ষণে সুদৃশ্য মহোদ্যানে পরিণত হওয়াতে জগৎ, নন্দনকাননশোভিত স্বর্গের অতুলনীয় শোভাধারণ করিয়াছে, প্রথমে আর্য্যজাতির হৃদয়খনি হইতেই সাম্যবাদরত্ন আবিষ্কৃত হইয়াছিল; এক্ষণে বণিক্‌দিগের যত্নে নানাদেশে নীত হইয়াছে। এক্ষণে যে দেশের অত্যুন্নতি দেখিতেছ সে দেশ ভারতের নিকটে ঋণী। রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির তুচ্ছ একটি মাত্র পার্থিব রত্ন অপহরণ করিয়া যে দেশ অলঙ্কৃত ও অভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্য-বান্; দেবারাধ্য ভারতীয় জ্ঞানরত্ন অপহরণ করিয়া সে দেশ, যে অত্যুন্নত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ভার-তের উদারতা সমদর্শিতা ধর্ম্মভাব জগতে অতুলনীয়। এক্ষণে কু-শিক্ষাদ্বারা যে, ভারতীয় উন্নত উদারচিত্ত, বিকৃত হইয়াছে তথাপি এই সমদর্শি ভারতেই একজনের উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা শতলোক প্রতিপালিত হইতেছে। সমদর্শী ভারতসন্তান আজও আপনার আহার ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া পরিজন ও আত্মীয়বর্গের প্রতিপালন করিতেছেন। ভারতের সমদর্শিতা স্বাভাবিক সুতরাং অস্থিমজ্জাগত কিন্তু অন্যের মুখস্থ বিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্যাঘ্রচর্ম্মে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, গর্দ্দভ কখনও ব্যাঘ্র হইতে পারেনা। কোনও নিরক্ষর কৃষক, পণ্ডিতমুখনিসৃত একটি সংস্কৃত শব্দ মুখস্থ করিয়া কি ভাষাতে উহার ব্যবহার করিতে পারে? যদি ব্যবহার করে তবে নিশ্চয়ই হাস্যজনক হইবে। মাতাপিতার ভরণপোষণে পরাঙ্মুখ ব্যক্তির মৌখিক উদারতা সমদর্শিতাও তদ্রূপই হইয়া থাকে। আর্য্য-ধর্ম্ম ও আর্য্যজাতিকে অনুদার বলিয়া গালি দেওয়াতে ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল তাহাতে হঠাৎ দুই একটি কর্কশ কথা বাহির হইয়া পড়িল।

শিষ্য। এক্ষণে আমার ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরে প্রবৃত্ত হউন যাহা জাতি দেশ নির্ব্বিশেষে সাদরে অনুষ্ঠিত হয়, আমি তাদৃশ ধর্ম্মের উপদেশে অভিলাষী।

গুরু। উষ্ণত্ব যেমন অগ্নির ধর্ম্ম, দ্রবত্ব ও শৈত্য যেমন জলের স্বভাব সেইরূপ মনুষ্যত্বই মানবধর্ম্ম। পশুর ধর্ম্ম, পশুত্ব, মানবধর্ম্ম মনুষ্যত্ব; মনুষ্য, যদ্দ্বারা পশ্বাদি ইতরপ্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে তাহাই মনুষ্যত্ব বা মানবধর্ম্ম। যে জ্ঞানদ্বারা মানবাত্মা দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী না হইয়া স্বভাবে থাকে তাহাই ধর্ম্মজ্ঞান। অতএব মনুষ্যত্ব রক্ষাই ধর্ম্মকর্ম্ম। দ্রবত্ব মাধুর্য্যাদি দুগ্ধের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কিন্তু উহাতে অম্লরস মিশ্রিত হইলে কাঠিন্য এবং অম্লত্বগুণ উৎপন্ন হয়, উহা দুগ্ধের অধর্ম্ম; সমদর্শিতা উপচিকীর্ষাদিও আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, হিংসাদি বিকৃত সুতরাং অধর্ম্ম।

দেহ ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সমষ্টিই মনুষ্য, সুতরাং দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের সুরক্ষা না হইলে মনুষ্যত্ব রক্ষিত হয়না, সেইজন্যই শাস্ত্রকারগণ ঐ সমুদয়ের সুরক্ষার নিমিত্ত কতগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই ধর্ম্মনামে অভিহিত। আর্য্যধর্ম্ম কেবল পারলৌকিক কর্ম্ম নহে স্বাস্থ্যরক্ষাদি ও সামাজিক সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যই আমাদের ধর্ম্মকার্য্য। দুঃখপরিহারপূর্ব্বক অবাধ সুখলাভই ধর্ম্মোপদেশের উদ্দেশ্য। যে কার্য্যদ্বারা স্থায়ীসুখ যত অধিক উহা তত অধিক ধর্ম্মজনক। কি কি কার্য্যদ্বারা স্থায়ী নির্ম্মলসুখলাভ হয় শ্রবণ কর।

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ মনুসংহিতা।

ধৃতি, (সুখদুঃখে সাম্যভাব) ক্ষমা, (অপকারসহিষ্ণুতা) দম, (অন্তঃকরণ সংযম) চৌর্য্যাভাব, শৌচাচার, ইন্দ্রিয়সংযম, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, সত্যকথন, ক্রোধপরিহার এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ বা সাধন।

বস্তুতঃ যিনি গভীরচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া উল্লিখিত ধর্ম্মগুলির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, আর্য্যধর্ম্ম কেবল পারলৌকিকতত্ত্ব নহে। আর্য্যধর্ম্ম যে সংসার-

দেহের জীবন তাহা অনেকেই জানেননা। সুখাভিলাষী সংসারীর ধৈর্য্যাদি নিতান্তই প্রয়োজনীয়। ধৈর্য্যাদিহীনসংসারী, সুখসাগরের তরঙ্গনিক্ষিপ্ত তৃণের ন্যায় দূরতর স্থানে নীত হয়। উদ্ধত ধাবমান ইন্দ্রিয়াশ্বের ধৈর্য্যাদিই সংযমনরজ্জু। এজন্যই ঈদৃশধর্ম্ম সর্ব্বশাস্ত্র-প্রশংসিত।

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দয়া দমঃ ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনম্॥ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, চৌর্য্যাভাব, পবিত্রতা, জিতেন্দ্রিয়তা, দান, দয়া, চিত্তসংযম, ক্ষমা, এই সমুদয়, সকল মনুষ্যের ধর্ম্মসাধন।

আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্য মহিংসা দানমার্জ্জবম্।
প্রীতিঃপ্রসাদো মাধুর্য্যং মার্দ্দবঞ্চযমাদশ॥ অত্রিসংহিতা।

অদ্রোহ, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, দান, সারল্য, সর্ব্বভূতে প্রীতি, সন্তোষ, মাধুর্য্য অর্থাৎ মধুরালাপ ও মধুর ব্যবহার, মৃদুতা এই দশবিধ যম ধর্ম্ম-সাধন।

যদিও ধৈর্য্যাদি সকল ধর্ম্মই সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় হউক তথাপি সত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রকারগণ, সত্যকে সর্ব্বোচ্চস্থানে আসন দিয়াছেন যথা—

নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মো ন পাপ মনৃতাৎ পরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥ (ক)
সত্যরূপং পরংব্রহ্ম সত্যংহি পরমং তপঃ। তন্ত্রশাস্ত্রং।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎপরতরোনহি॥ (খ)
জীবিতে নাপ্যতঃ সত্যং ভুবি রক্ষন্তি সাধবঃ।
নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মস্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥ (গ) রামায়ণং।
দ্বাবেব কথিতৌ সদ্ভিঃ পন্থানৌ বদতাংবর।
অহিংসাচৈব সত্যঞ্চ যত্রধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥ (ঘ)

সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই; মিথ্যা অপেক্ষাও অধিক পাপ নাই;

অতএব মনুষ্য সর্ব্বান্তঃকরণে সত্যের আশ্রয়গ্রহণ করিবে। (ক)

সত্যই পরমব্রহ্ম, সত্যই পরম তপস্যা, সত্যকে অবলম্বন করিয়াই সংসারের সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে অতএব সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। (খ)

অতএব পৃথিবীতে, সাধুগণ জীবনদান করিয়াও সত্যরক্ষা করিয়া থাকেন; ত্রিলোকমধ্যে সত্য অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম নাই। (গ)

হে বাগ্মিপ্রবর! পণ্ডিতগণ বলিয়াথাকেন যে যাহাতে সাক্ষাৎ-ধর্ম্ম বিরাজমান আছেন সেই অহিংসা ও সত্যই ঐহিক পারত্রিকসুখের প্রধান উপায়। (ঘ)

বস্তুতঃ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; সত্যই জগতের মূল সত্যই পরমব্রহ্ম। পঞ্চভূতাত্মক জড়জগৎ নশ্বর, সুতরাং 'মিথ্যা; আত্মা অবিনশ্বর, অতএব সত্যব্রহ্ম।

সত্যের পরিস্ফুরণেই অনির্ব্বচনীয় শান্তির উদ্রেক হয়। অন্ধকারময়ী রজনীতে লম্বমানা রজ্জু যে লোকহৃদয়ে সর্পভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া মর্ম্মপীড়া প্রদানকরে, দিবাকরের, নির্ম্মলকিরণে সেই মিথ্যাজ্ঞান বিদূরিত হইলে সত্যের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য উপলব্ধ হয়। যে ব্যক্তি নীলকমলভ্রমে বিস্ফারিত ফণি ফণাতে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইয়া কমলের মিথ্যাত্ব ও ফণীর সত্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন তিনি অবশ্যই বুঝেন যে মিথ্যা, সর্ব্বনাশের মূল; সত্য মঙ্গলময়। যিনি গভীর-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া এইরূপ সত্যমিথ্যার আলোচনা করিবেন তিনি অনায়াসে বুঝিবেন যে দেহেন্দ্রিয়াদি মিথ্যা, আত্মা সত্য সুতরাং ব্রহ্ম। নশ্বর সুখদুঃখাত্মক জগৎ মিথ্যা, যাহা অবিনাশী তাহাই সত্য, তাহাই ব্রহ্ম।

আধ্যাত্মিকতা পরিত্যাগকরিয়া সংসারের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ

করিলেও দৃষ্টহইবে যে, সত্যহীন সংসার, জীবনহীন দেহ অপেক্ষাও অধিক শোচনীয় ও ঘৃণিত! দস্যুতাচৌর্য্যাদিঅপেক্ষাও সত্যের অপলাপ অধিক পাপজনক। বাক্যের সত্যতা না থাকিলে বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়, অবিশ্বস্ত সংসার, নরক অপেক্ষাও ভীষণ। প্রজাগণ যদি রাজার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারে, সমাজনেতার কথা যদি সমাজের অবিশ্বাস্ত হয়, তবে সংসারে উচ্চনীচভাব থাকেনা। সত্য-ধর্ম্মবিহীন মনুষ্য, নরকের কীট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে! এজন্যই মহাত্মা দশরথ সত্যরক্ষার জন্য প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া শোকে জীবনবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন তথাপি সত্যভ্রষ্ট হন্‌নাই। যুধিষ্ঠির ও হরিশ্চন্দ্র, বিপুল সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাজীবী হইয়াছিলেন তথাপি সত্যরত্ন পরিত্যাগ করেন নাই। তাদৃশ অলৌকিক ত্যাগ স্বীকার ছিল বলিয়াই তাঁহারা জগতের সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া পূজনীয় ও অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছেন। আর্য্যশাস্ত্রে সত্যধর্ম্মের যেরূপ উপদেশ আছে এবং ভারতে সত্যরক্ষার যে সকল দৃষ্টান্ত আছে তাদৃশ উপদেশ ও দৃষ্টান্ত কি জগতে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয়?

ঈদৃশ সত্যপ্রাণ ভারতকে যাহারা মিথ্যারত বলিয়া নিন্দাকরে তাহারা সত্যেরই অপলাপ করে!

শিষ্য। সংসারের কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলি ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত এবং অকর্ত্তব্য কর্ম্মই পাপ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে সেই অকর্ত্তব্য কি কি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। পাপ কি তাহা বলিতেছি— যদ্দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় ও আত্মা কলুষিত হয় তাহাই পাপ। পাপ অসংখ্য অতএব প্রধান কয়েকটি পাপের উল্লেখ করিতেছি।

পরদ্রব্যে স্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসমম্।

পারুষ্য মনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ মনুসংহিতা
অসম্বন্ধ প্রলাপশ্চ বাঙময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥
অদত্তানামুপাদানং হিংসাচৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধংস্মৃতম্॥

পরদ্রব্যের অপহরণচিন্তা, অন্যের অনিষ্ট কামনা, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরে মিথ্যাত্বারোপ অর্থাৎ নাস্তিকতা এই তিনপ্রকার পাপ মানসিক।

পরুষবাক্য অর্থাৎ যাহা বলিলে অন্যের ক্রোধ সন্তাপ বা ভয় উৎপন্ন হয় তাদৃশ কর্কশ বাক্য, মিথ্যাকথা, পৈশুন্য অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির ধনমানাদি নষ্ট করিবার নিমিত্ত, রাজা প্রভু বা মিত্রাদির নিকটে তাহার দোষ কথন, অসম্বন্ধ প্রলাপ--অন্যের অনিষ্টকর অপ্রস্তাবিত বিষয়ের নিরর্থক আলাপ এই চতুর্ব্বিধ পাপ বাচনিক॥

যাহা প্রদত্ত হয় নাই তাহার গ্রহণ অর্থাৎ চৌর্য্য, অবৈধহিংসা এবং পরদার গমন এই ত্রিবিধ পাপ কায়িক। মানসিক পাপদ্বারা চিত্ত-দূষিত হয় বাচনিক পাপদ্বারা বাক্য কলুষিত হয়, কায়িক পাপদ্বারা শরীরের ঘোর অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে এইজন্যই পাপজনক কার্য্য নিষিদ্ধ। জীবনের ঘোর অনিষ্ট জনক আরও অনেক পাপ আছে যথা

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশন মাত্মনঃ। গীতা।
কামঃ ক্রোধ স্তথা লোভ স্তস্মা দেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥

কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি আত্মার ভীষণ অনিষ্টকর শত্রু, সুতরাং নরকের দ্বারস্বরূপ অতএব এইতিনটি যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে।

বিষয়সংভোগের বলবতীইচ্ছাই কামনা এইকামনা যদিকেবল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতহয় তবে কি উহাআত্মাকে অধঃপতিত করেনা? পূর্ব্বোক্ত ভোগকামনা কোনও কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ উৎপন্নহয় অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তুলাভে যদি কেহ বাধাজন্মায় তবে তাহারপ্রতি অবশ্যই ক্রোধের উদ্রেক হয়; ক্রোধ ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উহার অকর্ত্তব্য কিছুই থাকেনা। ক্রুদ্ধ

ব্যক্তি, প্রতিকূলাচারীর জীবনসংহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না; সুতরাং ক্রোধের পরিণাম আত্মবিনাশ। কামনা অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে বল, ছল, কৌশল, চৌর্য্য, ইহার যে কোন উপায়ে হউক অভীষ্টবস্তু লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়, উহাই লোভ। কামনা ও তজ্জনিত ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটিই নরক অর্থাৎ ঘোর দুঃখের কারণ।

আর একটি প্রধান পাপ অকৃতজ্ঞতা। অন্যান্য পাপে কেবল পাপকর্ত্তাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু অকৃতজ্ঞতাদ্বারা জগতের ক্ষতি হয়। উপকার করিয়া, যথাসম্ভব প্রত্যুপকারের আশা অনেকেই করিয়া থাকেন তাহা নাকরিলেও উপকৃতব্যক্তিহইতে অপকারলাভের আশঙ্কা কেহই করেননা। যে নরাধম উপকারকের অপকার করে সে পাপাত্মা দৃষ্টান্ত স্থানীয় হইয়া সদাশয়গণের উপকারপ্রবৃত্তি বিলুপ্ত করে। উপচিকীর্ষাবৃত্তি বিলুপ্ত হইলে জগৎ নরকময় হয়। দস্যু বা হিংস্রজন্তুর আক্রমণ হইতে যদি কেহ বিপন্নব্যক্তির রক্ষা না করে; অসহায় রুগ্নব্যক্তি, যদি প্রতিবাসীর সাহায্য না পায়, ধনীর সম্মুখে, দরিদ্র, যদি অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর পথিক যদি আশ্রয় ও খাদ্য পানীয়ের অভাবে মরিয়া যায়, তবে সংসারের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় হয়।

কৃতজ্ঞতা না থাকিলে অন্যের কথা দূরেথাকুক, পিতামাতাও সন্তান প্রতিপালন করিতেন না। মনুষ্য, যে, আর্থিক ও শারীরিক সাহায্যদ্বারা সাধ্যানুসারে পরোপকারসাধন করেন কৃতজ্ঞতা বা প্রত্যুপকার প্রাপ্তির আশাই তাহার কারণ। যিনি কৃতজ্ঞতা চাহেন না তিনিও কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে কৃতঘ্নতা দেখিতে ইচ্ছা করেন না। কৃতঘ্নতা দেখিলে কাহারও পরোপকারপ্রবৃত্তি থাকে না। এইজন্যই শাস্ত্রে কৃতঘ্নতার এত দোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

গোহন্তা নরহাচৈব ব্রহ্মহা বা সুরারতঃ।
প্রায়শ্চিত্তৈ র্বিশুধ্যন্তি কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥

গোবধ, ব্রহ্মবধ, ও সুরাপানে রত পাপিগণও প্রায়শ্চিত্তদ্বারা বিশুদ্ধ হয় কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই।

স্বার্থপরতা আর একটি ঘোর পাপ। মনুষ্য, স্বার্থপরতার শেষ-সীমায় যাইয়া কুক্কুরঅপেক্ষাও অধিক হিংস্র ও ঘৃণিত হয়। কুক্কুরাদির স্বার্থপরতা জীবনধারণোপযোগী খাদ্যেরজন্য, সুতরাং সীমাবদ্ধ, কিন্তু ভোগবিলাসরত মনুষ্যের স্বার্থ অসীম। স্বার্থপরতা হিংসারও মূল। এজন্যই নিঃস্বার্থ বা নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশ। নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশেই ভগবদ্গীতা, ধর্ম্মোদ্যানের সুগন্ধি পারিজাত, নক্ষত্র ভূষিত আকাশের সুবিমল চন্দ্র। গীতাসাগর মন্থন করিলে নিষ্কাম ধর্ম্মই অমৃতরূপে উদ্ধৃত হয়॥ স্বার্থপর লোকের কোথাও সম্মান বা আদর নাই। স্বার্থহীন দেবোপম মনুষ্যের উপদেশ ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ-করিয়া রাজাও নিজকে কৃতার্থ মনেকরেন কিন্তু স্বার্থপর লোকের বিনী-তপ্রার্থনাবাক্য শ্রবণে, নীচ শ্রেণীর চণ্ডালাদিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকে। স্বার্থপর মন স্বতই সঙ্কুচিত সুতরাং নিস্তেজ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যদ্দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদির অনিষ্ট হয় তাহা পাপ, যদ্দ্বারা উপ-কার সাধিত হয় তাহা ধর্ম্ম।

শিষ্য। তপস্যা ও উপবাসাদিদ্বারা শরীরের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট কিছুই হয় না তবে তপস্যাদি পাপমধ্যে পরিগণিত না হইয়া ধর্ম্মরূপে গৃহীত হইল কেন? যাহা সুখজনক তাহা ধর্ম্ম, যাহা অনিষ্ট-কর তাহাই পাপ, ইহাই যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম হয়, তবে সংসারের সকল জীবই পাপবিরত ও ধার্ম্মিক। ঈদৃশ উপদেশেরজন্য অসংখ্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সৃষ্টিই বা কেন? বিনা উপদেশেই ঐ জ্ঞান লাভকরা যায়।

গুরু। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা

উচিত। আমি শাস্ত্রার্থের বিপরীত একটি কথাও বলিনাই। সুখ-জনক কর্ম্মই ধর্ম্ম, দুঃখজনক কর্ম্ম পাপ, ইহা ধ্রুবসত্য কিন্তু কর্ম্মগুলি বাছিয়ালওয়া বিচারসাপেক্ষ। তিক্ত ঔষধ রোগীর প্রীতিপ্রদ হয় না; শ্রমজনক বিদ্যাভ্যাস, শিশুর ক্রীড়ারত হৃদয়ে আনন্দ উৎপাদন করে না; ধনীর ধন প্রাণ অপহরণের সুযোগসত্ত্বে তাহা না করা, দস্যুগণ কাপুরুষতার লক্ষণ বলিয়াই মনে করে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও এইরূপ বিচারনিপুণ লোকের অভাব নাই। অনেক ধার্ম্মিকই গোবধ করিয়া পাদুকাদান করিয়াথাকেন। বঞ্চনা চৌর্য্য ও দস্যুতা-দ্বারা লোকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া কত ধার্ম্মিক, যে, দানভোজ-নাদি পুণ্যবায়ুর প্রবলপ্রবাহে যশঃপতাকা উড়াইয়া স্বকীয় কৃতিত্বের অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনকরিতেছেন কে তাহার গণনা করে।

বহুসংখ্যক ধর্ম্মপরায়ণ অধমর্ণ, ঋণ করিবার পূর্ব্বেই উত্তমর্ণকে প্রবঞ্চিত করিবার উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবিত করিয়া ইচ্ছানুরূপ ঋণ-গ্রহণে অতিসমারোহে বিবিধ ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কেহ অসুস্থশরীরে উৎকট উপবাস করিয়া মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করেন, কেহবা স্ব শক্তির প্রতি লক্ষ্য নাকরিয়া দুর্গম তীর্থপর্য্যটনে হিম, বর্ষা ও আতপোত্তাপের অসহনীয় উৎপীড়নে রুগ্ন হইয়া দেহপাত করেন, কেহবা প্রজ্বলিত হুতাশনকল্প ঘোরমারীভয়াক্রান্ত তীর্থে পতঙ্গবৎ প্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করেন। এই সকল ধর্ম্মকার্য্যদ্বারা ঘোর পাপই অনুষ্ঠিত হয়।

যে দেহদ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভহয় উহা কেবল এক ধর্ম্মলাভের অনুচিত প্রত্যাশায় অপব্যয়িতকরা ঘোর মূর্খ-তারই পরিচায়ক। "অক্ষম ব্যক্তি দীর্ঘকালসাধ্য ব্রতোপবাসাদি দ্বারা শরীর নষ্ট করুক,, ইহা শাস্ত্রের উপদেশ নহে। মনু বলিয়াছেনঃ—

আপৎসু মহপাত্রৈর্বিধিং প্রতিনিধিঃ কৃতঃ

রোগাদি বিপৎ উপস্থিত হইলে মরণাশঙ্কায় উপবাসের অনুকল্প বিধি বিহিত হইয়াছে।

উপবাসাসমর্থস্তু কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যং প্রযোজয়েৎ॥ বরাহপুরাণং।

উপবাসে অসমর্থ হইলে উপবাসানুকল্প ফলমূলাদি ভক্ষণ করিবে।

অনুকল্পোনৃণাং প্রোক্তঃ ক্ষীণানাং বরবর্ণিনি।

মূলং ফলং পয়স্তোয়মুপভোগ্যং ভবেচ্ছুভম্॥ নারদীয় পুরাণং

হে সুভগে যে সকল দুর্ব্বল মনুষ্য উপবাসে অসমর্থ, তাহাদের জন্য মূল, ফল, দুগ্ধ ও জল ব্যবস্থেয়।

উপবাসাসমর্থ শ্চেদেকং বিপ্রন্তু ভোজয়েৎ।

তাবদ্ধনানি বা দত্বাৎ যদ্ভক্তাদ্দ্বিগুণংভবেৎ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণং।

সহস্রসম্মিতাং দেবীং জপেদ্বাপ্রাণসংযমান্।

উপবাসে অসমর্থব্যক্তি একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, অথবা খাদ্যমূল্যের দ্বিগুণঅর্থ দানকরিবে অথবা সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে, অথবা প্রাণায়াম করিবে।

দেহ রক্ষারজন্যই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, কঠোর উপবাসাদিদ্বারা শরীর নষ্টকরা ধর্ম্মোপদেশের উদ্দেশ্য নহে। ধর্ম্মকার্য্যদ্বারা দেহ সুরক্ষিত ও মন উন্নত হয়, ক্রমে ভ্রমাত্মক সংসার হইতে মুক্তিলাভ করাযায়। কণাদ বলিয়াছেন—

যতোভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ সধর্ম্মঃ। বৈশেষিক দর্শনম্

যাহা হইতে দেহ ইন্দ্রিয় ও আত্মার উন্নতি এবং সংসার বিমুক্তি সাধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম॥

শাস্ত্রের যে অংশে দৃষ্টিপাত করাযায় সেখানেই দৃষ্টহয় যে, মঙ্গলময় ঋষিগণ, বিবিধ ব্যভিচারের নির্দ্দয় হস্তহইতে আমাদিগকে রক্ষাকরিবারজন্য সাধ্যানুরূপ যত্ন করিয়াছেন। কর্ত্তব্যরূপে যাহা যাহা অবধারিত হইয়াছে সকলই আমাদের মঙ্গল প্রদ, কিন্তু যে হালাহল বিষ,

মুমূর্ষুর জীবন রক্ষাকরে, উহাই সুস্থব্যক্তির প্রাণসংহারক হয়, সেইরূপ যে উপবাসদ্বারা, অবিরত-ভোজনের খাদ্য ও রস পরিপক্ক হয় এবং উপবাসজনিত শূন্যময় শরীরাভ্যন্তরে প্রচুর নির্ম্মলবায়ু প্রবেশ করিয়া শরীরের দূষিত বায়ুগুলিকে সংশোধিত করে, সেই উপবাসই রুগ্ন বিশুষ্ক শরীরের ঘোর অনিষ্টকর হয়। অনেক সময়ে ব্যবস্থার দোষে পুণ্যের পরিবর্ত্তে ঘোর পাপ হইয়াথাকে।

সত্যযুগের বলিষ্ঠ লোক, দ্বাদশরাত্র অনাহারে থাকিয়া অনায়াসে চান্দ্রায়ণব্রত করিয়াছেন কলির দুর্ব্বল লোক, তাহাতে সম্পূর্ণ অনধি-কারী, এজন্যই অনুকল্পের ব্যবস্থা। অতএব বুঝিতে হইবে যেঅবস্থায়, উপবাস শারীরিক উপকার সাধনকরে তখন উহা ধর্ম্মজনক; যখন অনিষ্টজনক হয় তখন পাপমধ্যেই পরিগণিত।

শিষ্য। একদিন বা দুইদিনের উপবাসদ্বারা বহুদিনের সঞ্চিত খাদ্য ও রস পরিপক্ক হইয়া দেহের উপকার সাধিতহইতে পারে কিন্তু, তপস্যাতে ত সে যুক্তি খাটে না, দীর্ঘকালের তপস্যায় শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াযায়। অশক্ত শরীরে একদিনের উপবাসও অধর্ম্মজনক বলিয়া আপনি স্বীকার করিয়াছেন সুতরাং যুগান্তব্যাপী উপবাস যে, ঘোর পাপজনক হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব শরীরের ইষ্টা-নিষ্টের সহিত ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই ইহা স্বীকার করুন, না হয় তপস্যা পাপজনক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

গুরু। তপস্যাধর্ম্ম সংসারীর জন্য উপদিষ্ট হয়নাই যাঁহারা যোগবলে ক্ষুৎপিপাসার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভকরিতে পারেন তাহারাই তপস্যার অধিকারী, তপস্যাদ্বারা শরীরের উপকার সাধিত না হইলেও মন ও আত্মা উন্নত হয়। যে যোগবলদ্বারা তপ-স্যায় অধিকারী হওয়া যায় সেই যোগশিক্ষা শরীর রক্ষার সর্ব্বপ্রধান উপায়। যোগিগণ অনাহারে দীর্ঘকাল সুখে জীবনধারণ করিতে

পারেন। যিনি যোগমন্দিরের দ্বারদেশে যাইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারেন উপবাসদ্বারা তাঁহার কোনও ক্লেশই হয়না প্রত্যুত যোগসাধনের সহায়তাই হইয়াথাকে। যিনি যোগগৃহে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহার ত আহারের প্রয়োজনীয়তাই নাই।

শিষ্য। যোগ কাহাকে বলে? যোগবলদ্বারা কি কেবল আহারেরই নিবৃত্তি হয়? না আরও কোনউপকার সাধিত হয?

গুরু। যোগ, সিদ্ধিলাভের প্রধান উপায়; যোগদ্বারা মনুষ্য, সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন। যোগ কি প্রথমতঃ তাহাই বলিতেছি।

যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ। পাতঞ্জল দর্শনম্।

মনোবৃত্তি সমুদয়ের অবরোধ করাকে যোগ বলাযায়।

এক্ষণে তোমার প্রশ্নহইতেপারে যে, চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপকারিতা কি? এইরূপ প্রশ্ন অস্বাভাবিক নহে। একদা শৈশবে, একটি অল্পতোয়া পয়ঃপ্রণালী বা ক্ষুদ্র নদীতে কয়েকজন লোক বাঁধ দিতেছে দেখিয়া আমি তাহাদিগকে বাঁধ দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা উত্তরে বলিল "আমাদের কতগুলি নৌকা জল স্রোতের অভাবে বদ্ধহইয়া রহিয়াছে ঐ নৌকাগুলি বাহির করিয়া বড় নদীতে নেওয়ারজন্য বাঁধ দিতেছি,, তাহাদের উত্তর শুনিয়া আমি আরও বিস্মিত হইহলাম। বদ্ধ নৌকা চালাইবারজন্য খালের মুখ বদ্ধকরাতে আমার কৌতুহল বাড়িল। তথায় দুইঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়া দেখিলাম যেখালে জল একহস্তেরও কম ছিল তথায়, জল, স্ফীতহইয়া প্রায় তিনহস্তপরিমিত হইয়াছে। তখন নৌকাগুলি অনাযাসেই বাঁধের নিকটে আনিতে পারিল এবং অল্পমাত্র স্থানেরবাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে নৌকাগুলি দ্রুতবেগে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইল। তখন বুঝিলাম স্রোতের অবরোধই স্ফীতি এবং বেগবর্দ্ধনের কারণ। যাহার চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়মধ্যে কোন ইন্দ্রিয় নষ্টহয়,তাহার নাশাবশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের

শক্তি বৃদ্ধিহয়। পরিশ্রমীলোক দুইঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকশ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়। নিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তিও অধিক শক্তিশালী হইয়া গুরুতর কার্য্যসম্পাদনে সক্ষম হয়। পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্রনদীর জল অবরুদ্ধ না হইলে সতত মন্দগতিতে বাহির হইয়া যাইত তদ্দ্বারা কোনও উপকার সাধিত হইত না, অবরোধদ্বারাই অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছে। আমাদের মনও সর্ব্বদা বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হয় সেইজন্যই কোন বিষয়েই উত্তমরূপে কৃতকার্য্যতা লাভকরিতে পারেনা। আমরা মনোনির্গমনের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া যদি ঈশ্বরাভিমুখের একটিমাত্রদ্বার খুলিয়া দিতেপারি তবে কি ইষ্টলাভ দূরে থাকে? জগতের দৃশ্য ও ভোগ্য বস্তুসকল, চুম্বকলৌহের ন্যায় আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে, সেই জন্যই চিত্তাবরোধ প্রয়োজনীয়। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি অবরুদ্ধ হইলে মনের, ধ্যান ভিন্ন আর কোন কার্য্যই থাকেনা, অতএব মনঃ, ধ্যানে কৃতকার্য্যতা লাভকরিতে পারে।

রাজা, সৈন্যদিগকে যদি দুর্গে অবরুদ্ধ না রাখেন তাহারা যদি স্বেচ্ছানুসারে রাজ্যের নানা স্থানে দুই একজন করিয়া থাকে তবে তাহাদের সংখ্যা যত অধিক হউক না কেন এবং তাহারা যেমন যুদ্ধনিপুণ হউক না কেন, শত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে পারেনা, কিন্তু দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিলে প্রয়োজনানুসারে সকলের যুগপৎ যত্নে দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসম্পন্ন হইয়াথাকে। চিত্তবৃত্তিগুলিকেও নানা বিষয় হইতে সংযত করিয়া একাগ্র করিতে পারিলে অভীষ্ট সুসিদ্ধ হয়। যিনি চিত্তবৃত্তিগুলিকে বিষয়ান্তর হইতে সংযত করিয়া অভীষ্টানুসন্ধানে নিয়োজিত করিতে পারেন তাঁহার সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

কাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষণে যেমন কাষ্ঠান্তর্গতপ্রচ্ছন্নবহ্নি প্রদীপ্ত হয় সেইরূপ আত্মমনঃসংযোগেও চৈতন্যময় পরমাত্মা প্রতিভাত হন। সূর্য্যাভি-

মুখে রাখিলেই সূর্য্যকান্তমণির গুপ্ত তেজোরাশি বিকসিত হয়। ভস্মরাশিমধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইলে যেমন উহা প্রচ্ছন্নভাবে ভস্মরূপেই থাকে জীবাত্মাও দেহেন্দ্রিয়াদিতে প্রবিষ্ট হইয়া অজ্ঞানাবরণে আবৃত থাকে। যোগবলে ঐ অজ্ঞানাবরণ বিদূরিত হয়।

তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথাবিষয়মক্রমঞ্চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্॥ পাতঞ্জলদর্শনং।

বিবেকজ্ঞান সর্ব্ববিষয়ক অর্থাৎ যোগবলে যখন বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন উহাতে জগতের সমস্ত পদার্থ যুগপৎ প্রতিভাত হয়, যে বস্তু যে ভাবে আছে বিবেকজ্ঞানদ্বারা উহা সেই ভাবে উপলব্ধ হয় ঐ জ্ঞানের ক্রম নাই অর্থাৎ প্রথমে বস্তুদর্শন, পরে অর্থজ্ঞান ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্রম, এবং প্রথমে শব্দজ্ঞান পরে অর্থ প্রতীতি ইহা শব্দজ্ঞানের ক্রম, কিন্তু বিবেকজনিত জ্ঞানে সেইরূপ ক্রম নাই বস্তুদর্শন ও অর্থ প্রতীতি এক সময়েই হইয়া থাকে। আমরা হস্তস্থিত ফলটী যেমন অবাধে দেখিতে পারি, সেইরূপ যোগিহৃদয়েও সমস্ত জগৎ নিঃসংশয়ভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়। এই বিবেকজ্ঞান যোগীকে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করে এজন্য উহার নাম 'তারক।'

যোগস্থ ব্যক্তির পরমাত্মধ্যানই তপস্যা। এক্ষণে অবশ্যই স্বীকার করিবে যে তপস্যা পাপ নহে, উহা সিদ্ধিলাভের সর্ব্বপ্রধান উপায়। তোমার তপস্যাপ্রশ্নে লক্ষ্যের বহুদূরে আসিতে হইয়াছিল চল আবার সংসারক্ষেত্রে যাইয়া তাহারই আলোচনা করি। আমরা সংসারী সুতরাং সাংসারিক ধর্ম্মই আমাদের উপযোগী। তপস্যা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান যে, কেবল যোগীরাই করিয়াথাকেন তাহা নহে সংসারীর জন্যও কতগুলি অনুকল্প তপস্যা উপদিষ্ট হইয়াছে যথা—

দেব দ্বিজ গুরুপ্রাজ্ঞ পূজনং শৌচ মার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্য মহিংসাচ শারীরং তপ উচ্যতে॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ভগবদ্গীতা।
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধি রিত্যেতত্তপো মানস মুচ্যতে॥

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তির পূজা; বাহ্যাভ্যন্তরিক পবিত্রতা, সরলতা, ঈশ্বরপরতা, অহিংসা এগুলি শারীরিক তপস্যা।

লোকের অনুদ্বেগকর, সত্যপ্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের অভ্যাস, বাচনিক তপস্যা।

মনের প্রসন্নতা, নৈর্ম্মল্য, মৌনব্রত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বা আত্মসংযম ও আন্তরিক ভাব সংশোধন, এগুলি মানসিক তপস্যা।

আমাদের ধর্ম্মরত্নের খনি কেবল দুর্গম নিবিড়বনাচ্ছন্ন অন্ধকারময় গিরিকন্দরে নহে, অথবা অনন্তজলরাশির অনন্তগর্ভেও অবস্থিত নহে। দৃশ্যমান জগতের যে স্থানে ইচ্ছা কর সে স্থান হইতেই জ্ঞানখনিত্রের সাহায্যে অমূল্য ধর্ম্মরত্ন উদ্ধৃত করিতে পার। যিনি যেরূপ অধিকারী যাঁহার যেরূপ শক্তি এবং রুচি, তিনি সেইরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। শক্তি ও প্রবৃত্তির বিপরীত কার্য্যে কখনও মনোনিবেশ করিবেননা ইহাই আর্য্যধর্ম্মের প্রধান উপদেশ। সংসারীর জন্য অনায়াসসাধ্য তপস্যার ন্যায়, বহু ব্যয়সাধ্য শারীরিক কষ্টকর বাহ্যিক যজ্ঞের পরিবর্ত্তে স্বয়ং ভগবান জ্ঞানযজ্ঞেরও উপদেশ দিয়াছেন। অসমর্থ বা অনিচ্ছুক ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মকার্য্যেরই অনুকল্প বিধান করা হইয়াছে। যিনি আড়ম্বরময় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেননা তিনি জ্ঞানযজ্ঞ করিবেন।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মা মুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্‌ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ভগবদ্গীতা।

রাজসিকগণ বাহ্যাড়ম্বরময় যজ্ঞদ্বারা আমার অর্চ্চনা করে, কিন্তু সাত্ত্বিক-

উপাসক, জ্ঞানযজ্ঞ অর্থাৎ ধ্যানদ্বারাই আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই জ্ঞানযজ্ঞকারী জ্ঞানিগণমধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে কেহ সোঽহং ভাবরূপ অভেদজ্ঞানে, কেহ সেব্যসেবকরূপ ভেদদর্শনে, কেহ বা আমার বিশ্বময় বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিভিন্ন শক্তির বিভিন্নভাবে, উপাসনা করিয়া এক আমারই প্রীতিসাধন করিতেছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, কেবল প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার উপরে ঘৃতাদির আহুতি প্রদান করিলেই যজ্ঞ করা হয়না যজ্ঞফললাভে, জ্ঞান বিশেষপ্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ যিনি এই সংসারকুণ্ডে কামক্রোধাদিকাষ্ঠদ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সাম্যস্বর্গলাভমানসে, স্বার্থ আহুতি প্রদান করেন, তিনিই প্রকৃত যাজ্ঞিক। তাঁহার সেই অন্তর্যজ্ঞের সহিত বাহ্য যজ্ঞের তুলনাই হয়না, নশ্বর স্বর্গ সেই অনন্ত অবিনাশী সমতাস্বর্গের চরণস্পর্শেও সক্ষম নহে।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥ ভগবদ্গীতা।

যে হস্তাদি বা শ্রুবাদিদ্বারা হোম করা হয় তাহা ব্রহ্ম, যে ঘৃতাদি, অগ্নিতে আহুত হয়, তাহা ব্রহ্ম, যে অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হয় তাহা ব্রহ্ম; যিনি আহুতি প্রদান করেন তিনি ব্রহ্ম, ঈদৃশ ব্রহ্মসমাধিদ্বারাই উপাসক ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। যে সাধকের চিত্ত সংশোধিত হইয়াছে তিনি জগতে ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ দর্শন করেননা সুতরাং ক্রিয়ার কর্ত্তাকর্ম্ম ও করণ অধিকরণ প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্ম, যাঁহার ঈদৃশ অদ্বৈত জ্ঞান আছে তিনি মুক্ত পুরুষ। যিনি ততদূর অগ্রসর হইতে পারেননাই তাঁহারও কর্ত্তব্যবোধে যজ্ঞাদি কার্য্য করা উচিত, যজ্ঞাদি দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং জ্ঞান ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া অদ্বৈত ব্রহ্মে অবস্থিত হয়। হোমভিন্ন আরও গৃহস্থের অবশ্যপালনীয় কয়েকটি কর্ম্ম, যজ্ঞ মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।
দেবতাতিথিভূতানাং পিতৄণামাত্মনশ্চযঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, ব্রহ্মযজ্ঞ; পিতৃপুরুষকে অন্নজলাদি দান করা, পিতৃযজ্ঞ; ব্রহ্মাদি দেবতোদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতিপ্রদান দেবযজ্ঞ; এবং অতিথিকে আহার্য্য দান, মনুষ্যযজ্ঞ; এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য।
যে, দেবতা, অতিথি, পিত্রাদি পোষ্যবর্গ, পরলোকগত পিতৃপুরুষ এবং আত্মার পোষণ করেনা সে জীবিত থাকিয়াও মৃত; অর্থাৎ যে মনুষ্য মনুষ্যের অবশ্যকর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করেনা তাহার জীবন নিস্ফল।

যে ব্যক্তি, প্রথমতঃ পিতামাতা স্ত্রী পুত্রাদি পোষ্য বর্গের প্রতিপালন শিক্ষা করেন, তিনি অতিথি সৎকারের আবশ্যকতা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারেন, ক্রমশঃ কাক কুক্কুরাদি ইতর প্রাণির প্রতিও দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঈদৃশ অভ্যাসদ্বারা সর্ব্বজীবে সম–দর্শিতা শিক্ষাহয়।

যে মনুষ্যের ধর্ম্মভাব নাই সে কুক্কুরাদি অপেক্ষাও অধিক ঘৃণিত। বর্ত্তমান সময়ের অনেক নরপুঙ্গবই বলিয়া থাকেন যে "ধর্ম্মালোচনা দ্বারা কাল বৃথা অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য নহে,,। কিন্তু ধর্ম্মহীন জীবন যে জীবনহীন দেহের ন্যায়, চন্দ্রবিহীন রজনীরন্যায়, কুসুম বিহীন উদ্যানের ন্যায় শোচনীয় ও ঘৃণিত হয় তাহা কি তাঁহারা বুঝিতে পারেন? পাষণ্ডগণ ধর্ম্মে অনাস্থাপ্রদর্শন করিয়া যেরূপ জগতের অনিষ্ট সম্পাদন করে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও সেইরূপ ক্ষতি করিতে পারে না। কারণ, মস্তক হইতে হীরকখচিত

মুকুট বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলে বিশেষ ক্ষতি হয়না কিন্তু মস্তকটি কাটিয়া ফেলিলে জীবন বিনষ্ট হয়। ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানের ফলাশা সুদূরবর্ত্তিনী কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তেই আমরা ধর্ম্মবৃক্ষের ফল-উপভোগ করিয়া থাকি। সংসারী সর্ব্বদাই ধর্ম্মের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড ভোগ করে। কোন সংসারীই ঈশ্বরতত্ত্বের প্রকৃত অধিকারী নহেন কিন্তু যাহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব নাই সে মনুষ্য হইয়াও পশু। সংসার-দেহের ধর্ম্মই জীবন।

শিষ্য। বিশুদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমি নিরতিশয় প্রীত হইলাম কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাস্য এইযে, এই সুবিমল ধর্ম্ম-শশধরে কুসংস্কারকলঙ্ক দৃষ্টহয় কেন? দেহেন্দ্রিয়াদি পবিত্র রাখিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভের যেসকল উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীব প্রশংসনীয় ঈদৃশ নির্ম্মল জ্ঞানোপদেশে মিথ্যা স্বর্গনরকের কল্পনা কেন? স্বর্গনরকের উল্লেখে মনেহয়যে আর্য্যজাতি কেবল মিথ্যা পারলৌকিকসুখ প্রত্যাশায়ই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

গুরু। সত্য মিথ্যার নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সুখ দুঃখ, পাপপুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম এগুলি ব্যক্তিগত কথা। তুমি যাহাতে সুখী হও উহা আমার অসহনীয় ক্লেশপ্রদ, তোমার যাহা অধর্ম্মজনক, হয়ত আমি তাহা পুণ্যকর্ম্ম বলিয়াই মনে করি। তুমি যাহা মিথ্যা মনে কর তাহার অভ্যন্তর হইতে সুগুপ্ত সত্যের নির্ম্মলজ্যোতিঃ নির্গত হওয়া কি অসম্ভব?

এই যে, সাগরমালাবেষ্টিত উন্নতপর্ব্বতে পরিশোভিত পৃথিবী দেখিতেছ, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই সসাগরা পৃথিবীরও মিথ্যাত্ব প্রতি-পাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদের, পিতাপুত্র, স্বামী স্ত্রী, ও ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির আরোপিত সম্বন্ধ যে জ্ঞানীর হাস্যজনক হইবে তাহাতে ত বিস্ময়ের কারণই নাই। "জগৎ মিথ্যা", ইহা

হৃদয়ঙ্গম করা যদিও কষ্টকর হউক, কিন্তু পরিজনের সম্বন্ধ যে কল্পিত ইহা আমরা পরিষ্কাররূপেই বুঝিতে পারি। ইহাও নিশ্চিত যে, জ্ঞানীর নিকটে যদিও এসকল মিথ্যা হউক, সংসারীর, সকলই সত্য! প্রস্তর-স্বর্ণ-রৌপ্য সকলই এক পার্থিব পদার্থ; আমরা কি ঐ বস্তুগুলির অভেদ কল্পনা করিতে পারি? স্বর্ণ ও মৃত্তিকা সংসারীর নিকটে এক নহে, সংসারীমাত্রেই ঐ সকল অভিন্ন পদার্থে ভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে সাংসারিক ব্যবহার চলেনা। জগৎ যদিও একাত্মময় হউক তথাপি আমরা 'তুমি আমি' প্রভৃতি ভেদ ব্যবহার করি, এবং পিত্রাদি গুরুজনকে পরমারাধ্য মনে করি, পাপরত চণ্ডালাদিকে অস্পৃশ্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করি। আমাদের এই জ্ঞান যদিও ভ্রমাত্মক হউক তথাপি সংসারে প্রয়োজনীয়। স্বর্গ নরক সম্বন্ধেও ঐ কথা। "স্বর্গ, ধার্ম্মিকের পুরস্কার স্থান" 'নরক, পাপীর দণ্ড স্থান" ইহা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক ঐ জ্ঞান সংসারীর প্রয়োজনীয়।

স্বর্গসুখের অভিলাষ, এবং নরক ভোগের ভয়, হৃদয়ে জাগরুক থাকিলে, মনুষ্য, নিষ্পাপ থাকিয়া সৎকর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক পরমসুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে। আমরা স্বর্গ নরক দেখিনা বলিয়াই যে স্বর্গ, নরক মিথ্যা তাহা বলাও সঙ্গত নহে। আমরা অজ্ঞান কিটাণু হইয়া অনন্ত জগতের অভিজ্ঞতা লাভকরিব কিরূপে? অথবা স্বর্গাদি অপ্রত্যক্ষ বলিয়াই বা স্বীকার করি কেন? আকাশে যে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রাদি দৃষ্ট হইতেছে ঐ সমুদায় প্রত্যেকেই এক এক জগৎ। দার্শনিকের মতে চন্দ্রলোকই স্বর্গ। অলৌকিক স্বর্গ নরক ভিন্ন, এই দৃশ্যমানা পৃথিবীতেও অসংখ্য স্বর্গ নরক দৃষ্ট হয়।

ধার্ম্মিক কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজার, মণিময় প্রাসাদে যাও, দেখিবে, উহাই ইন্দ্রের অমরাবতী, ঈশ্বরপরায়ণ যোগীর নিষ্পাপ পবিত্র আশ্রমে গমন কর, দেখিবে সেখানে মৃগ ব্যাঘ্র, অহি নকুল প্রভৃতি প্রাণিগণ

স্বাভাবিক বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছে। যেখানে হিংসাদি পাপের নামও নাই, সর্ব্বদাই দয়া ক্ষমাদি ধর্ম্মের সুশিক্ষা হয়, যেখানে প্রাণিগণ সরলতার প্রতিমূর্ত্তি উহা কি অদৃশ্য স্বর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুণ্য স্থান নহে ?

নরকের অনুসন্ধান করিতে হইলেও পৃথিবী ছাড়িয়া দূরে যাইতে হয়না। রাজকীয় কারাগারে বা চিকিৎসালয়ে যাইয়া দেখিলে নরকের ভীষণ দৃশ্য দৃষ্ট হয়।

কারাগারের দুঃখগর্ত্তে নিপতিত পাপী, শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবার জন্য যদি মস্তক উত্তোলন করিতে চাহে তবে তৎক্ষণাৎ ভীষণাকার যমকিঙ্করগণ তাহাকে মুদ্গার বা বেত্রের নির্দ্দয়াঘাতে জর্জ্জরিত করে। চিকিৎসালয়ের মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য দর্শন করিলেও হৃদয়বান্ ব্যক্তির দয়ার্দ্র হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। তত্রত্য পাপিগণের পূর্ব্বজন্ম বা বর্ত্তমান জন্মের শাস্ত্রনিয়ম লঙ্ঘনজনিত উৎকট পাপে, কাহারও চরণ, কাহারও হস্ত, কাহারও চক্ষুঃ কর্ণাদি বা মুখ নাসিকাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পঁচিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ইহার উপরে আবার নির্দ্দয় অস্ত্রাঘাত !

বস্তুতঃ যাহারা অগ্নি বিষাদিদ্বারা অন্যের সর্ব্বনাশসাধন করে এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ ইন্দ্রিয় সেবা দ্বারা শরীর পাপ কলুষিত করে তাহারা, এই মর্ত্ত্যলোকেই নরকভোগ করিয়া থাকে।

শিষ্য। যে পথশ্রান্ত পথিক, জলপিপাসায় কাতর হইয়া জল চাহে তাহাকে প্রচুর পরিমাণে মধুদান করিলে কি তাহার পিপাসানিবৃত্তি হয় ? আমি অলৌকিক স্বর্গ নরককল্পনার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তদুত্তরে, আপনি "সুখদুঃখ ভোগের স্থানই স্বর্গ নরক" বলিয়া আমাকে প্রবঞ্চিত করিতেছেন। যদি আপনার কথাই সত্য হয় তবে শাস্ত্রে ঐ প্রবঞ্চনার অবতারণা কেন ? সপ্তস্বর্গ এবং চতুরশীতি নরককুণ্ডের মিথ্যা কল্পনা কেন ?

গুরু। নির্ম্মল সুখভোগের স্থান স্বর্গ, কঠোর পাপভোগের স্থানই নরক, ইহা সত্য কথা তুমিও ইহা স্বীকার কর। যদি দৃশ্যমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে অসংখ্য স্বর্গ নরক থাকিতে পারে তবে বিশ্বপতির অনন্ত রাজ্যে অলৌকিক স্বর্গ নরকের অস্তিত্ব, অসম্ভব হইবে কেন?

বিশেষতঃ সকলের স্বর্গ ও নরক এক নহে। জগতের সকল বস্তু ও সকল শব্দই ব্যক্তিভেদে বিভিন্নঅর্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্তাদি দর্শনে কেহ প্রস্তরজ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ করে কেহ বা অমূল্য রত্নবোধে গ্রহণ করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করেন। এই দৃশ্যমান, সাগর-পর্ব্বত-বন-নগরাদি পরিশোভিত জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কেহ অনন্ত পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন আর কিছুই দেখেননা, কেহ বা নদীগর্ভে প্রতিবিম্বিত পুষ্পোদ্যানের মনোহর শোভাসন্দর্শনে বিমোহিত হয়। সংসারী, ঈশ্বর শব্দোচ্চারণে পাপপুণ্যের বিচার-কর্ত্তা ও সুখদুঃখদাতা, সগুণ ব্যক্তিবিশেষের অনুভব করে কিন্তু জ্ঞানী নিরাকার নিষ্ক্রিয় জগদ্ব্যাপিনী এক চৈতন্যশক্তিরই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-শব্দ শ্রবণে কাহারও হৃদয়ে তৎ তৎ হস্ত-পদাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্রয়ের আবির্ভাব হয়, কেহবা "সৃষ্টি স্থিতি লয় এই অবস্থাত্রয় অথবা "সত্ত্ব, রজঃ তমঃ" এই গুণত্রয়ের অনুভব করিয়াথাকেন।

আর এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ম্মা মহাত্মার উল্লেখ করিতেছি—ইনি নর-রূপধারী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার মানুষী লীলার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, কেহ ইঁহাকে অদ্বিতীয় দার্শনিক কেহ বা মূর্ত্তিমতী রাজনীতি বলিয়া মনে করেন। তাঁহার কূটনীতিচক্রের হস্ত হইতে কোন প্রতিপক্ষই অব্যাহতি লাভকরিতে পারেনাই। কূটনীতিই সেই চক্রীর চক্রনামক অস্ত্র, তদ্দ্বারাই তিনি বিপক্ষের বলক্ষয় করিতেন সেই সর্ব্বকর্ত্তা নারায়ণ মায়াচক্রদ্বারা জীবের জ্ঞান ছিন্ন করিয়া ফেলেন। এই

মায়াচক্র তিনি ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করেননা। যখন সংসারে অবতীর্ণ হন তখন পৃথিবীর পাপভার মোচনের জন্য কূটনীতিও চক্ররূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। মায়া এবং কূটনীর্তি ভিন্ন, সেই চক্রীর অন্য কোনও পার্থিবচক্র আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করিনা। সেই ইচ্ছাময়ের অচিন্তনীয় ইচ্ছায় ভারত বীরশূন্য হওয়াতে জগতের পরিবর্ত্তনশীলতা সুরক্ষিত হইয়াছে। উদ্যানের প্রাচীন বৃক্ষগুলি উন্মূলিত করিয়া ফেলিলেই পুষ্পফলশোভিত সুস্নিগ্ধ নূতন বৃক্ষাবলীর শোভাসন্দর্শনে নিরতিশয় প্রীতিলাভ করা যায়। প্রকৃতিদেবী যে, বৃক্ষরাজি পরিশোভিত সৌধমালালঙ্কৃত সুদৃশ্য নদীতীর অতলস্পর্শ জলে নিমগ্ন করেন নির্দ্দয়তা তাহার কারণ নহে, পৃথিবীর উৎকর্ষসাধনই সেই কূলপাতের হেতু। প্রাচীন অনুর্ব্বর সংযুক্ত বালুকারাশি, বিচ্ছিন্ন ও জল-ধৌত হইয়া যে দ্বীপাদি উৎপাদন করে, ঐ সকল নূতন ভূভাগ, পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ উৎপাদিকাশক্তিসম্পন্ন হইয়া পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে।

নিষ্ক্রিয় চক্রী পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভারতকে বীরশূন্য করিয়া, প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী প্রকৃতির সহায়তাই করিয়াছেন। যে ভারত একদিন পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থানে ছিল, সেই ভারত, চক্রীর চক্রে ও অপরিহার্য্য প্রাকৃতিক নিয়মে আজ সমুদ্রগর্ব্রে নিমগ্ন।

যিনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি যাঁহার ইঙ্গিতে প্রলয়ানল প্রজ্বলিত হইয়া ভারতকে ভস্মাবশেষ করিয়াছে যিনি মূর্ত্তিমান্ জ্ঞান, সেই ইচ্ছাময় অনন্তশক্তিসম্পন্ন নারায়ণকে, লম্পটগণ, লামপ্যট্যবেশে সাজাইয়া থাকে! আদিরসপ্রিয় কবি ও গায়কগণ ইঁহাকেই নায়করূপে উপস্থিত করেন। সকলেই নিজ নিজ রুচি অনুসারে গুণকল্পনা করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়পরায়ণ পিশাচগণ, ভগবান্ কৃষ্ণকে অতি বীভৎসরূপে সাজাইয়া রাখিয়াছে। প্রায় কুৎসীত গীতমাত্রেরই নায়ক কৃষ্ণ, নায়িকা রাধা, ইহা বড়ই পরিতাপের কথা।

জানিনা, কি কুক্ষণে কোন্ ব্যাস, ভাগবতের রসময়ী লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, ভাগবত, বর্ষাকালীন জলদরাশির ন্যায় আদিরসবর্ষণে ভারতে মহাপ্লাবন উপস্থিত করিয়াছিল তাহার পরে জয়দেব গোস্বামী মহাবাত্যারূপে অবতীর্ণ হইয়া ভীষণ তরঙ্গ উঠাইয়া দেন, সেই মহাপ্লাবনের কূলঘাতী তরঙ্গ এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়নাই।

বোধহয় কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পরে যখন ভারত অরাজকপ্রায় হইয়াছিল তখন রাজশাসনও শাস্ত্রীয় শাসন শিথিল হওয়াতে মনুষ্যগণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও স্বেচ্ছাচারী হয়, সেই সময়েই ভাগবতের সৃষ্টি। ইহাও নিশ্চিত যে ভাগবতের ন্যায় জ্ঞানগর্ভ আধ্যাত্মিকতাময় পুরাণ আরনাই কেবল রাসলীলাই সেই পৌর্ণমাসীশশীর কলঙ্ক। অনেকে উহাকে কলঙ্ক না বলিয়া অলঙ্কারই বলিয়াথাকেন। তাঁহারা রাসলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন। আমরা সেই ব্যাখ্যার পক্ষপাতী-নহি। অনন্ত শব্দসাগরে শব্দরত্নের প্রাচুর্য্য থাকাসত্ত্বে কোন কবিই একাক্ষর কোষের সহায়তা গ্রহণ করেননা। একাক্ষর কোষের সাহায্যে, জলের অগ্নিত্বআরোপ সহৃদয়তার পরিচায়ক নহে।

শিষ্য। আপনি লক্ষ্যভ্রষ্টহইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় স্বর্গ নরক।

গুরু। আমি লক্ষ্যচ্যুত হই নাই তোমার জিজ্ঞাস্যবিষয়েই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকরিতেছিলাম। "কৃষ্ণ" এই নামটি উচ্চারণ করিলে যেমন কাহারও হৃদয়ে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর উদিত হন, কেহ কূটনীতিজ্ঞের উপলব্ধি করিয়াথাকেন, কেহবা ধূর্ত্তলম্পটেরই অনুভব করে সেইরূপ স্বর্গ নরকের উচ্চারণেও জ্ঞানী, সুখদুঃখের স্থানই বুঝিয়াথাকেন, অজ্ঞানের স্বর্গ নরক কল্পনারাজ্যের নিবিড় অরণ্যে লুক্কায়িত; অজ্ঞান সংসারী স্বর্গনরকের কল্পনায় ঈশ্বরেরই যমরূপ কল্পনা করিয়াথাকে। জ্ঞানিগণের মতে সুখই স্বর্গ।

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচগ্রস্ত মনন্তরং।
অভিলাষোপনীতং যৎতৎসুখং স্বঃপদাস্পদং॥

যে সুখে দুঃখের লেশমাত্রও নাই, যাহা কখনও বিনষ্ট হয়না, যাহা সাদরে গৃহীতহয়, তাদৃশ নির্ম্মল চিরসুখই স্বর্গনামে অভিহিত।

প্রদর্শিত শাস্ত্রদ্বারা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তিই প্রকৃত স্বর্গবলিয়া নির্ণীত হইল। যিনি সংসারে থাকিয়া অবাধ সুখভোগ করিতে পারেন তাঁহার সংসারও স্বর্গ।

শিষ্য। আর্য্যজাতি কি সাংসারিক সুখ লাভেরজন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন? আর্য্যশাস্ত্র কি ঐহিক সুখের পক্ষপাতী? পাপের ভোগ কি বর্ত্তমান জীবনেই হইয়াথাকে?

গুরু। পাপদ্বারা বর্ত্তমান জীবনই কলুষিত হয়, সৎকর্ম্মদ্বারাও ঐহিক সুখলাভ হয়। হিংসাশীল ও ঈর্ষাপরায়ণ লোক যে, কেবল তরঙ্গায়মান অবিরাম প্রতিহিংসার নির্দ্দয়াঘাতে জর্জ্জরিত থাকে তাহা নহে, সে, ভদ্রসমাজে নরকের কীট অপেক্ষাও ঘৃণিত। এই সুখময় সংসারের প্রত্যেক দৃশ্যই ঈর্ষীর হৃদয়ে শূলবৎ বিদ্ধহয়। অন্যের প্রশংসাবাদ শ্রবণকরিয়া, সেই পাপাত্মা, কর্ণে অঙ্গুলিপ্রদান না করিয়া থাকিতে পারেনা। প্রতিবাসীর সুখভোগ্যবস্তু, সেই নীচাশয়ের নেত্রে, কণ্টকবৎ বিদ্ধহয়।

পাপিগণ, পাপকীটের ভীষণদংশনে সর্ব্বক্ষণ অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগকরে, দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ান থাকিয়াও কণ্টকভেদ সহ্যকরে। বর্ত্তমান জীবনেই সর্ব্ববিধ পাপপুণ্যের ফলভোগ হইয়া থাকে।

কায়িক পাপদ্বারা শরীর জীর্ণশীর্ণ হইয়া যায়, রোগশীর্ণব্যক্তির, এই পৃথিবীই নরক। দিবাকরের তমোবিনাশী আলোক যেমন অন্ধের প্রীতিপ্রদ হয় না, সেইরূপ পৃথিবীর অতুল ঐশ্বর্য্যও রোগার্ত্ত

হৃদয়ে আনন্দোৎপাদন করিতে পারেনা। শরীরের অনিষ্টজনক হয় বলিয়াই অখাদ্যভোজন পাপমধ্যে পরিগণিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহা দেহেন্দ্রিয়াদির অনিষ্টকর তাহা পাপ; যদ্দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ ও আত্মা উন্নতহয় তাহা ধর্ম্ম।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, ভাবী সন্তানদিগের দেহ ও আত্মার সুরক্ষামানসেই শাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। সন্তানের পরলোক-প্রত্যাশায় কিছুই করেন নাই, কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে উৎকট পাপপুণ্যের ভুক্তাবশিষ্ট ফল, আমরা লোকান্তরে এবং জন্মান্তরেও ভোগকরি।

মিথ্যাকথাদ্বারা বর্ত্তমান জীবন কলুষিত হয় বলিয়াই উহা পাপ। মিথ্যাবাদী, লোকসমাজে, পশুঅপেক্ষাও ঘৃণিত ও শোচনীয়। সে স্বকীয় ঘোর বিপদের বিষয় জানাইয়া কাহারও নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলে, মিথ্যাবোধে, কেহই তাহার কাতরতাপূর্ণ প্রার্থনাবাক্যে কর্ণপাত করে না। প্রচুরসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও মিথ্যারত লোক বিশ্বাসভাজন হয় না। যদি কখনও অর্থের প্রয়োজন হয় সে কোথাও ধার পায়না, সুতরাং দশ টাকার জন্য দশসহস্র টাকার সম্পত্তি অথবা অমূল্য জীবন নষ্টহয়। সংসারে যদি মিথ্যা প্রবঞ্চনা না থাকিত, সত্যের সমুচিত সমাদর থাকিত, তবে সংসার স্বর্গময় হইত কাহারও কোনরূপ দুঃখ থাকিতনা। যে গ্রামে কোটি কোটি টাকা গৃহে রক্ষিত আছে, আকস্মিক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে সেই গ্রামের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোক, যে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, একমাত্র মিথ্যাব্যবহার তাহার কারণ নহে কি? যাহারা অঙ্গীকার করিয়া অঙ্গীকার রক্ষা করেনা তাহারা বিপৎসময়ে কাহারও সাহায্য লাভ করিতে পারেনা। পরিশোধের উপায় থাকা সত্ত্বেও তাহারা ঋণ পায়না। অন্য প্রকারের একটি পাপ



করিলে সেই এক পাপেরই ফলভোগ করিতে হয় কিন্তু মিথ্যার বিশেষত্ব এই যে, এক মিথ্যা হইতে রক্তবীজ অসুরের ন্যায় শত মিথ্যা উৎপন্ন হয়। মিথ্যাবাদী লোক, তৃণঅপেক্ষা লঘু, ব্যাঘ্র অপেক্ষাও ভীষণ। কত শত সদাশয় পরোপকারক, ষড়যন্ত্রকারীর মিথ্যার করালগ্রাসে পতিত হইয়া যে, আত্মবিসর্জ্জন করেন কে তাহার ইয়ত্তা করে। মিথ্যা তামসে সত্যালোক গ্রস্ত হইলে জগৎদুঃখসাগরে নিমগ্ন থাকে। ব্যাঘ্রাদি হিংস্রপ্রাণিগণ নিকটবর্ত্তী দুর্ব্বল প্রাণীকে বধ করে কিন্তু মিথ্যাবাদী বহুযোজন দূরস্থ মহাপরাক্রান্ত মনুষ্যের ধনপ্রাণ অপহরণ করিয়া সেই মহাপাপের তীব্রপ্রদাহে অহোরাত্র দগ্ধ হইতে থাকে এবং সমুচিত রাজদণ্ড ও সামাজিক ঘৃণা সহ্য করিয়া অতি কষ্টে জীবনকাল অতিবাহিত করে। ক্রোধ ও লোভাদির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বস্তুতঃ সকল পাপেরই ফলভোগ বর্ত্তমান জন্মে হইয়া থাকে। ধর্ম্মের মধ্যে সত্যধর্ম্মই সংসারের অধিক প্রয়োজনীয়, সুতরাং শ্রেষ্ঠ।

নহি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে॥ ক। রামায়ণং।
নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎপরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥ খ। তন্ত্রশাস্ত্রং।
সত্যরূপং পরংব্রহ্ম সত্যংহি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো নহি॥ গ।

সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, মিথ্যা অপেক্ষাও ভীষণতর পাপ নাই। ক।

সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, মিথ্যা অপেক্ষাও অধিক পাপ নাই, অতএব মনুষ্য সর্ব্ব প্রযত্নে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। খ।

সত্যই পরমব্রহ্ম, সত্যই পরম তপস্যা, একমাত্র সত্যকে অবলম্বন

করিয়াই সর্ব্ববিধ জাগতিক কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে; অতএব সত্য-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর নাই। গ।

বস্তুতঃ যাহা বিনাশী তাহা মিথ্যা, যাহা অবিনশ্বর, নিত্য তাহাই সত্য। সেই সত্যই পরমব্রহ্ম। তুমি ইন্দ্রিয়সুখকর আপাত মধুর পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হও প্রথমে অবশ্যই উহা সুখকর বলিয়া মনে হইবে, এবং অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া আত্মোদর পূরণকর তাহাও আপাততঃ প্রীতিপ্রদ হইবে কিন্তু যখন উহার পরিণামবিষে অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইবে তখন বুঝিতে পারিবে যে, জিতেন্দ্রিয়তা ও সমদর্শিতাদিই অবিনশ্বর সুখ। কোন রাজা বা রাজপ্রতিনিধি যদি স্বার্থের দাস হইয়া স্বেচ্ছাচারের মন্ত্রণায় গর্হিত উপায়ে আত্মীয়ের পক্ষপাত ও প্রজাপীড়ন করিয়া ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করেন তবে তিনি অচিরেই পাপের সমুচিত ফলভোগ করিয়া বুঝিতে পারেন যে, ন্যায় রক্ষাও নিঃস্বার্থভাবে সন্তাননির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করাই প্রভুত্ব রক্ষার মূল সুতরাং উহাই রাজার সত্য ধর্ম্ম; স্বার্থপরতা ন্যায়বিরুদ্ধাচরণাদি কার্য্য ভ্রমদূষিত, সুতরাং মিথ্যাও পাপ। অর্থাৎ যদি কোনও কার্য্য সুখের প্রত্যাশায় অনুষ্ঠিত হয় এবং তদ্দ্বারা সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ হয় তবেই বুঝিতে হইবে উহা ভ্রম বা মিথ্যা সুতরাং পাপ। প্রত্যেক জ্ঞান বা বস্তুর সত্যাংশ ব্রহ্ম।

সত্য, স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ সত্য, জলনিক্ষিপ্ত তৈলবিন্দুর ন্যায় মিথ্যার সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া উপরে ভাসিয়া উঠে। সত্যের এমনই মহীয়সী শক্তি যে, কেহই উহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারেনা। হিংসা চৌর্য্যাদি, ধর্ম্মজনক বলিয়া, পৃথিবীর সমস্ত লোক, তোমাকে উপদেশ দেউক না কেন, অচিরেই তোমার ঐ মিথ্যাজ্ঞান বিদূরিত এবং সত্যজ্ঞানের উদয় হইবে। সত্যের বিজিগীষাবৃত্তি বলবতী না থাকিলে জগৎ ভ্রমান্ধকারে চিরসমাচ্ছন্ন থাকিত। মনুষ্যগণ, ভ্রমের

বশীভূত হইয়া, যখন আপাতমধুর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তখনই সত্য, দূর হইতে তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলে, "ভ্রান্ত পথিকগণ! তোমরা পথহারা হইয়াছ, এই পথে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবেনা"। জগৎ, প্রাকৃতিক শাসনে শাসিত না হইলে কে উহার শাসনে সক্ষম হইত? শতকোটি লোক, দস্যুবৃত্তিদ্বারা প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থসাধনের জন্য যদি যত্নবান হইত, তবে কি এক রাজা তাহাদিগকে সংযত রাখিতে পারিতেন? একমাত্র সত্যের সুশাসনেই ঐরূপ অমানুষিক কার্য্য সংঘটিত হইতে পারেনা। সত্য, বন্ধুজনের ন্যায় মনুষ্যদিগকে উপদেশ দেয় যে "তোমরা রাজশক্তি খর্ব্ব করিওনা তাহা হইলে অরাজকরাজ্যে নিজেরাই কাটাকাটি করিয়া মরিবে"। "জগৎ ঈশ্বর শূন্য হইয়া যেমন ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারেনা, নৃপতিহীন রাজ্যও অচিরে নষ্ট হয়।" এইরূপ প্রত্যেক অসৎকার্য্য হইতেই সত্য, আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বারংবার বলিয়াছি যে জ্ঞান ও যে কার্য্যদ্বারা স্থায়ী সুখহয় তাহাই সত্য ধর্ম্ম; যাহা ভ্রমাত্মক তাহা মিথ্যা অতএব অনিষ্টকর সুতরাং পাপ। স্ত্রী পুত্রাদিতে, আত্মীয় বুদ্ধিও ভ্রমকল্পিত, সুতরাং উহাও পাপ। এই পাপদ্বারা কেবল আমাদের সংসারবন্ধনদুঃখই হইয়া থাকে। যাঁহার সংসারে অত্যাসক্তি নাই যিনি নির্লিপ্তভাবে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন তিনি সংসারেই স্বর্গসুখ ভোগ করেন, দুঃখের মুখদর্শনও করেননা।

অতএব বর্ত্তমান জীবনেই আমরা প্রত্যেক পাপপুণ্যের ফলভোগ করিয়াথাকি। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই জীবনের মঙ্গলপ্রদ, যাহা পরিত্যাজ্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই জীবনের অহিতকর। সত্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ ধার্ম্মিকের নিকটে, জগৎ, স্বতই মস্তক অবনত করিয়া থাকে। তাঁহার আদেশে সম্পন্ন হইতে পারে না এমন কার্য্যই নাই। ধার্ম্মিক লোক দেবতা অপেক্ষাও অধিক পূজ-

নীয়। অগ্নির দাহিকাশক্তি, জলের শৈত্য ও পুষ্পের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে, যেমন কাহারও উপদেশের প্রয়োজন হয়না সেইরূপ বিনা উপদেশেই জগতে ধার্ম্মিকের পূজা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং ধার্ম্মিক এই পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া থাকেন।

শিষ্য। যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মকর্ম্ম করেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই ঐহিক সুখশান্তি লাভ বা দুঃখনিবারণের জন্য ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হয়না। যদিও ঐরূপ লোক থাকেন তবে সহস্রের মধ্যে একজনের অধিক নহে। যদি বস্তুতই ঐহিক সুখের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হইয়াথাকে তবে উহা পরলোকাবরণে আবৃত রাখার কারণ কি?

গুরু। অলৌকিক কথায় যেরূপ চমৎকারিত্ব থাকে, লৌকিক কথায় বা লৌকিক দৃষ্টান্তে সেইরূপ থাকিতে পারেনা। যদি আমি কোন স্থানে ব্যাঘ্র দেখিয়াছি বলিয়া সেখানে যাইতে তোমাকে নিষেধ করি, প্রয়োজন হইলে আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়াই তুমি সেখানে যাইবে, একান্ত গ্রাহ্য করিলেও দুই চারিদিনের অধিক নহে, কিন্তু যদি বলি "ঐ তাল গাছে এমন একটি ভীষণাকার ভূত দেখিয়াছি যে ঐ ভূত একদিন শনিবার অমাবস্যার নিশীথ সময়ে দুইটি হাতী ধরিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল" তবে কি আমার কল্পিত ভূতের শক্তি প্রকৃত ব্যাঘ্রের শক্তি অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক হইবেনা? যিনি যত জ্ঞানী বা যত অবিশ্বাসাই হউন না কেন অমাবস্যা রাত্রিতে ভূতাবিষ্ট তাল গাছ তলার নূতন শ্মশানে কি একাকী যাইতে পারেন?

শিষ্য। তবে পরলোক বা স্বর্গ নরকাদি কি ভৌতিক কল্পনা?

গুরু। পঞ্চভূতাত্মক জগতে সকলই ভূতের খেলা। প্রস্তর সুবর্ণে ও বিষ্ঠা চন্দনে যদি কিছু ইতরবিশেষ থাকে তবে ভৌতিক জগতেও এইমাত্রই বিভিন্নতা আছে। এক পৃথিবীস্থিত মণিময় প্রাসাদ

আর পর্ণকুটীর কি সমান আদৃত হয়? যদি বল জ্ঞানীর নিকটে উভয়ই সমান, তবে আমিও স্বর্গনরকের তুল্যতা স্বীকার করিব, কিন্তু সংসারীর জন্য তাদৃশ কল্পনা প্রয়োজনীয়। যে কবি, শ্রোতা বা পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অলৌকিক কল্পনারাজ্যের আকাশোদ্যানে লইয়া যাইতে পারিয়াছেন তিনিই কৃতকার্য্যতা লাভকরিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণও স্বর্গের সৌন্দর্য্যবর্ণন ও নরকের বিভীষিকাপ্রদর্শনদ্বারা বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভকরিয়াছেন।

বস্তুতঃ যদি স্বর্গের প্রলোভন ও নরকের ভয় না থাকিত তবে সংসারে সৎকর্ম্মের নামও থাকিতনা এবং জগৎ পাপে পরিপূর্ণ হইত। "সৎকার্য্য নির্ম্মল আনন্দপ্রদ এবং পাপদ্বারা শরীর দূষিত ও বিনষ্ট হয়।" এই সরল উপদেশ কি সর্ব্বত্র সফলতালাভ করিত? "ত্রয়োদশী তিথিতে বার্ত্তাকুভক্ষণে পুত্রহানি হয়" এইরূপ ভয়প্রদর্শন না থাকিয়া যদি রোগোৎপত্তির ভয় থাকিত তবে কেহই উহা গ্রাহ্য করিতনা। "গো সেবায় পুণ্য এবং গোমাংস ভক্ষণে ও গোপালনের ত্রুটি হইলে পাপ হয়" এই সকল শাস্ত্রার্থ শ্রবণে পূর্ব্বে অনেক বিদ্যাদিগ্‌গজই ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া নিজ নিজ জ্ঞানবত্তা প্রদর্শনকরিত কিন্তু সত্য-বৃক্ষের বীজ এতই সবল যে, প্রস্তরময় পর্ব্বত ভেদকরিয়াও শীঘ্রই অঙ্কুরিত ও সুগন্ধি কুসুমে অলঙ্কৃত হইয়া জগতের শোভাসম্পাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে গোপালন ও গোরক্ষার জন্য মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই গোমাংসাদি অভক্ষ্য ভক্ষণের অপকারিতা অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

ধর্ম্ম জগতের মহাপ্রলয়ের পরে আবার নূতনসৃষ্টির প্রারম্ভ লক্ষিত হইতেছে। শাস্ত্রোপদিষ্ট বিষয়গুলি যে আমাদের মহোপকারক তাহা এখন অনেকেই বুঝিয়াছেন। সমান উপাদানে গঠিত মনুষ্যদ্বয়ের সেব্য-সেবকভাব এখন আর কুসংস্কার মধ্যে পরিগণিত নহে। পিতৃভক্তি

মাতৃভক্তি ও গুরুভক্তির প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বোপদিষ্ট প্রত্যেক ধৰ্ম্মই সংসারদেহের একএকটি অঙ্গ, সুতরাং একটির অভাব হইলেই সংসার বিকলাঙ্গ হয়। যে সংসারীর প্রত্যেক ধৰ্ম্মাঙ্গগুলি বলিষ্ঠ তিনি ত্রিভুবনবিজয়ী।

শাস্ত্রের কতগুলি ভয়প্রদর্শক বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেক অদূরদর্শীই শাস্ত্রে দোষারোপ করিয়া থাকে, কিন্তু কবাটোদ্ঘাটন করিতে না পারিলে কেহই মণিময় প্রাসাদের সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিতে পারেনা। যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে তৎসমস্তই দেহেন্দ্রিয়াদির অনিষ্টকর এবং যে সকল ইন্দ্রিয়জয়াদি ধৰ্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে ঐ সমুদয়, জীবনের মহোপকারক।

"যাহারা গুরুতর পাপানুষ্ঠান করে তাহাদিগকে নরকে উত্তপ্ত তৈলকটাহে নিক্ষেপ করাহয়" ইত্যাদি শাস্ত্রার্থ শ্রবণ করিয়া অনেক স্থূলদর্শীই শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া থাকে কিন্তু যাঁহার অন্তশ্চক্ষুঃ আছে তিনি স্পষ্টভাবে দেখেন যে এই পৃথিবীই পাপীর উত্তপ্ত তৈলকটাহ; পাপাগ্নির তীব্র প্রদাহে উত্তপ্ত পৃথিবীকটাহেই পাপী ভৃষ্ট হইয়া ছট্‌ফট্‌ করে। এই পৃথিবীই পাপভোগের জন্য পাপীর মহানরক; ধার্ম্মিকের সুখময় স্বর্গ।

পুষ্করিণী-দীর্ঘিকা-খননে যে স্বর্গলাভের প্রলোভন আছে তাহাও অসার নহে। জল ব্যতীত জীবন রক্ষা হয়না, নির্ম্মল বিশুদ্ধ জল না থাকিলে স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হয়না, এইজন্যই শাস্ত্রে জলাশয়দানের এত প্রশংসা। যাঁহারা জলাভাবের কষ্টভোগ করিয়াছেন তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, জলাশয়দাতা বস্তুতই স্বর্গের দেবতা। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে জলকষ্ট অপেক্ষাকৃত কম সুতরাং বঙ্গবাসিগণ জলাশয় দানের উপকারিতা সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে পারেননা। আর্য্যজাতির পূর্ব্ববাস উচ্চ স্থানে ছিল সুতরাং আর্য্য,

ঋষিগণ জলের প্রয়োজনীয়তা এবং জলাভাবের কষ্ট বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া জলাশয়দানের উপদেশ দিয়াছেন। বস্তুতঃ যাহাদের বাসভূমির নিকটে নির্ম্মল জলাশয় আছে তাঁহারা প্রকৃতই স্বর্গসুখ ভোগ করেন। যে সকল পবিত্রতোয়া নদী মহাতীর্থরূপে গৃহীত হইয়াছে ঐ সকল পুণ্যসলিলা নদী কি মনুষ্যের স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবনরক্ষার একমাত্র কারণ নহে? যাঁহারা নিদাঘের প্রখর রবিকিরণে সন্তপ্ত হইয়াও অবগাহন স্নানে শরীর সুশীতল ও পবিত্র করিতে পারেননা, কূপোদক অথবা পঙ্কিল পূতিগন্ধি জল ভিন্ন যাঁহাদের পিপাসানিবৃত্তির অন্য উপায় নাই, তাঁহারা গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি পবিত্রসলিলা নদীতে অবগাহন করিয়া ও নির্ম্মল জল পান করিয়া যে কিরূপ আনন্দানুভব করেন এবং নিজকে কিরূপ পবিত্র মনে করেন তাহা চিন্তারও অতীত। ক্ষুধার্ত্ত না হইলে ভোজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাযায়না। যাঁহারা জলকষ্ট ভোগ করেন এবং জলের সহিত স্বাস্থ্য ও জীবনের কিসম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারেন তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, জলাশয়খননাদি ধর্ম্মকার্য্য কুসংস্কারসম্ভূত নহে। এখন নব্যশিক্ষার আলোকে আমাদের প্রাচীন কুসংস্কার তামস তিরোহিত হইতেছে। এক্ষণে আর ব্যয়সাধ্য সুবৃহৎ নূতন পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা প্রায় খনিতই হয়না। ঐরূপ কার্য্যে অর্থব্যয় করা এক্ষণে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়কই হইয়া উঠিয়াছে। আহারবিহারাদি প্রত্যেক কার্য্যেই প্রাচীন রীতি নীতি পদদলিত হইতেছে সে জন্যই ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের এইরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত। আমাদের পিতামহ প্রপিতামহাদির শারীরিক উচ্চতা, সামর্থ্য, স্বাস্থ্য ও আহারাদির প্রকৃত বর্ণনা যে এখন উপকথা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে শাস্ত্রাচারলঙ্ঘন কি তাহার একমাত্র কারণ নহে?

বস্তুতঃ তীর্থস্নান ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকার্য্যই দেহ ও আত্মার উপকারক। যাহা বর্ত্তমান জীবনের উপকারক নহে তাহা ধর্ম্মই নহে।

শাস্ত্রার্থ বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই শাস্ত্রে দোষারোপ করিয়া থাকে কিন্তু যদি হংসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রের সারাংশ গ্রহণকরাযায় তবে অবশ্যই উহার মাধুর্য্য অনুভূত হইতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিক মনুষ্যগণ প্রায়ই বর্ত্তমান শিক্ষাদ্বারা বিকৃতমনা হইয়া জলৌকাবৃত্তিঅবলম্বনে শাস্ত্রপয়োধর হইতে প্রচুর কদর্থরক্ত আকর্ষণ করিয়াথাকে। মক্ষিকাবৃত্তি অবলম্বনে কেবল, শাস্ত্রের ব্রণস্থানই অন্বেষণকরিয়াথাকে কিন্তু জ্ঞানালোকের ঔজ্জ্বল্যে শরীর তামস যে চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছে তাহার প্রতি কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। এক্ষণে প্রকৃতিদেবীর প্রতীক্ষা ভিন্ন আমাদের আর কোনও উপায় নাই। তাঁহার অনুগ্রহেই আমরা প্রবল ঝটিকার অব্যবহিত পরে আকাশের পূর্ব্বনৈর্ম্মল্য প্রত্যক্ষকরি, বর্ষা-শীতাদির উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও আবার শরৎ বসন্তাদির শোভা সন্দর্শন করি। ভরসা করি আবার একসময়ে শাস্ত্রীয় নীতিও পূর্ণমাত্রায় সমাদৃত হইবে।

শিষ্য। এক্ষণে কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিকতত্ত্বের উপদেশ লাভ করিতে ইচ্ছা করি অতএব প্রথমে ঈশ্বরসম্বন্ধেই উপদেশ প্রদান করুন। ঈশ্বর কে? তিনি কি করেন? কিরূপে আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি? পরমাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্য কি?

গুরু। যিনি অণু হইতে অণীয়ান্, মহৎ হইতে মহান্, যাঁহার মায়াতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সম্পাদিত হয় এবং যিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অতীত অথচ বিশ্বময় অর্থাৎ জীবদেহ হইতে প্রস্তর জলাদি সমস্ত জড় পদার্থে অবস্থিত তিনিই পরমাত্মা বা ঈশ্বর। আর যিনি সেই পরমাত্মা হইতে সমুদ্র-তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত জলবিন্দুর ন্যায়, প্রজ্বলিত অনলরাশিনির্গত স্ফুলিঙ্গকণের ন্যায়, বহির্গত হইয়া প্রতি শরীরে ইন্দ্রিয়াদি সমভিব্যাহারে অবস্থান করেন তিনিই জীব। ইনিই অহংভাবাভিমানী। বস্তুতঃ পরমাত্মা হইতে জীব স্বতন্ত্র নহেন। জীব কেন সমস্ত

জগৎই ঈশ্বরের মায়াসম্ভূত। আধ্যাত্মিক বিষয়ে দর্শন ও শ্রুতিশাস্ত্র জগতে সর্ব্বপ্রধান ও অতুলনীয়। অতএব এইক্ষণে এসম্বন্ধে দর্শন ও উপনিষদাদিশাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিব, তাহাতে নিশ্চয়ই তোমার সংশয়াপনোদন হইবে। বেদান্তদর্শনকার কি বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর ঃ—

জন্মাদ্যস্য যত ইতি।

বেঃ দঃ ১ম অঃ ১ম পাঃ ২য় সুত্রং।

অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগতের যাহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় তিনি জগৎকারণ পরমব্রহ্ম। এসম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য কি বলিতেছে তাহাও শ্রবণ কর—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ-প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" ইতি।

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই পঞ্চভূতাত্মক জগৎ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হইয়া যাঁহার অনুগ্রহে জীবিত থাকে, যাঁহার আশ্রয়গ্রহণে জীবন অতিবাহিত করে এবং বিনাশকালে যাহাতে লীন হয় তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তিনিই পরমব্রহ্ম। ইহাতে ইহাই নির্দ্ধারিত হইল যে যিনি সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ তিনিই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বর। ন্যায় দর্শনের মতে অনুমানদ্বারা ঈশ্বরনিরূপিত হইয়াছেন যথা—"জগৎ সকর্ত্তৃক জন্যত্বাৎ," ঘটাদিবৎ, যৎযৎ জন্যং তৎতৎ সকর্ত্তৃকমিতি ব্যাপ্তিঃ জন্য পদার্থমাত্রেরই কর্ত্তা আছে বলিয়া দেখাযায়, অতএব জগতেরও কর্ত্তা আছেন, অর্থাৎ ঘটাদি জন্য পদার্থ যেমন কুম্ভকারাদি কর্ত্তা ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয়না, এই পরিদৃশ্যমান জগৎও কর্ত্তা অর্থাৎ উৎ-পাদক ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয়নাই। অতএব মনুষ্যাদিতে জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্ভবেনা সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর অনুমিত হইতেছেন। যেমন মনোহর প্রাসাদদর্শনে অভিজ্ঞ শিল্পনিপুণ স্থপতির অনুমান হয়, সুদৃশ্য কুণ্ডলাদি দর্শনে কারুপটু স্বর্ণকার অনুমিত হয়, সেইরূপ বিচিত্র বিশ্ব-

রচনা-সন্দর্শনেও শিল্পিপ্রবর ঈশ্বর নিঃসংশয়রূপে অনুমানদ্বারা লক্ষ হইতেছেন। বেদান্তদর্শনের ঈশ্বরনিরূপক বাক্যের সহিত, ন্যায়দর্শন পাতঞ্জল দর্শনাদির ঈশ্বরনিরূপক বাক্যের আংশিক পার্থক্য থাকিলেও ফলের বিভিন্নতা নাই। পাতঞ্জলদর্শনকারের ঈশ্বরনিরূপক সূত্রের উল্লেখ করিতেছি—

ক্লেশকৰ্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥

পাঃ, দঃ, স পাঃ ২৪ সূ।

অর্থাৎ অবিদ্যাদি ক্লেশ, শুভাশুভ কর্ম্ম, কর্ম্মফলরূপ বিপাক এবং বাসনারূপ আশয়, যাহাতে বর্ত্তমান নাই, সেই অনির্ব্বচনীয় পুরুষবিশেষ ঈশ্বর। অবিদ্যাদি ক্লেশবিষয় প্রকাশ করিয়া বলিতেছি—অবিদ্যা ভ্রমাত্মক জ্ঞান, অনিত্য বস্তুতে নিত্যত্ব জ্ঞান, দুঃখজনক বস্তুতে সুখজনকত্বারোপ, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, মৃগতৃষ্ণাতে জলভ্রম, এই সমস্তই অবিদ্যার কার্য্য। অহঙ্কার, অভীষ্ট বস্তুতে আসক্তি, অপ্রিয় বস্তুতে দ্বেষ প্রভৃতিও অবিদ্যারই ভেদ। পুণ্যজনক ও পাপজনক উভয়বিধ কার্য্য, কর্ম্মফল—স্বর্গভোগ বা নরকভোগ এবং ভোগবাসনারূপ আশয় যাঁহার বর্ত্তমান আছে তিনি ঈশ্বর নহেন। যিনি অবিদ্যাদি দোষ শূন্য তিনিই ঈশ্বর। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে অবিদ্যাদি, চিত্তধর্ম্ম, সুতরাং ঐ সকল দোষ জীবাত্মাতেও নাই কিন্তু জীব, অবিদ্যাদি দোষযুক্তচিত্তের অধিনায়ক বলিয়া জীবাত্মাতে ঐ সকল দোষ আরোপিত হয়। সৈন্যগণ যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করুক বা পরাজিত হউক ঐ জয়পরাজয় রাজাতেই আরোপিত হয়; রাজা স্বয়ং যুদ্ধ করা দূরের কথা হয়ত যুদ্ধের কোন সংবাদও জানেন না, কিন্তু জয়পরাজয় রাজার বলিয়াই লোকে কীর্ত্তন করে। সেইরূপ অবিদ্যাদি দোষের সহিত জীবাত্মার সম্পর্ক না থাকিলেও জীবেতে ঐ

সমুদয় দোষ কল্পিত হয়। ইহাতে ইহাই নির্ণীত হইল যে, যিনি অবিদ্যাদিরহিত তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বরনির্ণায়ক আরও কতকগুলি শ্রুতিবাক্য বলিতেছি--

(ক) "সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ" (খ) "একমেবাদ্বিতীয়ম্," "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রআসীৎ", (গ) "তদেতৎ ব্রহ্মা পূর্ব্ব মনপর মনন্তর মবাহ্য ময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" (ঘ) "নিত্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগতো নিত্যতৃপ্তো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাবো বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম" অর্থাৎ (ক) জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে এক সদাত্মক ব্রহ্ম ছিলেন, (খ) তিনি এক তাঁহার দ্বিতীয় নাই, (গ) জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে এক পরমাত্মা বা পরমব্রহ্মাই ছিলেন, (ঘ) যাঁহার পূর্ব্ব অর্থাৎ উৎপত্তি নাই, অপর অর্থাৎ বিনাশ নাই, যিনি অনন্তর অর্থাৎ অদৃশ্য নহেন, বাহ্য অর্থাৎ দৃশ্যও নহেন সেই জগৎকারণ পরমাত্মাই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। ঈশ্বর নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী, সর্ব্বজ্ঞ--সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, নিত্যতৃপ্ত--সতত আনন্দময়, নিত্যশুদ্ধ-সর্ব্বদা দোষসম্পর্কশূন্য, বুদ্ধ অর্থাৎ সতত জ্ঞানময়, মুক্ত অর্থাৎ অবিদ্যামায়াদিবিরহিত বিবেকাত্মক এবং আনন্দময়। বস্তুতঃ অনন্তশক্তি অচিন্ত্যমাহাত্ম্য ঈশ্বর, বাক্যদ্বারা অনির্ব্বচনীয়, কেবল একাগ্রচিত্তযোগিগণের ধ্যানগম্য। জগৎসৃষ্টিরূপ কার্য্যাদর্শনে আমরা অনুমান করিতে পারি যে ঈশ্বর আছেন কিন্তু তাঁহার স্বরূপ নির্ণয়ে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম। যেসকল তত্ত্বদর্শী উপদেষ্টা, সংসারকান্তারে বিচরণশীলপথিকের নেত্রস্বরূপ, তমোময় গৃহে উজ্জ্বল দীপস্বরূপ, সেই শাস্ত্রকারগণ এসম্বন্ধে কি বলিয়াছেন শ্রবণ কর।

যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাত মবিজানতাং॥ শ্রুতিঃ।

যিনি বলেন, যে, আমি ঈশ্বরতত্ত্ব কিছুই বুঝি নাই তিনি কিছু জানিতে পারেন, কিন্তু যিনি বলেন আমি ঈশ্বরকে জানি তিনি

কিছুই জানেন না। অতএব ঈশ্বর জ্ঞানাভিমানীর দুর্জ্ঞেয়, যিনি মনেকরেন আমি কিছুই জানিতে পারিলাম, না ঈশ্বর তাঁহার ধ্যান-গম্য।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ" শ্রুতিঃ।

যদি কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ঈশ্বর বর্ণনে প্রবৃত্তহন, তবে তাঁহার ঈশ্বরনিশ্চায়ক বাক্য, ঈশ্বরকে প্রাপ্ত না হইয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপবর্ণনে অক্ষম হইয়া মনের সহিত নিবৃত্ত হয়; অর্থাৎ ঈশ্বর বাক্য ও বুদ্ধির বিষয়ীভূত হন্না।

অপাণিপাদো যবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং নচ তস্য বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥ উপনিষৎ।

ঈশ্বরের হস্তপদাদি নাই তথাপি তিনি গ্রহণগমনাদি কার্য্য করেন, চক্ষু নাই দর্শনকরেন, কর্ণ নাই তথাপি শ্রবণকরেন, তিনি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষনামে অভিহিত হয়েন।

মনসৈ বেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ (ক) উপনিষৎ।
ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপিবাচা নান্যৈর্দেবৈ স্তপসাকর্ম্মণাবা।
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব স্ততং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥ (খ) মুণ্ডকোপনিষৎ
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ (গ)
"অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘং অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্"
"দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ।" (ঘ)

(ক) এই পরম ব্রহ্মকে ধ্যানদ্বারাই লাভকরাযায়। ঈশ্বর অদ্বিতীয়, যিনি এই পরম ব্রহ্মে নানাত্ববুদ্ধি আরোপ করেন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন অর্থাৎ তাঁহার ঈশ্বর লাভ হয় না।

(খ) চক্ষুদ্বারা, বাক্যদ্বারা, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়দ্বারা তপস্যা বা

কর্ম্মদ্বারাও ইহাকে লাভকরা যায় না, যোগী কেবল জ্ঞানের অনুগ্রহে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ধ্যানদ্বারা সেই নিষ্কল পরম ব্রহ্মকে দেখিতে পান।

(গ) জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত এবং চরণ, এবং সর্ব্বত্রই নেত্র, মস্তক মুখ ও কর্ণ; তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।

(ঘ) তিনি স্থূল নন, সূক্ষ্ম নন, তাঁহাকে হ্রস্ব বলাযায় না, দীর্ঘও বলাযায় না, তিনি শব্দস্পর্শাদি গুণ বিরহিত, তাঁহার রূপ নাই বিনাশ নাই, তিনি দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ।

আর্য্যদিগকে পুতুলপূজক বলিয়া যাঁহারা নিন্দা করেন তাঁহারা ভারতীয় জ্ঞানসাগরের ঈদৃশ দুই একটি বাষ্পকণার প্রতি লক্ষ্য করুন্।

শিষ্য। ভগবন্! আপনি যেসকল শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে ঈশ্বর নিরাকার বলিয়াই অবধারিত হইয়াছে কিন্তু দর্শন শাস্ত্রের যেসকল সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ঈশ্বরের নিরাকারত্ব স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় নাই। অতএব দর্শনাদি শাস্ত্রোক্ত প্রমাণদ্বারা ইহার সংশয়াপনোদন করুন্।

গুরু। ঈশ্বরের নিরাকারত্ব সম্বন্ধে উপনিষদের বহুসংখ্যক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি এক্ষণে দর্শন পুরাণাদির প্রমাণও বলিতেছি শ্রবণকর। জ্ঞানোপদেষ্টা দার্শনিকগণত ঈশ্বরের নিরাকারত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেনই ধর্ম্মোপদেষ্টা পৌরাণিকগণও নিরাকারত্বেরই অনুমোদন করিয়াছেন।

অরূপবদেব হিতং প্রধানত্বাৎ ॥

বেঃ দঃ ৩য়ঃ অঃ ২য় পা ১৪ সূত্রম্।

পরম ব্রহ্ম অরূপবৎ অর্থাৎ নিরাকার, যেহেতু উপনিষদাদিতে অরূপবত্তা অর্থাৎ নিরাকারত্বই প্রাধান্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে

অতএব ঈশ্বর যে নিরাকার তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত। সাকারত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্র কেবল উপাসনার সৌকর্য্যার্থই উপদিষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সুতরাং প্রস্তর-মৃত্তিকা-বৃক্ষাদিতে তাঁহার অস্তিত্ব আছে, অতএব ঈশ্বরের মূর্ত্তিমত্তা কল্পনা অসঙ্গত নহে। সাকারবাদে বিস্তারিত বলা হইবে এজন্য এস্থলে অধিক বলিতে ইচ্ছা করিনা।

মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহি সংস্থিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎকচিৎ॥
বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্॥ পুরাণম্॥
যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তিযুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনেনমঃ॥
যঃ পুমান্ সাংখ্যদৃষ্টীনাং ব্রহ্ম বেদান্তবাদিনাম্।
বিজ্ঞানমাত্রং বিজ্ঞানবিদা মেকান্ত নির্ম্মলম্।
যঃ শূন্যবাদিনাং শূন্যো ভাসকো যোঽর্কতেজসাম্॥
যস্মাদ্বিষ্ণ্বাদয়ো দেবাঃ সূর্য্যাদিব মরীচয়ঃ।
যস্মাজ্জগন্ত্যনেকানি বুদ্বুদা জলধেরিব॥
যং যান্তি দৃশ্যবৃন্দানি পয়াংসীব মহার্ণবম্॥
য আকাশে শরীরেচ দৃষৎস্বপ্সু লতাসুচ।
পাংসুম্বদ্রিষু বাতেষু পাতালেষুচ সংস্থিতঃ॥
প্রকাশস্য যথালোকঃ শূন্যত্বং নভসোযথা। যোগবাশিষ্ঠ।
তথেদং সংস্থিতং যত্র তদ্রূপং পরমাত্মনঃ॥

যিনি আমার তোমার ও অন্যান্য জীবদিগের সাক্ষিস্বরূপ তাঁহাকে কেহ কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা জানিতে পারেনা।
সমস্ত জগৎ তাঁহার মস্তক চরণ নেত্র নাসিকা, এই পঞ্চভূতাত্মক জগতে তিনি স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করেন।

য়োগিগণ যাঁহাকে নিদ্রাদি পরিত্যাগকরিয়া শ্বাসাবরোধপূর্ব্বক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সন্তুষ্টমনে জ্যোতির্ম্ময়রূপে দর্শন করেন সেই যোগাত্মক পরমব্রহ্মকে প্রণাম।

যিনি সাংখ্যদিগের পুরুষ; বৈদান্তিকগণের ব্রহ্ম; বিজ্ঞানবাদিগণের নির্ম্মল জ্ঞান; যিনি শূন্যবাদিগণের শূন্য, সূর্য্যতেজের উদ্ভাসক; যাঁহা হইতে, সূর্য্য হইতে কিরণজালেরন্যায় বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবগণ উদ্ভূত হইয়াছেন এবং যাঁহা হইতে সমুদ্রের বুদ্বুদরাশির ন্যায় অসংখ্য অনন্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে এই দৃশ্যজগৎ সমুদ্রে জলরাশির ন্যায় বিলীন হয়; যিনি আকাশে জীবদেহে, পাষাণে, জলে, লতাতে ও বালুকা হইতে পর্ব্বতপর্য্যন্ত মৃণ্ময়পদার্থে অবস্থিত, তিনি অমূর্ত্তবায়ুতেও অধিষ্ঠিত আছেন, পাতালেও তাঁহার অস্তিত্ব অব্যাহত।

তিনি ভাস্বর পদার্থের আলোকের ন্যায়, আকাশের শূন্যত্বের ন্যায়, যাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন তাহাই তাঁহার মূর্ত্তি বা আকৃতি। এই শেষোক্ত শ্লোকটীদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইল যে অগ্নিস্বর্ণাদিভাস্বর পদার্থ হইতে যেমন ঔজ্জল্য পৃথক্ করা যায়না, আকাশ হইতে যেমন শূন্যত্ব পৃথক্ করা যায়না, এই জগৎ হইতেও ঈশ্বরকে পৃথক করিয়া চিনা যায়না, সুতরাং জগতে ঈশ্বর বা ঈশ্বরে জগৎ সংশ্লিষ্টভাবে অবস্থিত।

বস্তুতঃ জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। জগৎ ঈশ্বরের বিভূতি প্রদর্শনমাত্র। বিশ্বময় এক ঈশ্বর; তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তিনি জ্ঞানীর ব্রহ্ম, বৈষ্ণবের বিষ্ণু, শৈবের শিব, শাক্তের বিশ্ববিকাশিনী শক্তি। জগতের সকলজাতীয় সকল সম্প্রদায়ের লোক, বিবিধনামে এক ঈশ্বরেরই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সাম্প্রদায়িকগণ মধ্যে অসংখ্য কুসংস্কারান্ধ লোক আছে যে তাহারা ভিন্ন জাতীয় বা ভিন্নসম্প্রদায়ের উপাস্য

ভিন্ননামধারী ঈশ্বরের নাম শুনিলেও ক্রুদ্ধ হয়। তাহাদের ঈশ্বরোপাসনা ধর্ম্মের জন্য নহে, স্বজাতি ও স্বসম্প্রদায়ের জয়লিপ্সাই সেই ঈশ্বরোপাসনার উদ্দেশ্য। প্রকৃত ধার্ম্মিক, সকলজাতি ও সকল সম্প্রদায়ের বিভিন্নবিধানে অবলম্বিত ঈশ্বরোপাসনা দেখিয়াই নিরতিশয় প্রীতিলাভ করেন। সাম্প্রদায়িক হিংসাবিদ্বেষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারেনা। যে ধার্ম্মিক পরধর্ম্মের নিন্দা করেন, তিনি ধার্ম্মিকই নহেন এবং যে ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্য ধর্ম্মের নিন্দা আছে উহাও ধর্ম্মশাস্ত্র নহে। যাহাদের অর্থলাভ বা আধিপত্যলাভের ইচ্ছা বলবতী কেবল তাহারাই পরধর্ম্মের নিন্দা ও স্বধর্ম্মের প্রশংসাকীর্ত্তন করিয়া দেশে দেশে ছুটাছুটি করিতেছে। ঈদৃশ কার্য্য ধর্ম্মের সাধন নহে উহা কূটনীতি বা স্বার্থসাধন। যাহা হউক ঐ বিষয়ের আলোচনা করিয়া জিহ্বা কলুষিত করা সঙ্গত নহে। যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহারই উত্তরে পুনঃ প্রবৃত্ত হই-ঈশ্বর যে, বাক্যবুদ্ধির অতীত তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তথাপি শাস্ত্রোপদিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনায় অবশ্যই জ্ঞান বিকাশিত হয়।

আনন্দময়োভ্যাসাৎ ॥

বেঃ, দঃ, ১ম অঃ, ১২শ সূত্রম্।

পরমাত্মা আনন্দময়, যে হেতু অসংখ্য শ্রুতিবাক্যদ্বারা পরমাত্মা বা ঈশ্বরের আনন্দময়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতিবাক্য এই-"বিজ্ঞানমানন্দময়ং ব্রহ্ম" "রসোবৈসঃ" "এতমানন্দময়মাত্মান মুপসংক্রামতি" "আনন্দোব্রহ্মেতিব্যজানাৎ" অর্থাৎ ঈশ্বর আনন্দময় চৈতন্যস্বরূপ। মুমুক্ষুগণ জ্ঞান-বলে এই আনন্দময় পরমাত্মাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন্। জ্ঞানিগণ বিশুদ্ধ আনন্দকেই পরমব্রহ্ম বলিয়া জানেন। উল্লিখিত উপনিষদ শাস্ত্রদ্বারা বিশুদ্ধ আনন্দময় চৈতন্যই পরমব্রহ্মরূপে অবধারিত হইয়াছেন। তাঁহার আনন্দময়ত্বে

প্রমাণপ্রদর্শন করিতেছি চুম্বক লৌহ যেমন লৌহান্তরের আকর্ষণ করে আনন্দরূপী আত্মাও সর্ব্বদা আনন্দলাভে অভিলাষী। জগতে যে, যে কার্য্য করুকনা কেন আনন্দলাভই প্রত্যেক কার্য্যের উদ্দেশ্য সুতরাং অবিনশ্বর নির্ম্মল আনন্দই পরমব্রহ্ম।

জগৎ।

শিষ্য। ভগবন্! ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে পূর্ব্বে বলিয়াছেন কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান চন্দ্রসূর্য্যালঙ্কৃত জলধিমালাবিভূষিত অসীম অনন্ত জগৎ কিরূপে নিরাকার ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইল? ইহা কল্পনারও অতীত। অতএব জগৎ কি? কিরূপে উৎপন্ন হইল? এবং জগতের পূর্ব্বাবস্থাই বা কি? বিস্তারিত বর্ণন করিয়া অনুগৃহীত করুন।

গুরু। বৎস! তুমি যে জটিল প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছ তাহাতে প্রথমতঃ দার্শনিকগণের মত ভিন্ন নিজের কোন মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত নহে। অতএব এসম্বন্ধে সাংখ্যকার কপিল যাহা বলিয়াছেন আপাততঃ তাহাই বর্ণন করিতেছি।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহংকারঃ, অহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।

সাংখ্য দঃ, ১ম অঃ, ৬১ সূত্রম্।

মহা প্রলয়ের পরে উৎপত্তির পূর্ব্বে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ের

অবস্থা সমান থাকে অর্থাৎ ন্যূনাধিক্য থাকেনা এই সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলা যায়। সেই প্রকৃতিহইতে মহৎ বা মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি বিশেষ উৎপন্ন হয়। সেই বুদ্ধি হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ এই একাদশ ইন্দ্রিয় জন্মে। সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতে স্থূল পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, পুরুষ অর্থাৎ আত্মা পঞ্চবিংশতিতমতত্ত্ব। কিন্তু চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মক জগৎ হইতে পুরুষ বা আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক।

সাংখ্যকার অপ্রত্যক্ষ পদার্থ স্বীকারে অনুমান অবলম্বন করিয়াছেন যথা—

অচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধো ধূমাদিভিরিব বহ্নেঃ।

সাং দঃ ।

যেমন ধূম দর্শনাদিদ্বারা বহ্নির অনুমান হয় সেইরূপ অপ্রত্যক্ষ সকল পদার্থই অনুমানদ্বারা উপলব্ধ হয়। যথা "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" অর্থাৎ পর্ব্বতোত্থিত ধূমশিখাদর্শনে যেমন অনুমান হয় যে, ঐ পর্ব্বতে নিশ্চয়ই অগ্নি আছে, কারণ "যেখানে ধূম সেখানে নিশ্চয়ই অগ্নি আছে" এই সিদ্ধান্ত অব্যভিচারী। এইরূপ অব্যভিচারী হেতুদ্বারা যাবদীয় অদৃষ্টপদার্থের নির্ণয় করা যাইতে পারে। মেঘগর্জ্জনশ্রবণ ও বৃষ্টিধারা দর্শনে কি গৃহমধ্যস্থিত ব্যক্তির মেঘানুমান হয়না? ঐরূপ অনুমান কখনও ভ্রমাত্মক নহে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে উৎপত্তিবিনাশশীল ক্ষিত্যাদি স্থূলভূতের, সূক্ষ্ম উপাদান কারণ আছে যেহেতু জন্য পদার্থমাত্রই উপাদান কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। যেমন সূক্ষ্মসূক্ষ্ম সুত্রসমুদয়ের। সংযোগে সুবৃহৎ বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকরাশি যেমন তুঙ্গশৃঙ্গশিখর সুদীর্ঘ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, স্রোতস্বিনীর স্রোতঃপ্রচালিত বালুকারাশি

একীভূত হইয়া যেমন দ্বীপ মহাদ্বীপ উৎপাদন করে সেইরূপ উপাদানী-ভূত সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতে স্থূল পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। সূক্ষ্ম পরমাণুপুঞ্জ জগৎ ব্যাপিয়া সর্ব্বক্ষণ বিচরণ করিতেছে। উহাদের পরস্পর সংযোগ হইলেই স্থূল ভূতবিশেষের উৎপত্তি হয়। সেই সংযোগে ঈশ্বরেচ্ছাই কারণ। নদীতে সঞ্চরমাণ বালুকারাশি যেমন সকল স্থানে একীভূত হইয়া দ্বীপ উৎপাদন করেনা, সেইরূপ পরমাণুপুঞ্জও ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত একীভাব প্রাপ্ত হয়না সুতরাং সর্ব্বক্ষণ স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়না।

সাংখ্যমতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত জন্যপদার্থ, সুতরাং তাহারও কারণ আছে। অহংকার সেই সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়ের উৎপাদক। চৈতন্যময় ঈশ্বরের অহং ইত্যাকার অভিমানাত্মক অহংকারই সৃষ্ট্যুৎ-পত্তির মূল কারণ। অহংকারোৎপত্তির পরে "বহুস্যাং প্রজায়েয়" অর্থাৎ আমি জন্মগ্রহণ করিয়া বহুত্ব লাভকরিব অর্থাৎ বহুভাগে বিভক্ত হইব ঈশ্বরের ইত্যাকার প্রবৃত্তিই সৃষ্টির উৎপাদিকা। এসম্বন্ধে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব তাঁহার যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন শ্রবণকর।

অহমর্থোদয়ো যোহয়ং চিত্তাত্মা বেদনাত্মকঃ।
এতচ্চিত্তদ্রুমস্যাস্য বীজং বিদ্ধি মহামতে॥
এতস্মাৎ প্রথমোদ্ভিন্নাদঙ্কুরোভি নবাকৃতিঃ।
নিশ্চয়াত্মা নিরাকারো বুদ্ধিরিত্যভি ধীয়তে॥
অস্য বুদ্ধ্যাভিমানস্য যাঙ্কুরস্য প্রপীণতা।
সঙ্কল্পরূপিণী তস্যাশ্চিত্তচেতোমনোভিধা॥ যোগবাশিষ্ঠ।

অর্থাৎ বুদ্ধির তিনটি অবস্থা; অহং ইত্যাকার জ্ঞানকে বেদনাত্মক চিত্ত বা অন্তঃকরণ বলাযায় এবং ইহাই পরোক্ত চিত্তবৃত্তিরূপ বৃক্ষের বীজ। ঐ বেদনাত্মক অন্তঃকরণরূপ বীজ উদ্ভিন্ন হইয়া বুদ্ধিরূপ অঙ্কুর উৎ-পাদন করে। ইহাই অহংকার। ঐ অঙ্কুর ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া

সঙ্কল্পাত্মক মনোনাম ধারণ করে। ইহাকে চিত্ত বা চেতোনামেও অভিহিত করাহয়। বস্তুতঃ এক বুদ্ধির অবস্থার পরিবর্ত্তনে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রদানকরা হইলেও মূল বুদ্ধিপদার্থ ভিন্ন নহে। অতএব আপাতদৃষ্টিতে যদিও এক শাস্ত্রের সহিত শাস্ত্রান্তরের মত-দ্বৈধ প্রতীয়মান হউক কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে দ্বৈধভাব বিদূরিত হইয়াযায়। কেহ বুদ্ধির অবস্থাত্রয় কল্পনা করেন কেহ বা অবস্থাদ্বয়ের পক্ষপাতী।

অহং অর্থাৎ আমি মনুষ্য ইত্যাকার নির্ব্বিকার জ্ঞান সত্ত্বগুণা-ত্মক, তদনন্তর "আমার কার্য্য করিবার শক্তি আছে" ইত্যাকার জ্ঞান অপেক্ষাকৃত বিকারপ্রাপ্ত সুতরাং এই জ্ঞান রজোগুণাত্মক। তদনন্তর "আমি খাদ্যাদি আহরণ করিব" "বাসস্থান নির্ম্মাণ করিব" এই কার্য্য ইষ্টজনক, এই কার্য্য অনিষ্টজনক" ইত্যাদি সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক জ্ঞান সম্পূর্ণ বিকারাত্মক সুতরাং ইহা তমোগুণাত্মক।

শিষ্য। ভগবন্! ঈশ্বর নির্ব্বিকার চৈতন্যস্বরূপ, অতএব তাঁহার অহংকারাদি বিকারোৎপত্তির কারণ কি?

গুরু। বস্তুতঃ অহংকারাদি ঈশ্বরের বিকার নহে, বিভূতিপ্রদ-র্শনমাত্র। সৃষ্টিকার্য্যও তিনি করেননা মনঃই সমস্তের কর্ত্তা।

> মনঃ সংপদ্যতে তেন মহতঃ পরমাত্মনঃ।
> সুস্থিরাদস্থিরাকার স্তরঙ্গ ইব বারিধেঃ॥
> তৎ স্বয়ং স্বৈর মেবাশু সংকল্পযতি নিত্যশঃ।
> তেনেত্থমিন্দ্রজালশ্রীর্ব্বিততেয়ং বিতন্যতে॥ যোগবাশিষ্ঠ॥

যেমন প্রশান্ত বারিধিহইতে সময়ে ভীষণ তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেই-রূপ প্রশান্ত সুস্থির নির্ব্বিকার মহান্ পরমাত্মা হইতেও অন্তঃকর-ণাদিক্রমে সঙ্কল্পাত্মক মন উৎপন্ন হয়। এই মনই সংসারের বিস্তৃতি ও স্থিতির মূল। যেমন ঐন্দ্রজালিকগণ স্বেচ্ছানুসারে দর্শকবৃন্দকে

আশ্চর্য্য কৌশল প্রদর্শন করে, সঙ্কল্পাত্মক মনও ইচ্ছানুরূপ কল্পনা-দ্বারা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার প্রদর্শন করে।

জগৎসৃষ্টিকালে মন উৎপন্ন হইয়াই কল্পনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সর্ব্বপ্রথমে মন শব্দ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু শব্দের কারণ আকাশ, আকাশ ব্যতীত শব্দ হয়না অর্থাৎ আকাশে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেই শব্দ উৎপন্ন হয়। সুতরাং মনের কল্পনাদ্বারা আকাশের উৎপত্তি হইল অর্থাৎ চিত্ত আকাশরূপে পরিণত হইল। আকাশ ন্যায়াদি মতে নিত্যহইলেও বেদান্তমতে অনিত্য অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় বলিয়াই জন্য। পরে স্পর্শ ও চলনশক্তির অভিলাষ হওয়াতে চিত্ত বায়ুত্ব প্রাপ্ত হয়। "বায়ুর্হিস্পর্শ শব্দধৃতিকম্পৈরনুমীয়তে" (সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী) অর্থাৎ বায়ুর প্রত্যক্ষ হয়না কিন্তু স্পর্শবিশেষ ও শব্দদ্বারা এবং তৃণাদির শূন্যে নয়ন ও ধারণদ্বারা এবং কম্পন অর্থাৎ বৃক্ষশাখা-দির স্পন্দনদ্বারা বায়ুর অনুমান হয়। নবজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই যেমন শব্দ অর্থাৎ ক্রন্দন করে পরে হস্তপদাদির স্পন্দন ও সঞ্চালন করিতে ইচ্ছাকরে, মনও প্রথমে শব্দেচ্ছু হইয়া আকাশ উৎপাদন করে। পরে স্পন্দনাদি ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া বায়ুর সৃষ্টি করে, ক্রমে আলোকসন্দর্শন ও শীতনিবারক উষ্ণতা অভিলাষকরে। অর্থাৎ মন আলোকাভিলাষী হইয়া তেজোময়ত্ব লাভকরে, কারণ উষ্ণতা ব্যতীত জগতের উৎপত্তি বা স্থিতি সংসাধিত হয়না।

"জন্যোষ্ণ স্পর্শসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকং তেজস্ত্বং" উষ্ণত্ববিশিষ্ট সমস্ত জন্য পদার্থের সমবায়ী কারণই তেজঃ পদার্থ। তেজঃ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত, বায়ু হইতে তেজঃ আরও ঘনীভূত, তেজঃ হইতে জল স্থূলাকৃতি, জল হইতে পৃথিবী আরও স্থূলতমা। বস্তুতঃ সূক্ষ্মতম পদার্থই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া বিশাল অসীম জগতে পরিণত

হইয়াছে। কথাটি শ্রবণমাত্রে দুর্ব্বোধ্য হইলেও একটু চিন্তা করিলেই বোধগম্য হইতে পারে। আমরা সতত বহুসংখ্যক জগৎ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতে দেখি, কিন্তু চিন্তা করিনা বলিয়াই বুঝিনা। এই অসীম অনন্ত জগৎ যেমন পঞ্চভূতোৎপন্ন, আমাদের শরীরও ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত গঠিত। বিন্দুপরিমিত শুক্রোত্তর যদি হস্তপদাদি বিশিষ্ট সুদীর্ঘ শরীরে পরিণত হইতে পারে, ক্ষুদ্রতম বটবীজের যদি প্রকাণ্ড কাণ্ডশাখাপল্লবাদিবিশিষ্ট সুবৃহৎ বৃক্ষে পরিণতি সম্ভবপর হয়, সূক্ষ্ম বাষ্পকণসমূহ যদি বৃহদাকার মেঘে পরিণত হইতে পারে, তবে আকাশ বা সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত হইতে জগতের উৎপত্তি কেন সম্ভবপর হইবেনা? স্থূলপদার্থমাত্রেরই উপাদান কারণ সূক্ষ্ম। প্রকৃতপক্ষে তৈজস, জলীয় এবং পার্থিব সূক্ষ্মাংশই জগতের উপাদান।

শিষ্য। যে আকাশ জগতের মূল কারণ উহা যে একটি পদার্থ আমি তাহাই ধারণা করিতে পারিতেছিনা। যেখানে কিছুই নাই সেই পদার্থশূন্য স্থানকেই আমরা শূন্য বা আকাশনামে অভিহিত করি। সেই শূন্যের উৎপত্তি এবং উহাতে দ্রব্যান্তরের জনকত্ব কিরূপে কল্পনা করিতেপারি? যে আকাশ দ্রব্যের অভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে উহাকে কিরূপে দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিব?

গুরু। আপাতদৃষ্টিতে এই বিশাল অনন্ত আকাশ শূন্যবলিয়াই বোধ হয় বটে কিন্তু উহা শূন্য অর্থাৎ কিছুইনা নহে। যাহাতে অনন্ত কোটি পরমাণু বিরাজমান রহিয়াছে উহা কিছুই না ইহা কিরূপে বলাযায়? অবলম্বন ভিন্ন কোন বস্তুই থাকিতে পারেনা। এই দৃশ্যমান জগতে বৃহৎকায় হস্তী হইতে কীটাণুপর্য্যন্ত প্রত্যেকেই এক একটি পদার্থ অবলম্বন করিয়া অবস্থান ও গমনাগমন করিতেছে। জড়পদার্থও আশ্রয় ব্যতিরেকে থাকিতে পারেনা। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল আবার সকল আধেয়কে ধারণ করিতে

পারেনা। যে আকাশে পরমাণুপুঞ্জ অনায়াসে অবস্থান বা গমনাগমন করে তাহাতে তুমি আমি বিচরণ করিতে পারিনা এবং স্থূল পার্থিব-বস্তুও স্থির থাকিতে পারেনা। যে নৌকাতে তুমি আমি অনায়াসেই যাতায়াত করি উহাতে যদি একটি হস্তী আরোহণ করে তবে ঐ হস্তী অবশ্যই জলমগ্ন হইবে। কোমল কমলদলে ভ্রমর সুখে বাস-করে উহা পক্ষীর অবস্থানযোগ্য নহে। অতএব সূক্ষ্ম পরমাণুর আধার আকাশও অতি সূক্ষ্মতমপদার্থদ্বারাসৃষ্ট ইহাই বুঝিতে হইবে। 'আমরা আকাশে থাকিতে পারিনা এবং আকাশ আমা-দের স্পর্শযোগ্য নহে বলিয়াই আকাশ বস্তু নহে' এরূপ সিদ্ধান্ত করা সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক নহে। আকাশ যে সূক্ষ্মতম একপ্রকার জড়পদার্থ ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়াছেন। আমরা অন্ধকারময়ী রজনীতে দূরস্থিত দীপালোক দর্শনকরিতেপারি কিন্তু দীপাধার দেখিনা সেইজন্য কোন বুদ্ধিমান্ লোক কি দীপগুলি আধারশূন্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন? অতএব পরমাণুর আধার আকাশও বস্তু, পদার্থাভাবমাত্র নহে।

আকাশের কোনও বর্ণ নাই তাহার কারণ এই যে, সূক্ষ্মপদার্থ স্থূল হইলেই তাহাতে বিবিধবর্ণ দৃষ্টহয়, সূক্ষ্মপদার্থের বর্ণ থাকেনা। আকাশ সূক্ষ্মতম অণুময় পদার্থ সুতরাং উহার বর্ণ নাই। জলবিহীন মরুভূমিতে যেমন জলভ্রম হয়, বর্ণহীন আকাশের নীলত্বও সেইরূপ ভ্রমকল্পিত। অতএব আকাশ বর্ণহীন সূক্ষ্ম অণুসমষ্টি। উহাই স্থূলজগতের উপাদান কারণ। আকাশের জগৎকারণতা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করাযায় কিন্তু আকাশ যে কল্পনাপ্রসূত তাহা অনায়াসে অনুভূত হয়না। ধ্যানপরায়ণ যোগিগণই চিন্তার অচিন্তনীয় সামর্থ্য বুঝিতে পারেন। কল্পনার মহীয়সীশক্তি কেবল যোগিহৃদয়েই উদ্ভাসিত হয়। চিত্তের একাগ্রচিন্তাদ্বারা সুসম্পন্ন নাহয় এমন কার্য্যই নাই। যোগী

কল্পনাশক্তির সাহায্যে নিমেষমধ্যে সমুদ্রপর্ব্বতাদি অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে যাইয়া অভীষ্টসম্পাদনে সক্ষম হন। মনুষ্যের কল্পনাদ্বারা যদি তাদৃশ অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে তবে ঈশ্বরের কল্পনাদ্বারা অহঙ্কারাদিক্রমে আকাশাদির সৃষ্টি অসম্ভব হইবে কেন?

শিষ্য। ভগবন্! শুনিয়াছি পৌরাণিকমতে অণ্ড হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে সেইজন্যই জগতের নামান্তর ব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু আপনার বর্ণিত সৃষ্টিতে তাহার উল্লেখ করেন নাই। তবে কি দর্শনের সহিত পুরাণের ঐক্য নাই!

গুরু। আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র অসংখ্য। অতএব কোন অংশে যদিও আপাতদর্শনে ভেদলক্ষিত হউক কিন্তু সেই ভেদ বাস্তবিক ভেদ নহে, পূর্ব্বাপর দর্শন বা শ্রবণ করিলে সমস্তশাস্ত্রের ঐকমত্য লক্ষিত হয়। ভগবান মনু বলিয়াছেন—

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥ মনুসংহিতা।

অর্থাৎ ঈশ্বর স্বশরীর হইতে প্রজাসৃষ্টিমানসে প্রথমে জলসৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে বীজবপন করিয়াছেন, সেই বীজ অণ্ডাকার ধারণ করিয়া অনন্তজগতের সৃষ্টি করিয়াছে। স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ দর্শনের সহিত মনুবচনের ঐক্য হইলনা। কারণ দর্শন বলিয়াছে প্রথমে আকাশের সৃষ্টি, মনু বলিতেছেন প্রথমতঃ জলের উৎপত্তি কিন্তু এই মহদ্ভেদের অন্তরালে এমনই ঐক্যভাব নিহিত আছে যে শ্রবণমাত্রেই নিরাপত্তিতে স্বীকার করিবে। শ্রুতি ও দর্শন যাহা বলিয়াছে তাহার সহিত যাহার ঐক্য নাই উহা শাস্ত্রমধ্যেই পরিগণিত নহে। আকাশ-সৃষ্টি যে সর্ব্বপ্রথমে তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তবে যে মনু প্রথমে জলের সৃষ্টি বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—

পঞ্চভূতমধ্যে আকাশ, বায়ু ও তেজঃ অমূর্ত্তপদার্থ জল আর পৃথিবী মূর্ত্তপদার্থ। মূর্ত্তপদার্থের মধ্যে জলই প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে। সংহিতা ও পুরাণাদিশাস্ত্র স্থূলবুদ্ধি লোকের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে স্থূলদৃষ্টিতে দর্শনযোগ্য পদার্থের মধ্যে প্রথমে জলসৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া যে মনু বলিয়াছেন তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। ইহাও সত্য যে অনেকের মতেই আকাশাদি নিত্যপদার্থ, সুতরাং আকাশাদির উৎপত্তি নাই। এঅংশে যদিও একটু অনৈক্য লক্ষিত হউক তাহাও অকিঞ্চিৎকর। কারণ নিত্যআকাশাদির অবস্থান্তরদ্বারা উৎপত্তি স্বীকার করা যাইতে পারে। এবং অনিত্য ক্ষিত্যাদির সূক্ষ্মাংশ পরমাণব নিত্যতানিবন্ধন ক্ষিত্যাদিকেও নিত্য বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক পদার্থেরই সূক্ষ্মাংশ অর্থাৎ পরমাণু নিত্য, স্থূলাংশ অনিত্য। মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট-শরাবাদি এবং স্বর্ণজাত কুণ্ডলাদি নশ্বর হইলেও উহাদের উপাদান-কারণ পার্থিব পরমাণু নিত্য। ঘটকুণ্ডলাদি নষ্ট হইয়াছে বলিলে কি তদীয় পরমাণুসমষ্টি নষ্ট হইয়াছে বুঝিব? কখনও নহে, বুঝিব পরমাণুপুঞ্জের যে সংযোগ হইয়াছিল কেবল তাহারই বিয়োগ হইয়াছে। অতএব নিত্যপদার্থকেও অবস্থান্তরদ্বারা অনিত্য বলাযায়। অনিত্যকেও নিত্য বলা যায়। সুতরাং নিত্যানিত্যবিষয়ে মতদ্বৈধ অকিঞ্চিৎকর।

শিষ্য। মহাত্মন্! সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আরও একটু প্রকাশ করিয়া বলুন।

গুরু। সৃষ্টিসম্বন্ধে মনু ও শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন প্রথমে তাহাই বলি।

আসীদিদং তমোভূত মপ্রজ্ঞাত মলক্ষণং।
অপ্রতর্ক্য মবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিবসর্ব্বতঃ॥ মনুসংহিতা।

মহাপ্রলয়ের পরে উৎপত্তির পূর্ব্বে অর্থাৎ মহাকালরূপী পরমব্রহ্মের

নিদ্রিতাবস্থায় ভাবিজগৎ তমোময়, প্রত্যক্ষের অগোচরীভূত, লক্ষণদ্বারা অননুমেয়, তর্ক ও জ্ঞানের অতীত, অতএব যেন গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত ছিল।

এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃসম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ। উপনিষৎ।

আকাশ ও বায়ুর সৃষ্টির পরে চিত্তাত্মক ঈশ্বর তমোবিনাশের নিমিত্ত এবং উত্তাপের প্রয়োজনীয়তাবোধে জ্যোতির্ম্মা হইলেন অর্থাৎ তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। পূর্ব্বোক্ত বিকারপ্রাপ্ত আকাশ ও বায়ুতে তেজঃসংযোগহওয়াতে ঐ ঘনীভূত মহাভূত দ্রবত্বপ্রাপ্ত হইয়া একার্ণব হইয়াযায়। ভগবান্ যে একার্ণব সমুদ্রে অনন্তশয্যায় শয়ান ছিলেন বলিয়া পুরাণে কথিত হইয়াছে ইহাদ্বারা তাহাও প্রমাণিত হইল।

পরে দ্রবত্বের আধিক্যনিবন্ধন উত্তাপ অপেক্ষাকৃত ন্যূনতাপ্রাপ্ত হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত অর্ণবজল স্থলবিশেষে ঘনীভূত হয়। উহাই অণ্ডনামে অভিহিত ও সৃষ্টির বীজস্বরূপ হয়।

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভং।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥ মনুসংহিতা।

পূর্ব্বোক্ত ঘনীভূত ডিম্বাকারপদার্থ তপনকনকাভ সূর্য্যেরন্যায় প্রভাবিশিষ্ট হইয়াছিল। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা ঐ অণ্ডে উৎপন্ন হন্। ব্রহ্মা যে সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছেন ইহা কেবল পৌরাণিকমত নহে, বেদেরও ইহাই মত।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্যজাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ঋগ্বেদঃ।

হিরণ্ময়াভ অণ্ড হইতে প্রথমতঃ হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মা উৎপন্ন হন্। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া ভাবী প্রাণিসমূহের একমাত্র অধিপতি হন্। তিনি অন্তরীক্ষ, স্বর্গ ও পৃথিবী ধারণকরিয়াছিলেন। আমরা ঈদৃশ অনির্দ্দিষ্টনামা দেবতাকে হবিঃদ্বারা পূজা করি।

আপো যদ্ বৃহতী বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।
ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ যজুর্ব্বেদঃ ॥

অপরিমেয় জলরাশি, গর্ভে অগ্নিরূপ হিরণ্যগর্ভকে ধারণকরতঃ যখন বিশ্বব্যাপ্ত হইয়াছিল তখন দেবতাদিগের প্রাণস্বরূপ আত্মা অর্থাৎ লিঙ্গ শরীররূপ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই নির্ণয়াশক্য দেবতাকে আমরা হবিঃদ্বারা পূজা করি।

শিষ্য। জগৎ কি? তাহা আমি এখনও অবগত হইতে পারি নাই, অতএব জগতের স্বরূপ অবগত হইবার জন্য একটি প্রশ্ন করিতেছি। আপনি ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়াছেন কিরূপ কারণ তাহা কিছু বলেন নাই। কারণ দ্বিবিধ--উপাদান কারণ ও নিমিত্তকারণ। ঘট শরাবাদি মৃন্ময় পদার্থের উপাদানকারণ মৃত্তিকা, নিমিত্তকারণ কুম্ভকার। কুণ্ডলাদি হিরণ্ময় পদার্থের উপাদান স্বর্ণ ও নিমিত্ত স্বর্ণকার। ঈশ্বর জগৎকার্য্যের কি উপাদান কারণ না নিমিত্তকারণ তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

গুরু। ঈশ্বর যে জগতের নিমিত্তকারণ এসম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। শ্রুতিমূলক বেদান্তদর্শনে ঈশ্বরকে জগতের উপাদানকারণও বলা হইয়াছে। আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রসমূহমধ্যে শ্রুতিই সর্ব্বপ্রধান। সেই শ্রুতি ঈশ্বরকে জগতের উপাদানই বলিয়াছে সেজন্য বেদান্তদর্শনকারও ঈশ্বরকে উপাদানকারণ স্বীকার করিয়াছেন।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুরোধাৎ।

বেঃ দঃ ১ম অঃ ৪ পাঃ ২৩ সূত্রং।

যেহেতু শ্রুতির প্রতিজ্ঞাবাক্য ও দৃষ্টান্ত বাক্যগুলি অলঙ্ঘনীয়, সেইজন্যই ঈশ্বর কেবল জগতের নিমিত্তকারণ নহেন, উপাদানকারণও তিনিই। ঈশ্বরাতিরিক্ত পদার্থ জগতে নাই, সুতরাং উপাদান অর্থাৎ মূলকারণ ঈশ্বর ভিন্ন আর কি হইতে পারে? অতএব

বাধ্য হইয়া উভয়বিধ কারণত্ব ঈশ্বরেই স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণ শ্রুতিবাক্য শ্রবণকর— "আত্মনিখল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিজ্ঞাতম্" অর্থাৎ পরমাত্মা যদি দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত এবং বিজ্ঞাত হন্ তবে আর কিছুই অবিজ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞাতাবশিষ্ট থাকেনা। ফলতঃ ঈশ্বরকে দর্শন করিলে সমস্ত জগৎই দৃষ্ট হইল, তাঁহার স্বরূপ শ্রবণ করিলে কিছুই অশ্রুত থাকিলনা, তাঁহাকে চিন্তা করিলে কিছুই অচিন্তিত থাকেনা ঈশ্বরকে জানিতে পারিলে সমস্তই পরিজ্ঞাত হইল। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, ঈশ্বর সর্ব্বময়। আরও কতকগুলি শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিতেছি।— "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" অর্থাৎ যাহা দেখিতেছ তৎসমস্তই পরমাত্মা। এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম। দৃশ্যমান সমস্তই আত্মা। জগতে নানা বস্তু নাই অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদ ও ইহাই বলিয়াছে "উত তমাদেশ মপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মত মবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি" অর্থাৎ পিতা আরুণি স্বীয়পুত্র শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন শ্বেতকেতো! তুমি কি গুরুর নিকট সেউপদেশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? যে উপদেশ শ্রুত হইলে অন্য অশ্রুতও শ্রুত হয়, যাহা চিন্তাকরিলে সমস্তই ধ্যাত হয় এবং যাহা জ্ঞাত হইলে অজ্ঞাত সমস্তই পরিজ্ঞাত হয়।

এক্ষণে দৃষ্টান্ত শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছি—

"যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং। যথা সৌম্যেকেন লৌহমণিনা সর্ব্বং লৌহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লৌহমিত্যেব সত্যং। যথা সৌম্যেকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কার্ষ্ণায়স মিত্যেব সত্যং।"

হে সৌম্য! যেমন মৃত্তিকা অবগত থাকিলে সমস্ত মৃণ্ময়বস্তু অবগত হওয়াযায়, ঘটাদি বিকার কেবল নামমাত্রে পর্য্যবসিত, একমাত্র মৃত্তিকাই সত্য। এক সুবর্ণ অবগত থাকিলে যেমন স্বর্ণনির্ম্মিত সকল পদার্থই অবগত হওয়াযায়, বিকৃতাবস্থা মিথ্যা কেবল সুবর্ণই সত্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এক লৌহ জানাথাকিলে যেমন লৌহ-বিকৃত সমস্ত বস্তুই জানা যায়, কল্পিত নাম মিথ্যা ও কেবল লৌহই সত্য বলিয়া অবধারিত হয়, সেইরূপ একসত্য ব্রহ্ম অবগত হইতে পারিলে মিথ্যা বিকৃত পঞ্চভূতাত্মক জগৎ অনায়াসেই জানাযায়। কারণ বিকৃত জগৎ ঈশ্বরেরই বিভূতিমাত্র। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃত্তিকা চিনে তাহাকে আর মৃণ্ময় ঘটশরাবাদি চিনাইবারজন্য প্রয়াস পাইতে হয়না কারণ ঐ সমুদয়ে আকৃতিগত বা নামগত যে পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহা মিথ্যা একমাত্র মৃত্তিকাই সত্য। ঘটাদিতে মৃত্তিকা ভিন্ন আর কোন বস্তুই নাই, ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও ঐ মৃত্তিকাই থাকিবে সুতরাং মৃত্তিকা সত্য, ঘট মিথ্যা। যাহা ত্রিকালস্থায়ী তাহাই সত্য, যাহা সকলকালে থাকেনা তাহাই মিথ্যা। ঘট শরাবাদি মৃদ্বিকার এবং কুণ্ডলাদি স্বর্ণবিকার অতীতকালে ছিলনা, ভবিষ্যৎকালেও থাকিবেনা। কেবল বর্ত্তমান সময়ে সাময়িকরূপে দৃষ্টহইতেছে। ঘটকুণ্ডলাদির উৎপত্তির পূর্ব্বে যে মৃত্তিকা স্বর্ণাদি ছিল, ঘটাদির সমকালে সেই মৃত্তিকাদি আছে এবং ঘটকুণ্ডলাদির বিনাশের পরেও সেই মৃত্তিকা স্বর্ণাদি থাকিবে, সুতরাং মৃত্তিকাদিই সত্য ঘটাদি মিথ্যা। অতএব স্থিরহইল যে মৃত্তিকাদি মূল উপাদানই সত্য, ঘটাদি বিকার ও নাম মিথ্যা। এই স্থূল দৃষ্টান্তটীকে একটু সূক্ষ্মভাবে পরিণত করিলেই প্রয়োজন সিদ্ধহইতে পারে। ঘট আর মৃত্তিকা এই উভয়ের মধ্যে যেমন মৃত্তিকার সত্যত্ব প্রতিপাদিত হইল সেইরূপ মৃত্তিকা এবং সূক্ষ্মতন্মাত্রের মধ্যেও সূক্ষ্ম তন্মাত্রই সত্য মৃত্তিকা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন

হইবে। কারণ ঘটাদি যেমন মৃদ্বিকার, মৃত্তিকাও সুক্ষ্মতন্মাত্রের বিকার, মৃত্তিকা ত্রিকালস্থায়িনী নহে, অতএব মৃত্তিকা মিথ্যা, সুক্ষ্ম তন্মাত্রই সত্য। সুক্ষ্মানুসুক্ষ্মরূপে দেখিলে সেই সুক্ষ্মতন্মাত্র অহংকার হইতে উৎপন্ন, সেই অহংকার ঈশ্বরের অহংভাব কল্পনামাত্র, আর কিছুই নহে, সুতরাং ঈশ্বরই জগতের উপাদান, ঈশ্বরই সত্য, আর সমস্তই বিকৃত; অতএব মিথ্যা। বৈদান্তিকগণ জগতকে স্বপ্নদৃশ্যেরন্যায় মিথ্যা বলিয়াছেন।

শিষ্য। জগতের স্বরূপবোধে আমি বিমোহিত হইয়াছি। কারণ জগৎ যে ব্রহ্মময় তাহা বারংবার বলিয়াছেন, এক্ষণে জগতের মিথ্যাত্বও প্রতিপাদন করিতেছেন, আপনার উভয় কথাই শাস্ত্রমূলক। অতএব শাস্ত্রের কোন্ কথা বিশ্বাস করি?

গুরু। জগৎ ব্রহ্মময় একথা যেমন সত্য, জগৎব্রহ্মহইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এইবাক্যও সম্পূর্ণ সত্য। জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্ম, উপাদানকারণ হইতে কার্য্য সম্পূর্ণ অভিন্ন। যেমন ঘট মৃত্তিকা-হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ কার্য্যাত্মক জগৎও কারণরূপ ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। অতএব জগৎকে ব্রহ্মময় বলিতে আর আপত্তি থাকিলনা। এক্ষণে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছি—জগৎ মিথ্যা ইহার অর্থ জগতের সংযোগ মিথ্যা অথবা জন্যউপাদান মৃত্তিকাদি মিথ্যা। এই যে অনন্ত পৃথিবী দেখিতেছ তাহা কেবল পরমাণুর সমষ্টি; পরমাণু-সংযোগের বিয়োগ ঘটিলেই পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকেনা। এই যে অনন্ত আকাশব্যাপী মেঘ দৃষ্টহইতেছে, যাহার সংঘর্ষণজনিত নিনাদে কর্ণ বধির হইয়াযায় তাহা কি জলীয় পরমাণুর সমষ্টি নহে? সংযুক্ত পরমাণুসকল মুহূর্ত্তকালমধ্যে বিযুক্ত হইয়া কি মেঘরূপ স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্বলোপকরেনা? অতএব জগৎ মিথ্যা বলিলে জগতের দৃশ্যাকার মিথ্যা বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। যদি ব্রহ্মজগতে অভেদকল্পিত হয় তবে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য নিরর্থকহয়। শ্রুতির অর্থ এই--নিষ্কল অর্থাৎ নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয় ক্রিয়ারহিত বা অচল, শান্ত--অপরিণামী, দোষসম্পর্কশূন্য, নিরঞ্জন তমোরহিত। ঈশ্বরে যেসকল লক্ষণ নিষিদ্ধ হইল তৎসমুদয়ই জগতে বিদ্যমান আছে, অতএব কিরূপে অভেদপ্রতীতি হইবে?

গুরু। কেশনখাদি যদিও মনুষ্যের অবয়ব হউক তথাপি হস্তপদাদির ন্যায় অবয়ব নহে। কারণ হস্তপদাদিছেদে শরীরী যেরূপ কষ্টানুভব করে কেশাদিছেদে সেইরূপ কষ্ট হয়না। সুতরাং ঈশ্বরোৎপন্ন জগতে ঈশ্বরের সমস্ত গুণ দৃষ্টহওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেমন স্বর্ণ কুণ্ডলের উপাদান,মৃত্তিকা ঘটের উপাদান হইয়াও স্বর্ণ কুণ্ডল-ধর্ম্মাক্রান্ত হয়না এবং মৃত্তিকাও ঘটধর্ম্ম লাভকরেনা অর্থাৎ নিখিল স্বর্ণে কুণ্ডলত্ব এবং নিখিল মৃত্তিকাতে ঘটত্ব-ধর্ম্ম সংক্রামিত হয়না সেইরূপ উপাদানীভূত বিশুদ্ধ ঈশ্বরের নিখিলগুণ অশুদ্ধ কার্য্য জগতে সংক্রামিত হয়না। সর্ষপোপম বটবীজ হইতে যে প্রকাণ্ডবৃক্ষ উৎপন্নহয় তাহাতে কি উভয়ের সাদৃশ্য আছে? কার্য্যকারণের তুল্যগুণত্বনিয়ম থাকিলেও সর্ব্ববিধ সাদৃশ্য থাকেনা। ইহাও নিশ্চিত যে ঐ ক্ষুদ্রাকার বটবীজে সুদীর্ঘ শাখাপল্লবাদিবিশিষ্ট বৃক্ষ প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমানছিল; নচেৎ প্রত্যেক বটবীজ হইতে বটবৃক্ষ, প্রত্যেক আম্রবীজ হইতে আম্রবৃক্ষ, প্রত্যেক পনসবীজ হইতে পনসবৃক্ষই হয় কেন? উপাদানকারণে কার্য্য প্রচ্ছন্নরূপে লুক্কায়িত থাকে বলিয়াই পরে প্রকাশ পায়। যে কারণে যে কার্য্য থাকেনা সেই উপাদান হইতে সেই কার্য্য উৎপন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব ইহাই অবধারিত হইল যে, দৃশ্য জগৎ মিথ্যাহইলেও ঈশ্বরাতিরিক্ত পদার্থ নহে অথচ সাক্ষাৎ ঈশ্বরও নহে, ঈশ্বরের বিভূতিপ্রদর্শনমাত্র।

কার্য্যকারণের ভেদাভেদসম্বন্ধে পঞ্চদশীকার যাহা বলিয়াছেন শ্রবণকর।

সঘটোন মৃদোভিন্নো বিয়োগে সত্য নীক্ষণাৎ।
নাপ্য ভিন্নঃ পুরা পিণ্ডদশায়া মনবেক্ষণাৎ ॥ ৩৪ ॥
অতো নির্ব্বচনীয়োয়ং শক্তিবত্বেন শক্তিজঃ।
অব্যক্তত্বে শক্তিরুক্তা ব্যক্তত্বে ঘটনামভৃৎ ॥ ৩৫ ॥ পঞ্চদশী ১৩শ পরিঃ।

অর্থাৎ সেই মৃণ্ময় ঘটকে মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাযায়না সেইজন্য ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে এবং মৃত্তিকার পিণ্ডাবস্থাতে ঘট দৃষ্টহয়না সেইজন্য অভিন্নও বলাযায়না ॥ ৩৪ ॥
অতএব স্থিরকরিতেহইবে মৃত্তিকাতে অসাধারণ শক্তি আছে সেই শক্তিই ঘটরূপ কার্য্যসম্পন্ন করে। অব্যক্তাবস্থায় শক্তি বলাযায়, ব্যক্তাবস্থায় ঘট নামে অভিহিত হয় ॥ ৩৫ ॥

পটবচ্চ।

বেঃ দঃ ১৯।২।১

যেমন সংবেষ্টিত পট তাদৃশ বিস্তৃত পট বলিয়া নিশ্চয়রূপে জানাযায়না, প্রসারণ করিলে বুঝাযায় যে যাহা বেষ্টিত ছিল তাহাই বিস্তৃত পট, সেইরূপ কারণে যাহা প্রচ্ছন্নভাবে ছিল তাহা প্রসারিত হওয়াতে দৃশ্যজগৎ বিকাশিত হইয়াছে। বেষ্টিত পট হইতে যেমন প্রসারিত পট ভিন্ন নহে সেরূপ সূক্ষ্ম পরমাত্মা হইতেও স্থূল জগৎ পৃথক্ নহে।

এতদ্দ্বারা ইহাই নির্ণীত হইল যে কার্য্যকারণ অভিন্ন; যখন কারণস্থিত শক্তিবিশেষের বিকাশ হয় তখনই কারণ কার্য্যরূপে পরিণত হয়। সেই মায়াশক্তি সৃষ্টির প্রয়োজনানুসারে বিকাশিত হয়, সকল সময়ে শক্তির প্রকাশ হয়না। ঐন্দ্রজালিকগণ যেমন সতত মায়াশক্তিবিস্তারে সক্ষম হইয়াও সকল সময়ে মায়াবিস্তার করেনা, তদ্রূপ ঐশীমায়াও সর্ব্বক্ষণ প্রকাশ পায়না। অতএব কার্য্য, শক্তি ও

তদুভয়ের আধার এই তিনটীমাত্র পদার্থ জগতে বর্ত্তমান। তন্মধ্যে কার্য্য ও শক্তি মিথ্যা, আধারই সত্য।

ব্যক্তাব্যক্তে তদাধার ইতি ত্রিষ্বাদ্যয়োর্দ্বয়োঃ।
পর্য্যায়ঃ কালভেদেন তৃতীয়স্ত্বনুগচ্ছতি॥ পঞ্চদশী॥

কার্য্য, শক্তি এবং আধার এই তিনের মধ্যে প্রথমোক্তদ্বয় অর্থাৎ কার্য্য ও শক্তি কালভেদে লক্ষিতহয়, কিন্তু আধার কালত্রয়েই বর্ত্তমান থাকে।

মৃণ্ময় ঘটের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে যে, ঘটরূপ কার্য্য আর উৎপাদিকাশক্তি এই উভয়ই কাদাচিৎক অর্থাৎ সময়-বিশেষে দৃষ্টহয়; মৃত্তিকাই সত্য। ঐন্দ্রজালিকগণ যেমন মায়াশক্তি-প্রভাবে অচিরাৎ অশেষবিধ মনোমোহন কৌতুক প্রদর্শনকরে, আবার ক্ষণকালের মধ্যেই সমস্ত অদৃশ্য করিয়া ফেলে সেইরূপ জগদীশ্বরও কৌতুকদিদৃক্ষু হইয়া মায়াশক্তিপ্রভাবে জগৎ আবিষ্কার করেন; অতএব জগৎ এবং মায়াশক্তি মিথ্যা, এক ঈশ্বরই সত্য। যাহা স্বাভাবিক বা সৎ তাহাই সত্য, যাহা কৃত্রিম বা অসৎ তাহাই মিথ্যা। মৃত্তিকোপাদানে উৎপন্ন বৃক্ষ ভস্মীভূত হইলে অথবা দীর্ঘকাল মৃত্তিকাতে থাকিলে পুনর্ব্বার মৃত্তিকাত্বই প্রাপ্তহয়; মৃত্তিকার বৃক্ষত্বাবস্থা স্বাভাবিক নহে, বৃক্ষত্ব মিথ্যা মৃত্তিকাত্বই সত্য; তদ্রূপ জগতের দৃশ্যমান ক্ষণভঙ্গুর বিকারাবস্থা স্বাভাবিক নহে, অতএব জগৎ মিথ্যা পরমাণুত্ব বা ঈশ্বরত্বই সত্য।

শিষ্য। তবে যে আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম বেদান্তমতে "জগৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা," "জগৎ ভ্রমাত্মক," "জগৎ কল্পনাপ্রসূত" তাহা কি আপনার পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তিমতে মিথ্যা?

গুরু। হাঁ আমি যেভাবে মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছি তাহাই বেদান্ত দর্শনের অভিপ্রেত। অনেকে ঐ সকল বাক্যের অর্থ

হৃদয়ঙ্গম করিতেনাপারিয়া যথাশ্রুত ব্যাখ্যা করতঃ উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন। কারণ যে জাগতিক পদার্থের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি প্রত্যক্ষ করিতেছি অন্যের কথা দূরে থাকুক পঞ্চভূতাত্মক নিজদেহের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি, সেই জগৎকে স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় মিথ্যা, ভ্রমাত্মক, কল্পনাপ্রসূত বলা কি হাস্যোদ্দীপক নহে? অতএব মিথ্যা বলিলে বুঝিতে হইবে জগতের বিকারাবস্থা মিথ্যা অর্থাৎ জগৎ নশ্বর।

স্বপ্নবৎ মিথ্যা বলিবার তাৎপর্য্য এই–গতকল্য তুমি যে, নদীতীরে তরঙ্গমালাবিধৌতপাদ সুরম্য মনোহর উদ্যানালঙ্কৃত ত্রিতল রাজ-প্রাসাদ অবলোকনকরিয়াছ, অদ্য তাহা নদীর গভীরগর্ভে পরিণত হইয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হইতেছেনা। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, রাজভবন বিনষ্ট হইয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে যে, সংযুক্ত ইষ্টক-রাশি বা বালুকারাশি বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সুতরাং ইষ্টক বা বালুকার সংযোগ স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় ক্ষণিক। যে অনন্ত পৃথিবীর সীমা চিন্তারও অতীত, তাহা কেবল পরমাণুর সংযোগমাত্র, কালে আবার পরমাণুতে পরিণত হইবে। অতএব মধ্যবিকারাবস্থা স্বপ্নদৃশ্যবৎ মিথ্যা। পর-মাণুরাশি বিচ্ছিন্ন হইলে জগৎ শূন্যময় হইবে সন্দেহনাই।

জগৎ ভ্রমাত্মক বলিবার কারণ এই--ভ্রম শব্দের অর্থ অবিদ্যা বা মায়া, ঈশ্বরের মায়াশক্তিই সৃষ্টির মূল, সুতরাং জগৎ মায়াত্মক। ভ্রম শব্দে মিথ্যাজ্ঞানও বলাযায়, যেমন মরীচিকাতে জলভ্রম, রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তি, জলে সূর্য্যান্তরজ্ঞান, রক্তজবাসন্নিহিত স্ফটিকপিণ্ডে রক্তত্বভ্রান্তি; নশ্বরজগতে আস্তিক্যবুদ্ধিও সেইরূপ ভ্রম। এই ভ্রমের আকার নানাবিধ, স্তূপাকার তুহিনরাশির কাঠিন্যনিবন্ধন যেমন প্রস্তরাদিবৎ পার্থিবভ্রম জন্মে সেইরূপ পরমাণুসমষ্টিময় জগতে মনুষ্যপশ্বাদি ও বৃক্ষ লতাদিরূপে পার্থক্য বুদ্ধিও তদ্রূপ ভ্রম। অদ্য যাহা অতি সৎ, কর্ত্তব্য এবং উপাদেয় বলিয়া মনে করি, কল্যই তাহা অসৎ, পরিত্যাজ্য ও

ঘৃণিত বলিয়া মনে হয়। আজ যে পরিচ্ছদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মনোহর; দুই বৎসর পরে নূতন পরিচ্ছদের আবির্ভাবে ইহার সৌন্দর্য্য থাকিবেনা। বাল্যের মল্লক্রীড়া, যৌবনের বিলাসিতা কি পরিণতবয়সে লজ্জার উৎপাদন করেনা? যখন যে কার্য্য করাযায় তখন তাহাতে গুণ ভিন্ন দোষদৃষ্ট হয়না। পরে অসংখ্য দোষের আকর বলিয়া প্রতীত হয়, ইহা কি ভ্রম নহে?

মিথ্যাত্মিকৈব সর্গশ্রীর্ভবতীহ মহাময়ৌ।
তীরদ্রুম লতোন্মুক্ত পুষ্পালীব তরঙ্গিনী॥ যোগবাশিষ্ঠ॥

তীরস্থিত বৃক্ষ এবং লতাসমূহের প্রস্ফুটিত পুষ্প নদীতে পতিত বা প্রতিবিম্বিত হইলে যেমন নদীতে পুষ্পোদ্যানভ্রান্তি জন্মে, মরুভূমিসদৃশ নির্ব্বিকার ব্রহ্মে সৃষ্টিসৌন্দর্য্যও সেইরূপ ভ্রমাত্মক। ইহার তাৎপর্য্য এই—বিকারাত্মক জগৎ মিথ্যা, ঈশ্বর সত্য। জগতেও নদীতে উদ্যানভ্রমের ন্যায় অদ্বিতীয় আত্মার স্ত্রীপুত্রাদিজ্ঞান মিথ্যা। জগতের যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে সেইদিকেই ভ্রম দেখিতে পাইবে। পুত্র ভার্য্যাদিতে যে মমত্বজ্ঞান তাহাও ভ্রমাত্মক। অনন্তজীবসমূহের মধ্যে যদি দুইচারিটি জীবে মমত্ব বুদ্ধি সংস্থাপন করিতে পারি, তবে অবিশ্রান্তগতিতে আকাশে সঞ্চরমাণ অসংখ্য পরমাণুর মধ্যে দুইচারিটীকেও নিজের বলিতে পারি। যাহার নিজশরীরে মমত্ব বা প্রভুত্ব নাই, তাহার স্ত্রীপুত্রাদিতে মমত্ব প্রভুত্ব থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব আমাদের ভ্রম সর্ব্বত্র, সেই ভ্রম কোথাও বস্তুগত কুত্রাপি ব্যবহারগত।

"জগৎ কল্পনাপ্রসূত বা কল্পনাময়" ইহার অর্থ এই—কল্পনাপ্রসূত বলিলে তোমার আমার কল্পনাপ্রসূত নহে, অহংকার হইতে মন উৎপন্ন হইয়া যে কল্পনা করিতে থাকে তাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন। আমরাও কল্পনা করিয়াথাকি। আমাদের বন্ধুবান্ধবাদি কল্পিত। জগতে যে কিছু দেখিতেছ সমস্তই কল্পিত সুতরাং জগৎ কল্পনাময়।

অয়ঃশলাকাসদৃশাঃ পরস্পর মসঙ্গিনঃ।
শ্লিষ্যন্তে কেবলন্তাবা মনঃকল্পনয়াস্বয়া॥ যোঃ বাঃ

যেমন পরস্পর অসংশ্লিষ্ট লোহশলাকাসমষ্টিকে যত দৃঢ়ভাবে বন্ধন কর না কেন কিছুতেই একীভাব বা সংমিলন হইবেনা, সেইরূপ স্বভাবতঃ অসংবদ্ধ স্ত্রীপুত্রাদিতেও মমত্বভাব মনঃকল্পিত। অতএব মূঢ়ের ন্যায় মনস্বিগণ জীবান্তরে 'আমার স্ত্রী আমার পুত্র' বলিয়া কখনও মমত্ব সংস্থাপন করেননা। তাঁহারা জানেন যে এক পরমাণুতে যেমন অন্য পরমাণুর প্রভুত্ব থাকা অসম্ভব, সেইরূপ এক জীবেতে জীবান্তরের প্রভুত্বও সম্পুর্ণ অসম্ভব, ঐ জ্ঞান কল্পিত। জগতের মিথ্যাত্ব, ভ্রমাত্মকত্ব ও কল্পনাময়ত্বে আরও প্রমাণ প্রদর্শনকরিতেছি।

নিস্তত্বে নামরূপে দ্বে জন্মনাশযুতেচ তে।
বুদ্ধ্যা ব্রহ্মণি বীক্ষস্ব সমুদ্রে বুদ্বুদাদিবৎ॥
মৃচ্ছক্তি বদ্ব্রহ্মশক্তি রনেকান নৃতান্ সৃজেৎ।
যদ্বাজীবগতা নিদ্রা স্বপ্নশ্চাত্র নিদর্শনম্॥ পঞ্চদশী॥

সমুদ্রে যেমন অসংখ্য বুদ্বুদ উৎপন্ন হয় আবার সমুদ্রেই লীন হয়, উৎপত্তিবিনাশশালী বুদ্বুদ, জল হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে, সেইরূপ জগতের উৎপত্তিবিনাশশালী নাম এবং রূপেরও ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্ররূপে অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ বুদ্বুদের আকৃতি এবং নাম ক্ষণভঙ্গুর, বুদ্বুদনামক বিকৃত সমুদ্রজল নিমেষমধ্যে পুনর্ব্বার জলেই পরিণত হইয়া যায় তখন বুদ্বুদ এই নাম ও আকৃতির অস্তিত্ব থাকেনা ; কারণ বুদ্বুদ মূলপদার্থ নহে, সত্য জল, জলেই পরিণত হয় ; সেইরূপ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া চিন্তা করিলে দেখাযায় জগদুপাদান ব্রহ্মই সত্য, মনুষ্য বৃক্ষাদি বিকার ও নাম মিথ্যা।

মৃত্তিকাশক্তি যেমন মৃত্তিকাতে আবির্ভূত হইয়া এক মৃত্তিকা হইতে ঘটশরাবাদি ও মনুষ্য বৃক্ষাদি নানাবিধ বস্তু উৎপাদন করে এবং

জীবের নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন যেমন দুর্ঘটবিষয়ের সংঘটন করিয়া নিদ্রারূপ অজ্ঞানাভিভূত ব্যক্তিকে প্রদর্শনকরে, সেইরূপ ঈশ্বরের মায়াশক্তিও অনেক অসত্য বস্তু উৎপাদন করে এবং অজ্ঞানমুগ্ধ ব্যক্তিদের মোহ বৃদ্ধিকরে। কল্পিত নাম ও অজ্ঞানদৃষ্ট বিকৃতআকৃতি পরিত্যাগ করিলে জগন্ময় অদ্বৈতব্রহ্মই প্রতিভাত হয়।

নিদ্রাশক্তির্যথাজীবে দুর্ঘট স্বপ্নকারিণী।
ব্রহ্মণ্যেষা তথা মায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥ ক ॥
স্বপ্নেবিয়দ্গতিং পশ্যেৎ স্বমূর্দ্ধচ্ছেদনং তথা।
শয়ানে পুরুষে নিদ্রা স্বপ্নং বহুবিধং সৃজেৎ।
ব্রহ্মণ্যেবং নির্ব্বিকারে বিকারান্ কল্পয়ত্যসৌ ॥ খ ॥
ব্রহ্মণ্যেতে নামরূপে পটে চিত্রমিব স্থিতে।
উপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্দধীর্ভবেৎ ॥ গ ॥ যোগবাশিষ্ঠ।

(ক) যেমন নিদ্রাশক্তি জীবকে দুর্ঘট স্বপ্নপ্রদর্শন করে সেইরূপ মায়াও নির্ব্বিকার পরমব্রহ্মে সৃষ্টিস্থিতিবিনাশভ্রম উৎপাদন করে।

(খ) যেমন নিদ্রাবস্থায় লোক, আকাশগমন, স্বমস্তকচ্ছেদন প্রভৃতি বহুবিধ অসত্য স্বপ্ন দর্শনকরে, সেইরূপ মায়াশক্তিও নির্ব্বিকার পরমব্রহ্মে বিবিধ বিকার প্রদর্শনকরে।

(গ) পটমধ্যে চিত্রিত বৃক্ষমনুষ্যাদি যেমন মিথ্যা; উহা পটের স্বাভাবিক অবস্থা নহে সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমব্রহ্মে নামরূপাত্মক জগৎও সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিকৃত জগৎ ঈশ্বরের স্বাভাবিক অবস্থা নহে। অতএব বিকারাত্মক জগতে আস্থাসংস্থাপন নাকরিয়া সচ্চিদানন্দ-ধ্যানে রত থাকিবে।

আমরা মোহসাগরে নিমগ্ন আছি মস্তক একটু উঠাইতে না উঠাইতে মোহের উত্তালতরঙ্গ আসিয়া আমাদিগকে আবার অতল জলে ডুবাইয়া ফেলে। আমাদের স্ত্রী পুত্র রাজ্যধন সমস্তই মোহকল্পিত।

ভ্রমের কার্য্য দ্বিবিধ—[illegible] পরিমিত করিবে যে [illegible] তদ্দ্বারা মনুষ্য কেবল অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে কিন্তু [illegible] নীলকমলভ্রান্তি উৎপন্ন হইয়া যে হস্তপ্রসারণপ্রবৃত্তি [illegible] তাহা জীবনবিনাশক। আপাতমধুর অসার ভোগ্যবস্তুতে সুখ-ভ্রান্তিদ্বারা আমাদের যেরূপ অনিষ্ট সংঘটিত হয় জগদ্ব্রহ্মের ভেদা-ভেদসম্বন্ধীয় অজ্ঞান সেইরূপ অনিষ্ট করিতে পারেনা। পরিণাম-বিষ ভোগ্যবস্তুতে আসক্ত হইয়া আমরা অগ্নিলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হই। আমরা সময়ে সময়ে সংসারের অসারতা বুঝিতে পারি বটে কিন্তু ঐ জ্ঞান মুহূর্ত্তকালও থাকেনা।

অজ্ঞানন্ দাহার্ত্তিং বিশতি শলভো দীপ্তদহনং নমীনোঽপি জ্ঞাত্বা বৃক্তবড়িশ মশ্নাতি পিশিতম্ বিজানন্তোঽপ্যেতান্ বয়মিহ বিপজ্জাল জটিলান্ ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা॥

অগ্নিতে প্রবেশ করিলে যে পুড়িয়া মরিতে হইবে তাহা পতঙ্গ জানেনা সেজন্যই পতঙ্গ উদ্দীপ্ত অগ্নিতে পড়িয়া ভস্মীভূত হয়। মৎস্যও না জানিয়াই বড়িশযুক্ত মাংস গিলিয়া ফেলে, কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের ভোগ্য সংসার ঘোর বিপৎসঙ্কুল তথাপি আমরা মিথ্যা ও দুঃখময় ভোগ্যবস্তুর অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে পারিনা অহো! মোহের কি অসাধারণ শক্তি!

শিষ্য। এই ভ্রম কি সংসারী ব্যক্তিমাত্রেরই হইয়াথাকে? না যাঁহারা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানবান্ তাঁহারা ঐ ভ্রমের হস্তহইতে মুক্তিলাভকরিতে পারেন?

গুরু। ঘটের মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিলে, কুঠারের লৌহ পরিত্যক্ত হইলে, বস্ত্রের সূত্রাংশ পরিত্যক্ত হইলে, অগ্নির দাহিকা-শক্তি পরিত্যাগ করিলে যেমন ঐ সমুদয়ের অস্তিত্ব থাকেনা সেই-রূপ সংসারীর জগদ্ভ্রম ছাড়িয়াদিলে সংসারিত্বই থাকেনা। তখন শীতোষ্ণে, সুখদুঃখে, ব্রাহ্মণচণ্ডালে ও বিষ্ঠাচন্দনেও ভেদজ্ঞান

থাকেনা। তখন জগদ্‌ব্রহ্মে অদ্বৈতভাব সেই তত্ত্বজ্ঞানীকে জীবন্মুক্ত করে, "তুমি আমি" এই দ্বৈতজ্ঞানও থাকেনা. সমস্ত জগৎ অহংময় হইয়াযায়।

শিষ্য। তবেত উপাসকগণমধ্যে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? তাঁহাদের ব্রাহ্মণচণ্ডালে ভেদজ্ঞান নাই।

গুরু। ব্রাহ্ম্য জগতের অদ্বিতীয় পূজনীয় ও মূর্ত্তিমান জ্ঞান কিন্তু কেবল আহারবিহারের সুবিধার জন্য জাতিধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রদায়বিশেষ গঠনকরতঃ ঘৃণিতসুখলিপ্সু মুদ্রিতনয়ন যুবকযুবতীগণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে কখনও সক্ষম হইতে পারে না বস্তুতঃ সংসারাবস্থায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অসম্ভব। সংসারীর ভ্রম নিত্যসহচর, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান দুর্ল্লভ। অন্ধকার যেমন দৃষ্টির প্রতিবন্ধক, কবক যেমন নারিকেলফলের আবরক, সংসারীর অবিদ্যা বা ভ্রমও সেইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক। সেই বহুশিফ অবিদ্যালতার মূল অতিসুদৃঢ়। সংসারীর হৃদয়ক্ষেত্র হইতে উহার উৎপাটন করা অনায়াসসাধ্য নহে। অবিদ্যা বা ভ্রম কি তাহা বলিতেছি শ্রবণকর—

সমস্ত জগৎ আত্মময়; আত্মাতিরিক্ত পদার্থ জগতে নাই। সুতরাং জগৎ অহংময় অতএব 'ত্বং' পদার্থ অর্থাৎ তুমি বলিবার জগতে কিছুই নাই সুতরাং যুষ্মৎশব্দবাচ্য অর্থ নাথাকায় যুষ্মৎশব্দের প্রয়োগই হইতে পারেনা। অস্মৎশব্দেরও "অহমিদং" (আমিই জগৎ) ইত্যাকার অভেদবোধক ব্যবহার হইতে পারে কিন্তু "মম ইদং" (আমার ইহা) ইত্যাকার ভেদবোধকবাক্য ব্যবহার হইতে পারেনা, কারণ একআত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু জগতে নাই। "আমার আমি," ইত্যাকারভেদকল্পনা যেমন আমাতে সঙ্গত হয়না সেইরূপ এক অহংময় জগতে "আমার ইহা" ইত্যাকার ভেদকল্পনাও অসঙ্গত।

অতএব আমি এই শব্দ ভিন্ন আমার, আমরা এবং তুমি, তোমার প্রভৃতি কোন শব্দই ব্যবহার হইতেপারেনা। কারণ অদ্বিতীয় আমি ভিন্ন জগতে আর কোন বস্তুই নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া দেখ কোন্ জ্ঞানবান্ সংসারী আমার, তুমি তোমার প্রভৃতি ভেদ-বোধক শব্দ ব্যবহার করেননা? এরূপ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্নব্যক্তি যদি সংসারে থাকেন তবে তিনি সংসারী নহেন, তিনি মুক্তপুরুষ, তাঁহাকে সংসারী বলাযায়না। সংসারীদের মধ্যে ঐরূপ ভেদব্যব-হার স্বভাবসিদ্ধ। নিরাকার অপ্রত্যক্ষ আকাশে যেমন তল, মলিন প্রভৃতি শব্দ অজ্ঞানতাবশতঃ প্রযুক্তহয় অর্থাৎ 'আকাশতল,' 'আকাশমলিন' ইত্যাদি ব্যবহার হয় সেইরূপ অহংময় বা আত্মময় জগতেও আমার, তুমি তোমার প্রভৃতি ভেদব্যবহার হইয়াথাকে। এইরূপ ভেদব্যবহারই অবিদ্যা বা ভ্রম। এই অবিদ্যা বা ভ্রমই জগতের মূল, জ্ঞান বা বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা বিদূরিত হইলে জগতের জগত্বই থাকেনা। অবিদ্যা অবলম্বন করিয়াই সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার চলিতেছে। ভ্রান্ত সংসারীর প্রত্যেক লৌকিককার্য্যেত ভ্রম আছেই, বেদোক্ত যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্যও ভ্রমাত্মক। অন্ধকারের ধর্ম্ম যেমন দৃষ্টির অবরোধ, সেইরূপ সংসারীর ধর্ম্মও ভ্রম। অবিদ্যাই সংসারীর সংসারিত্ব।

শিষ্য। বৈদিক অর্থাৎ বেদোক্তকার্য্য কি ভ্রান্তিমূলক? ইহা বড়ই দুঃখজনক বাক্য।

গুরু। সংসারীর কার্য্যমাত্রই ভ্রমপূর্ণ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যাহা নিত্য তাহা সত্য, যাহা নশ্বর তাহা মিথ্যা। বেদোক্তকার্য্য কামনামূলক অর্থাৎ স্বর্গাদিপ্রাপ্তিরজন্যই বেদোক্ত অশ্বমেধাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্গপ্রাপ্তি বা রাজত্বলাভ চিরস্থায়ী নহে এবং সংসার-দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিজনক নহে। সকামধর্ম্মের ফল-

সহস্রাদি বৎসর স্বর্গাদিভোগ, তদনন্তর সংসারে পুনরাবৃত্ত হইতে হয়। যাহা দুঃখের নিবৃত্তিকারক নহে সেইকার্য্যই ভ্রান্তিমূলক। বেদোক্তকার্য্য নিবৃত্তজনের নহে সংসারীর কর্ত্তব্য। যে, সংসারে থাকিতে ইচ্ছাকরে তাহার সুখভোগের জন্য কর্ত্তব্যকার্য্য অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু সংসারীর যাহা কর্ত্তব্য, মোক্ষাভিলাষীর তাহা অবশ্যই অকর্ত্তব্য জানিবে। স্বর্গাদি সুখভোগ আর তত্ত্বজ্ঞান এক কথা নহে। বৃক্ষতলবাসী দরিদ্র, পর্ণকুটিরলাভেই পরিতৃপ্তির প্রীতি অনুভব করে কিন্তু প্রাসাদবাসী কখনও সামান্যসুখে সন্তুষ্ট হইতে পারেননা। অতএব স্বর্গাদি, সংসারীর অতিশয় অভীষ্ট, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে অতি তুচ্ছ। বেদাদিশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞানবিরহিত সংসারীর পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য বিহিত। ক্ষুৎপিপাসাদি বিরহিত ব্রাহ্মণক্ষত্রাদিভেদজ্ঞানশূন্য, সংসারত্যাগীর আত্মতত্ত্বোপদেশ বেদের উপদেষ্টব্য নহে। "ব্রাহ্মণো যজেত" "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বেদবিহিত সকাম যজ্ঞানুষ্ঠান জাত্যাদিভেদে উপদিষ্ট হইয়াছে; তত্ত্বজ্ঞানীর জন্য উপদিষ্ট হয়নাই। অতএব জ্ঞানীর নিকটে বেদোক্তকার্য্য ভ্রান্তিমূলক। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বেই বেদাদিশাস্ত্রোপদিষ্ট ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা; জ্ঞানোদয়ের পরে সমস্তই নিষ্প্রয়োজন। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির যেমন স্বপ্নদৃষ্ট সুখময় প্রাসাদ ভাঙ্গিয়াযায় এবং আলোকের আবির্ভাবে যেমন রজ্জুগত সর্পবুদ্ধি বিদূরিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে, স্বর্গাদিলাভের উপদেশ বিনষ্ট হইয়াযায়, জ্ঞানোদয়ে স্বর্গ, নরক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সমস্ত ভ্রমই বিদূরিত হয়। অতএব অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বে বেদাদির উপদেশ সত্য, জ্ঞানোৎপত্তির পরে মিথ্যা। জগদ্বিভাসক সূর্য্যালোক প্রকাশিত হইলে যেমন দীপালোকের প্রয়োজনীয়তা থাকেনা সেইরূপ জীবন্মুক্তিলাভের পরে স্বর্গাদিলাভ অপ্রয়োজনীয়।

সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কি কেহ কখনও শত বা সহস্রসংখ্যক মুদ্রালাভে অভিলাষী হয়? [illegible] মানবের চিত্ত উপলখণ্ড-লাভে সন্তুষ্ট হয় বটে কিন্তু [illegible] সন্তুষ্ট হননা। সকাম ব্যক্তিদের [illegible] [illegible]কামনা, পুত্র-কামনা ও স্বর্গকামনা [illegible] ঘৃণা প্রকাশ করেন। পুত্রভার্য্যাদি [illegible] দেহ নিজের বলিয়াই আত্মাতে 'আমি স্থূল' 'আমি কৃশ' 'যাইতেছি,' 'খাইতেছি' ইত্যাদি ব্যবহারে দেহধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হয় এবং আমি মূক, ক্লীব, বধির, কাণ ইত্যাদি ব্যবহারে ইন্দ্রিয়ধর্ম্মও আত্মাতে আরোপিত হয়, কামসঙ্কল্পাদি চিত্তধর্ম্মও আত্মার বলিয়াই মনে করা হয়। সর্ব্বসাক্ষী নির্লিপ্ত আত্মার, অন্তঃকরণাদিতে এবংবিধ অভেদ-জ্ঞান কল্পনাপ্রসূত। এইরূপ অনাদি অনন্ত নৈসর্গিক মিথ্যা, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-প্রবর্ত্তক অধ্যাস (অবিদ্যা) সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ। এই অবিদ্যা বিনাশের জন্যই তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন। অবিদ্যা অনাদি, কারণ জীবের মুক্তি ব্যতিরেকে এই সংসারপ্রবর্ত্তিকা অবিদ্যার বিনাশ নাই।

শিষ্য। আপনার যুক্তিপূর্ণ উপদেশ শ্রবণে প্রীতিলাভ করিলাম বটে কিন্তু বেদাদিশাস্ত্রের অপকৃষ্টত্ব প্রতিপাদনে চিত্ত সংদিগ্ধ হইতেছে। কারণ আর্য্যশাস্ত্রমধ্যে বেদ সর্ব্বপ্রধান বলিয়াই জানিতাম।

গুরু। কেবল যে দার্শনিকমতেই তত্ত্বজ্ঞানাপেক্ষা বেদোক্ত-কার্য্যের নিকৃষ্টত্ব [illegible] [illegible] সকল জ্ঞানশাস্ত্রেরই একমত, সুতরাং বেদের শ্রেষ্ঠত্বরক্ষার জন্য সত্যের অপলাপ করিতে পারি না। বেদ কর্ম্মশাস্ত্র, জ্ঞান শাস্ত্র নহে।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ ৪২

কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥ ৪৩॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪॥
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫॥ ভগবদ্গীতা।

হে পার্থ! বেদের অর্থবাদে পরিতুষ্ট, "ইহা ব্যতীত ঈশ্বরতত্ত্ব আর কিছুই নাই" এইরূপ অসত্যবাদী কামাত্মা স্বর্গপরায়ণ মূঢ়গণ জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সাধনভূত, যজ্ঞাদি ক্রিয়াবহুল যে পুষ্পিত (বিষলতাবৎ আপাত রমণীয়) বাক্য বলিয়াথাকে সেই পুষ্পিতবাক্যে অপহৃতচিত্ত এবং ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত, ব্যক্তিদিগের স্বার্থময়ী বুদ্ধি সমাধির অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ব-বোধের উপযুক্ত নহে। ৪২। ৪৩। ৪৪॥

হে অর্জ্জুন! বেদ সকল সকাম মনুষ্যগণের কর্ম্মফলপ্রদ। তুমি সত্ত্বরজস্তমোরূপ ত্রিগুণরহিত অর্থাৎ কামনাশূন্য হও, তুমি শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বরহিত হও, কেবল সত্ত্বগুণমাত্র আশ্রয়কর, সাংসারিক অলব্ধবস্তুলাভে অথবা লব্ধবস্তুরক্ষায় যত্নবান্ হইওনা, আত্মতত্ত্ব-লাভে যাত্নিক হও।

অতএব বেদাদিবিহিত কার্য্যোপদেশ তত্ত্বজ্ঞানীর জন্য নহে। যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম সংসারীর অবশ্যকর্ত্তব্য। সকল আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রই অধিকারীভেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। যে অধিকারীর যাহা উপযোগী তাহাই গ্রহণকরা উচিত। দ্বাদশবর্ষীর বালকের হিতোপদেশাদি গ্রন্থই শিক্ষার উপযোগী। কারণ তাহাতে সরল উপাখ্যানদ্বারা নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে কিন্তু ঐ বালককে দর্শনের জটিলতত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিলে সেই চেষ্টা কখনও ফলবতী হইবেনা।

অতএব যে সংসারীর আমি তুমি প্রভৃতি ভেদব্যবহার পরিত্যাগ করা অসম্ভব সেই সংসারীর কর্ম্ম উপযোগী; কারণ কর্ম্ম, জ্ঞানের উচ্চশিখরে উঠিবার সোপান। বৃক্ষের অগ্রশাখায় আরোহণ করিতে ইচ্ছাকরিলে মূলদেশ দিয়াই উঠিতে হইবে, তাহা না করিয়া যদি কোন নির্ব্বোধ লম্ফপ্রদানকরে তবে তাহার মৃত্যুই সম্ভাবিত। সময়ান্তরে কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিব।

শিষ্য। মনুষ্যাদি ভক্ষক এবং অন্নাদি ভক্ষ্য কিরূপে অভেদ সম্ভাবিত হয়? শ্রবণকালে যুক্তিযুক্ত বলিয়াই বোধহয় কিন্তু সেই অদ্বৈতভাব স্থায়ী থাকেনা।

গুরু। শিক্ষিতবিষয় সর্ব্বদা আলোচিত হইলেই ধারণাযোগ্য হয়। জাগত হইয়া চিন্তা নাকরিলে উহা হৃদয়ে স্থিরভাবে অবস্থান করেনা। নারিকেলমধ্যস্থিত আকাশ যে, মহাকাশ হইতে অভিন্ন, তরঙ্গজাত ফেণ যে, জল হইতে অভিন্ন তাহা কি আপাতদর্শনে প্রতীত হয়? নিবিষ্টচিত্তে চিন্তাকরিলে নিশ্চয়ই ভেদ বিদূরিত হইবে। মৃত্তিকা, ঘটশরাবাদিরূপে বহু হইলেও মৃত্তিকারূপে এক। শাখারবহুত্বে বৃক্ষে বহুত্ব বর্ত্তমান থাকিলেও বৃক্ষ এক। সাগরে ফেণ-তরঙ্গাদি বহু পদার্থ থাকিলেও জলময়ত্বে সমুদ্র এক। খাদ্য-খাদকাদি ভেদদ্বারা জগতে বহুত্ব বর্ত্তমানআছেবটে ব্রহ্মময়ত্বে জগৎ এক। খাদ্যখাদক হইলেই যে বস্তু বিভিন্ন হইবে তাহার প্রমাণ নাই। অন্ন-মনুষ্যাদিতে যদিও একটু পৃথক্ত্ব লক্ষিত হউক, কিন্তু মনুষ্য মেষাদিতে অপেক্ষাকৃত সাদৃশ্যআছে, মনুষ্য ও পশুর কথা ছাড়িয়াদাও বলবান্ বৃহৎমৎস্য যে ক্ষুদ্র মৎস্যদিগকে ভক্ষণ করে, সিংহাদি বলবান্ পশু যে ক্ষুদ্র পশুদিগকে ভক্ষণকরে উহাদের মধ্যে কি অধিক পার্থক্য আছে? আকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও বস্তুগত বিভিন্নতা নাই। আপাততঃ যেসকল পদার্থ অত্যন্ত বিভিন্ন

ভুলিয়া মনেতে একটু চিন্তা করিলেই উভয়ের অভেদ লক্ষিত হইবে। কর্তৃত্বকার্য্যাদিজ্ঞানও লৌকিকব্যবহারমাত্র। বস্তুতঃ জগৎরূপকার্য্য, কার্য্যকারণ হইতে [illegible] নহে।

শিষ্য। জগতে [illegible] থাকিলে সর্ব্ববিধবস্তুর উপাদান ঈশ্বর, তাহা [illegible] হইবে। কিন্তু এক উপাদান-কারণ হইতে বিভিন্নজাতি কার্য্য উৎপন্ন হওয়ার কারণ কি? মৃত্তিকারূপ উপাদান হইতে কুঠারাদি লৌহময় অস্ত্র অথবা কুণ্ডলাদি স্বর্ণালঙ্কার উৎপন্ন হইতে কখনও দেখা যায়না।

গুরু। বৎস! তোমার হৃদয় হইতে ভ্রম এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। আকৃতির পার্থক্যে বস্তুর বিভিন্নতা প্রমাণিত হয়না। বেদান্ত দর্শনকার ভগবান্ ব্যাস তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিয়াছেন।

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ॥

বেঃ দঃ ২য় অঃ, ১ম পাঃ ২৩ সূত্র।

যেমন এক পার্থিব পরমাণু হইতে মৃত্তিকাপ্রস্তরাদি বিভিন্নবস্তু উৎপন্ন হয়। প্রস্তর আবার বৈদূর্য্যসূর্য্যকান্তচন্দ্রকান্তাদিমণি এবং সাধারণ পাষাণভেদে বহুবিধ দৃষ্ট হয়, একাকার বীজ হইতে বহুবিধ পত্রপুষ্পফলবিশিষ্ট বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এক অন্নরস হইতে বহুবিধ শ্বেত কৃষ্ণ লোহিতাদি ও রক্তমাংসকেশলোমাদি উৎপন্ন হয় সেইরূপ এক ঈশ্বরই বিভিন্নাকার কার্য্যসমূহের উপাদান। অতএব তোমার প্রদর্শিত দোষের অনুপপত্তি হইল। অর্থাৎ তুমি যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলে তাহা খণ্ডিত হইল।

শিষ্য। জগৎ ঈশ্বরোৎপন্ন হইলে অর্থাৎ ঈশ্বরাতিরিক্ত না হইলে জগৎকে উৎপত্তিবিনাশশীল বলা যাইতে পারেনা কিন্তু জগতের বা জাগতিকবস্তুর উৎপত্তিবিনাশ যে কেবল লৌকিক ব্যব-

হারেই জানাযায় তাহা নহে; জাগতিক পদার্থের উৎপত্তিবিনাশ শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে, ঐ ব্যবহার ও শাস্ত্র কি মিথ্যা ?

গুরু। আমরা অজ্ঞান সংসারী, সুতরাং আমাদের ব্যবহার ও ব্যবহারিকশাস্ত্র এই উভয়েই ভ্রম আছে, সংসারাবস্থায় সেই ভ্রম দৃষ্টহয়না। যতদিন সংসারে থাকিতে হইবে ততকাল মৃত্তিকা-সুবর্ণে ভেদজ্ঞান অপরিহার্য্য। মুক্তিলাভের জন্য জ্ঞানশাস্ত্র, কিন্তু ব্যবহারিকশাস্ত্র সংসারযাত্রানির্ব্বাহের সৌকর্য্যের নিমিত্ত রচিত হইয়াছে। জ্ঞানী এক অখণ্ডকালের উপলব্ধি করিয়াথাকেন, কিন্তু আমরা ঐ অখণ্ডকালকে বৎসর-ঋতু-মাস-পক্ষ-দিন-রাত্রি-প্রভৃতিদ্বারা বহুভাগে বিভক্ত করিয়া লই, এই বিভাগের মধ্যেও দিবা ও রাত্রি এই উভয়েতেই অধিক পার্থক্য উপলব্ধি করিয়াথাকি, কিন্ত আমাদের এই পার্থক্যজ্ঞান কি ভ্রমাত্মক নহে ? পৃথিবীর অংশবিশেষদ্বারা যখন যে দেশ সমাচ্ছন্ন থাকে, তখন সেই দেশ সূর্য্যালোকাভাবে অন্ধকারময় থাকায় ঐ দেশে রাত্রি হয়, আবার যখন আবরণ সরিয়া যায় তখন সূর্য্য উদিতহন, সুতরাং সূর্য্য-কিরণে আলোকিত স্থানে দিবা ব্যবহার হয়। অতএব একসময়ে সকলে দিবা ব্যবহার করেনা, এবং একসময়ে সকলের রাত্রিও হয়না। পৃথিবীর অংশবিশেষে ছয়মাস দিবা ও ছয়মাস রাত্রিও হইয়াথাকে। যে সময় আমাদের দিবস, অন্যের উহা রাত্রি। অতএব বুঝিতে হইবে একই সময় একদেশে দিবানামে ব্যবহৃত হয়, একদেশে রাত্রিনামে অভিহিত হয়। সুতরাং দিবারাত্রির ভেদ-ব্যবহার মিথ্যা। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, এই মিথ্যার অভ্যন্তরহইতে সত্যের নির্ম্মল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া সাংসারিক দুঃখতামস বিদূরিত করে। তত্ত্বজ্ঞানী যোগীর দিবারাত্রিতে ভেদব্যবহারের কোনও প্রয়োজন হয়না কিন্তু আমরা যদি দিবসের কর্ত্তব্যকর্ম্ম রাত্রিতে সম্পন্ন করি

তবে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়না এবং নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, সেইজন্যই সংসারীর সময়বিভাগ ও কার্য্যবিভাগের প্রয়োজন। জগৎ এক ঈশ্বরময় হইলেও সংসারীর ভেদজ্ঞান অপরিহার্য্য। নিত্য জাগতিক পদার্থেরও আমরা উৎপত্তিবিনাশ ব্যবহার করিয়াথাকি। বস্তুতঃ জাগতিক পদার্থ নিত্য, জগতের উৎপত্তিবিনাশ নাই।

নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ॥ সাং দঃ।

যাহা স্বভাবতঃ অসৎ তাহার উৎপত্তি হইতে পারেনা; যেমন মনুষ্যশৃঙ্গ অপ্রসিদ্ধ পদার্থ, সুতরাং উহার উৎপত্তি অসম্ভব, সেই-রূপ যেই জগৎ পূর্ব্বে কখনও ছিলনা তাহার উৎপত্তিও সম্পূর্ণ অসম্ভব। এজন্যই অনেক দার্শনিকই বলিয়াথাকেন "অনাদিরন-ন্তোয়ং সংসারঃ" সংসারের আদি অর্থাৎ উৎপত্তি নাই, অন্ত অর্থাৎ বিনাশও নাই। পরমাণুসমূহের সংযোগে জগৎ বা জাগতিক পদা-র্থের উৎপত্তি, বিয়োগেই বিনাশ। উপাদান পরমাণুর উৎপত্তি-বিনাশ নাই। বস্তুর আবির্ভাব-তিরোভাবকেই আমরা উৎপত্তি-বিনাশ নামে ব্যবহার করি। আপাতদর্শনে বৃক্ষ, বীজ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া প্রতীতহয় বটে, বস্তুতঃ বৃক্ষ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, কার্য্যবৃক্ষ কারণবীজে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে বলিয়াই সময়ে আবি-র্ভূত হয়। কার্য্যমাত্রই কারণে প্রচ্ছন্নভাবে প্রসুপ্ত থাকে যখন প্রকাশিত হয় তখনই উৎপত্তি ব্যবহার করাহয়। যখন আবার কারণে লীন হয় তখনই বিনাশব্যবহার হয়। যদি উপাদান-কারণে কার্য্যের অস্তিত্ব অস্বীকার কর, তবে কেবল মৃত্তিকাহইতে ঘট উৎপন্ন নাহইয়া দুগ্ধাদিহইতেও উৎপন্ন হইতে পারে। দুগ্ধহইতে দধি উৎপন্ন নাহইয়া মৃত্তিকাদি হইতেও উৎপন্ন

হইতেপারে। আমরা দেখিতে পাই যে, মৃত্তিকাহইতেই ঘট উৎপন্ন হয়, দুগ্ধহইতেই দধি উৎপন্ন হয়। অতএব মৃত্তিকারূপ উপাদানে ঘটরূপ কার্য্য অবশ্যই ছিল, দুগ্ধরূপ উপাদানে দধি অবশ্যই পূর্ব্বে ছিল, তাহা নাথাকিলে সকল বস্তুহইতেই সকল বস্তু উৎপন্ন হইতে পারিত। প্রদর্শিতস্থলে কার্য্যকারণের অভেদ প্রমাণিত হইল। সুতরাং ঈশ্বররূপ কারণহইতেও জগৎরূপ কার্য্য অভিন্ন। ক্ষুদ্র বটবীজমধ্যে প্রকাণ্ডশাখাদিবিশিষ্ট বটবৃক্ষ প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান থাকেবলিয়াই সময়ে প্রকাশ পাইতে পারে। সেইরূপ কারণাত্মক ঈশ্বরেও অনন্ত জগৎ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সময়ে প্রকাশিত হয়।

শিষ্য। লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহারে উৎপত্তিবিনাশ দৃষ্টহয় এবং সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষকরিতেছি যে, অসংখ্য বস্তু উৎপন্ন হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে। ক্ষুদ্রাকার বীজহইতে বৃক্ষ অবশ্যই স্বতন্ত্র বস্তু। বৃক্ষ ভস্মীভূত হইলে ঐ ভস্মও বৃক্ষ হইতে বিভিন্ন বস্তু বলিয়াই প্রতীত হয়। শাখা-পত্র-পুষ্প-ফলাদিসমন্বিত বৃক্ষের কোনও লক্ষণ কি বীজ বা ভস্মেতে লক্ষিতহয়? অলক্ষিতভাবে থাকা স্বীকার করিলেও আকৃতিভেদদ্বারা উৎপত্তিবিনাশ বলাযাইতে পারে।

গুরু। কোন ব্যক্তি যদি হস্তপদাদি সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া থাকে এবং কিছুকাল পরে হস্তপদাদি প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান হয়, তখন কি তুমি বিভিন্নব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে? পুত্রোৎপত্তিকালে যে পিতা পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় ছিলেন অশীতি বা নবতি বর্ষ বয়সে পিতার সেই আকৃতি থাকেনা, তখন কি পুত্র, জরাজীর্ণ ভিন্নাকৃতি পিতাকে পিতৃসম্বোধন করিবেনা? আকৃতির পরিবর্ত্তনে বস্তুভেদ প্রমাণিত হয়না। সুতরাং উৎপত্তিবিনাশ,

আবির্ভাব তিরোভাবমাত্র। বীজহইতে বৃক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু হইলে বৃক্ষের স্বতন্ত্রভাবে উৎপত্তি স্বীকার করাযাইত কিন্তু দেখাযায় বীজহইতে মনুষ্যাদির উৎপত্তি হয়না, কেবল বৃক্ষই উৎপন্নহয়; অতএব বীজে বৃক্ষের প্রচ্ছন্নভাবে অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। ক্লেদময় শুক্রার্ণবে মনুষ্যাদিশরীর দৃষ্ট নাহইলেও অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। বিন্দুমাত্র শুক্রার্ণবে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন শ্বেতকৃষ্ণাদি বর্ণবিশিষ্ট দেহ বর্ত্তমানথাকা সম্ভবপর হইলে, সুক্ষ্মঈশ্বরে স্থূল জগতের অস্তিত্ব কেন সম্ভাবিত হইবেনা? সংবেষ্টিত সুত্ররাশি বয়নদ্বারা বস্ত্রে পরিণত হইলে সেই বস্ত্র কি সুত্র হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ হয়? অথবা মুষ্টিমেয় পিণ্ডাকার বস্ত্র প্রসারিতহইলে কি অন্য বস্তু হয়? সুত্রসমূহের সংযোগবিশেষে বস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে অতএব সুত্র হইতে বস্ত্র পৃথক্ পদার্থ নহে, এবং যে বস্ত্র পিণ্ডাকারে সঙ্কুচিত ছিল প্রসারণদ্বারা উহাই প্রকাশিত হইয়াছে, বস্তু ভিন্ন নহে, পূর্ব্বে সঙ্কুচিতভাবে থাকাতে বৈচিত্র্য লক্ষিত হইয়াছিলনা, প্রসারিত হওয়াতে বিস্তৃতি দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু বস্ত্র এক। ঈশ্বরও সূক্ষ্ম এবং স্থূল অবস্থাবিশিষ্ট হইয়াও এক অদ্বিতীয়। অতএব স্থূলদর্শনে যাহা দেখ তাহা সত্য বলিয়া মনে করিওনা। উৎপত্তি বিনাশ আপাতদর্শনে দৃষ্ট হইলেও সত্য নহে। ঈশ্বরময় জগৎ সৎ ও নিত্য, সুতরাং জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, কেবল আবির্ভাব তিরোভাবমাত্র আছে। প্রস্তরমধ্যে কঠিনাঘাত করিলে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গতহয়, তাহা কি প্রচ্ছন্নভাবে পূর্ব্বে প্রস্তরমধ্যে ছিলনা? সরস কাষ্ঠের সংঘর্ষণে কি অগ্নি উদ্ভূত হয়না? আর্দ্রকাষ্ঠে অগ্নি প্রচ্ছন্নভাবে আছে বলিয়াইত সংঘর্ষণে আবির্ভূত হইয়াথাকে। সুক্ষ্ম কারণাত্মক ঈশ্বরের স্থূল কার্য্যরূপে আবির্ভাবই জগতের উৎপত্তি।

নাশঃ কারণলয়ঃ ॥

সাং দঃ, ১ম অঃ, ১২১ সুত্রং।

কারণে লীন হওয়াই বিনাশ অর্থাৎ সূক্ষ্মতন্মাত্রে বা ঈশ্বরে স্থূল কার্য্যের লয়কেই বিনাশ বলাযায়। কোন বস্তুরই অত্যন্ত বিনাশ নাই।

সুষুপ্তাবস্থয়া চক্রপদ্মরেখাঃ শিলোদরে।
যথাস্থিতাশ্চিতেরন্তস্তথেয়ং জগদাবলী॥ যোগবাশিষ্ঠ।

শিলামধ্যে যখন চক্রপদ্মাদি রেখা অঙ্কিত হয়, তাহার পূর্ব্বেও যেমন ঐ রেখা প্রচ্ছন্নভাবে ছিল বলিয়া বুঝিতে হইবে, সেইরূপ চিন্ময় ঈশ্বরেও জগৎ সুষুপ্তাবস্থায় ছিল বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শিলাতে অঙ্কিত চক্র বা পদ্ম যেমন শিলাহইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, শিলারই অবস্থান্তরমাত্র, সেইরূপ এই দৃশ্যমান জগতও ঈশ্বরেই প্রসুপ্তাবস্থায় ছিল, জগৎ অবস্থান্তরিত হইয়া দৃশ্যভাব ধারণ করিয়াছে। তিলের নিষ্পীড়নে তৈল উৎপন্ন হয়না, তিলের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া যে তৈল ছিল, তাহাই নিষ্পীড়নে নির্গত হইল। এবং ধান্যের অবঘাতেও তণ্ডুল উৎপন্ন হয়না, যে তণ্ডুল তুষে আবৃতছিল, তাহাই অবঘাতে বহির্গত হইল। অতএব যাহা উৎপত্তি মনেকর তাহাই আবির্ভাব; যাহাকে বিনাশ বলিয়া ব্যবহার করা হয় তাহা কারণলয়। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব এসম্বন্ধে আরও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন—

আলীন বল্লরীরূপং যথা পদ্মাক্ষ কোটরে। আস্তে কমলিনীবীজং তথাদ্রষ্টরিদৃশ্যধীঃ।
যথারসঃ পদার্থেষু যথা তৈলং তিলাদিষু। কুসুমেষু যথা মোদস্তথা দ্রষ্টরিদৃশ্যধীঃ॥
যোগবাশিষ্ঠ।

যেমন পদ্মের অক্ষমধ্যে প্রসুপ্তভাবে লতামঞ্জরীসমন্বিত পদ্মবীজ বর্ত্তমান আছে সেইরূপ ঈশ্বরেও এই অসীম জগৎ লীন আছে এবং

থাকে বলিয়াই সময়ে দৃশ্যাকার ধারণকরে। যেমন পার্থিব পদার্থের মধ্যে রস অর্থাৎ মাংসাদিমধ্যে জলীয়ভাগ, তিলাদিতে তৈল, পুষ্পে সৌরভ, প্রাচ্ছন্নভাবে বাস করে, সেইরূপ ঈশ্বরেও দৃশ্য জগৎ লীন থাকে। অতএব জগৎ ঈশ্বরহইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে ঈশ্বরেরই বিভূতিমাত্র।

শিষ্য। ঈশ্বরলীন জগতের আবির্ভাব কেন হয়? যদি বলেন ঈশ্বরের ইচ্ছা কারণ, তথাপি সেই ইচ্ছার কারণ কি?

গুরু। ইহার কোন বিশিষ্ট কারণ নাই, ঈশ্বরের ইচ্ছাই কারণ, ঈশ্বরেচ্ছার আর কোনও কারণ নাই, বেদান্ত দর্শনের ইহাই মত।

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্

বেঃ দঃ, ২য় অঃ, ১ম পাঃ, ৩৩ সূত্রম্।

যেমন মনুষ্যগণ আমোদজন্য অনেক কার্য্যকরে, ঐ সকল কার্য্যের লক্ষ্য কিছুই থাকেনা, সেইরূপ ঈশ্বরও আমোদের জন্যই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐন্দ্রজালিক যেমন কৌতুকপ্রদর্শনের জন্য গৃহমধ্যে বিচিত্রনগর নদীপর্ব্বতাদি সৃষ্টিকরে, আবার নিমেষমধ্যে অদৃশ্য করিয়াফেলে সেইরূপ ঈশ্বরও জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন। ইহাতে ঈশ্বরের লীলাপ্রকাশভিন্ন আর কোনও কারণ নাই। যাঁহারা কর্ম্মের কারণতা প্রতিপাদন করেন তাঁহাদের মতে বীজাঙ্কুরবৎ অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে অর্থাৎ বৃক্ষ ও বীজ এই উভয়েরমধ্যে বীজ বৃক্ষের কারণ, কি বৃক্ষ বীজের কারণ তাহা যেমন অনিশ্চিত, সেইরূপ কর্ম্ম জীবের কারণ কি জীব কর্ম্মের কারণ তাহাও অনিশ্চিত হইয়াউঠে। কিন্তু বেদান্তমতে ঈশ্বরের ইচ্ছা জগদুৎপত্তির কারণ। এই মতে কোনও দোষ দৃষ্টহয়না।

শিষ্য। আমরা যে পৃথিবীতে অবস্থানকরিতেছি উহা কতদূর বিস্তৃত? এবং এই পৃথিবীই কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডনামে অভিহিত হয়? না বিশ্বশব্দের বাচ্য আরও কিছু আছে?

গুরু। পৃথিবীর পরিমাণ প্রায় কোটি যোজন হইবে। সুমেরুর তুলনায় একটি বালুকা যত ক্ষুদ্র, সূর্য্যাদি গ্রহ ও ধ্রুব-প্রভৃতি নক্ষত্রের তুলনায় পৃথিবী তদপেক্ষাও ক্ষুদ্রতমা।

পৃথিবী এবং বহুকোটিযোজনবিস্তৃত গ্রহসকল ও বহুকোটি-যোজনবিস্তৃত অনন্ত নক্ষত্ররাশিদ্বারা পরিবেষ্টিতস্থান সৌরজগৎ। বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্য যে এইরূপ গ্রহনক্ষত্রাদিভূষিত কত কোটি সৌরজগতে পরিপূর্ণ তাহার ইয়ত্তা করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। পৌরাণিকগণ সৌরজগতের সংখ্যানির্দ্দেশ করিতেনাপারিয়া বলিয়াছেন 'বিরাট্ পুরুষের প্রতি রোমকূপে এক এক সৌরজগৎ অবস্থিত। অতএব ঐরূপ অচিন্ত্য বিষয়ের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। আমরা বিশ্বপতির স্বরূপনির্ণয়ে অক্ষম, সুতরাং কিরূপে তাঁহার অনন্তকার্য্যের নির্ণয়করিব? ব্যক্তি না চিনিয়া কেহই তাঁহার জীবনী বা কার্য্যকলাপের পর্য্যালোচনা করিতে পারেনা। বিশ্বপতি বা ব্রহ্মাণ্ডের কথা দূরে থাকুক আমরা নিজকেই কি ভালরূপে চিনি?

জীবাত্মা।

শিষ্য। জীবাত্মা কাহাকে বলে! এবং জীবের লক্ষণ কি? পরমাত্মাহইতে জীবের পার্থক্য কি?

গুরু। জীব ঈশ্বরেরই অংশ, এসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ যাহা বলিয়াছেন শ্রবণকর।

'যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তি স্বরূপা তথা-ক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যান্তি ইতি শ্রুতিঃ।'

যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপ্ত হুতাশনহইতে বহু সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় সেইরূপ সনাতন পরমব্রহ্মহইতেও সৌম্যভাবাপন্ন বিবিধ জীব আবির্ভূত হয়, আবার সেই পরমব্রহ্মে লীনহয়। বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিহইতে পৃথক্ নহে সেইরূপ জীবও পরমব্রহ্মহইতে অনতিরিক্ত।

তস্যৈবোদ্য দিবাশান্তি যৎসত্ত্বং সংবিদাত্মকং।
স্বভাবাৎ স্পন্দনং তত্তু জীবশব্দেন কথ্যতে॥
ব্রহ্মণঃ স্ফুরণং কিঞ্চিদ্ যদবাতাম্বুধেরিব।
দীপস্যেবাপ্যবাতস্য তং জীবং বিদ্ধি রাঘব॥ যোগবাশিষ্ঠং।

সেই চিন্ময় ঈশ্বরের যেঅংশ শরীরে প্রবেশকরে, সেই চলন-স্বভাবাপন্ন চৈতন্যাত্মক উপাধিবিশিষ্ট অংশ, মোক্ষকাল পর্য্যন্ত জীব নামে অভিহিত হয়। যেমন নির্ব্বাত গম্ভীর সমুদ্রহইতে সতত তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, এবং নির্বাত নিষ্কম্প দীপেরও পরিস্ফুরণ লক্ষিতহয় সেইরূপ জীবও নির্ব্বিকার পরমব্রহ্মের স্বাভাবিক পরি-স্ফুরণক্রিয়া হইতে আবির্ভূত।

জীবাত্মা পরমাত্মা চেত্যাত্মা দ্বিবিধ ঈরিতঃ।
চিত্তাদাত্ম্যাৎ ত্রিভির্দেহৈর্জীবঃ সন্ ভোক্তৃতাং ব্রজেৎ॥
পরাত্মা সচ্চিদানন্দ স্তাদাত্ম্যং নামরূপয়োঃ।
গত্বা ভোগ্যত্বমাপন্ন স্তদ্বিবেকেতু নোভয়ম্॥ ক॥
যথাহ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বা।
নাপোভিন্না বহুধৈকোহনু গচ্ছন্॥
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো।
দেবঃ ক্ষেত্রেষেব মজোহয়মাত্মা॥ খ॥

জীবাত্মা ।

জীব এবং পরমভেদে আত্মা দ্বিবিধ। যিনি নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয়, তিনি পরমাত্মা, সেই পরমাত্মা যখন স্বেচ্ছানুসারে মায়াভিভূত হন্ তখন, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণরূপ ত্রিবিধ শরীরে তাঁহার তাদাত্ম্য জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ 'আমি এই শরীরের অধিষ্ঠাতা হইয়া বিষয়ভোগ করিব' ইত্যাদি জ্ঞান জন্মে। সেই ভোক্তৃভাবাপন্ন পরমাত্মাই জীবনামে অভিহিত হন। সেই ভোক্তা পরমব্রহ্মই আবার নানা নামক ও বিবিধরূপযুক্ত হইয়া ভোগ্যভাব অবলম্বন করেন। আত্মার স্বরূপজ্ঞান জন্মিলে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে আর উভয়ত্ব থাকেনা, অর্থাৎ পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং ভোগ্য ভোক্তা ইত্যাদি ভেদবুদ্ধি থাকেনা; তখন অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

যেমন দৃশ্যমান এক অদ্বিতীয় সূর্য্য জলরূপ-উপাধিবিশিষ্ট অর্থাৎ জলগত হইয়া বহুত্ব লাভকরেন অর্থাৎ বহুত্বসংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া দৃষ্টহন্, সেইরূপ নিত্য অদ্বিতীয় আত্মাও বিভিন্নদেহগত হইয়া বহুরূপে প্রতীয়মান হন্ । খ।

যেমন জগতে সূর্য্য এক, কিন্তু দশটি জলপাত্র একস্থানে রাখিলে প্রতিপাত্রেই এক এক সূর্য্য দৃষ্ট হন, জলপাত্র অপসারিত করিলে সেই আকাশগত এক অদ্বিতীয় সূর্য্যই অবশিষ্ট থাকেন। সেইরূপ আত্মাও শরীরভেদে বহু বলিয়া ভ্রমহয়, আধার বিনষ্ট হইলে আবার একত্বেই পর্য্যবসিত হন্ অর্থাৎ দেহ বিনষ্ট হইলে জীবাত্মা পরমেই লীন হন্ ।

শিষ্য। মহাত্মন্ জীবাত্মার স্বীকারে কারণ কি? গমন-ভোজনাদি-কর্তৃত্ব যদি শরীরেন্দ্রিয়াদিতে স্বীকারকরা যায়, তবে আর জীবাত্মা স্বীকারের কোন প্রয়োজনই দেখিতেছিনা।

গুরু। শরীর ও ইন্দ্রিয় জড়পদার্থ। চৈতন্যহীন পদার্থে কর্তৃত্ব থাকা অসম্ভব; মৃত্তিকাপ্রস্তরাদিতে কখনও গমন ভোজ-

নাদি-কর্ত্তৃত্ব দৃষ্টহয়না। যদি তুমি বল 'যদিও মৃত্তিকাদি জড় পদার্থ গমনাদি-কার্য্যে অশক্ত হউক, তথাপি হস্তপদাদিবিশিষ্ট শরীরে চৈতন্য ও কর্ত্তৃত্ব দৃষ্টহয়, সুতরাং শরীর ও ইন্দ্রিয়ই গমনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা" তোমার এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত, কারণ মৃতশরীরে গমনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব পরিলক্ষিত হয়না, অতএব গমনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা শরীর নহে, কর্ত্তা আত্মা। যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিয়া অবধারণ কর, তাহাও ভ্রমাত্মক, কারণ অন্ধও পূর্ব্বদৃষ্টবস্তুর সৌন্দর্য্য স্মরণকরিয়া আনন্দ অনুভবকরে। পূর্ব্বশ্রুত পক্ষিকলরব ও ভ্রমরগুঞ্জন স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া কি বধিরের আনন্দোৎপাদন করেনা? অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বিনাশের পরেও যখন সেই সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তুর স্মরণজ্ঞান জন্মে তখন নিশ্চয়ই বুঝাযায় যে, দর্শনাদির কর্ত্তা ইন্দ্রিয়গণ নহে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ আত্মাই কর্ত্তা। যদি বল "এক ইন্দ্রিয় নষ্টহইলে অন্য ইন্দ্রিয়, নষ্টেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর স্মরণকরে," তোমার এই বাক্যও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক; কারণ তোমার বাক্যসঙ্গত হইলে আমি যে, কাশী প্রভৃতিস্থান দর্শনকরিয়াছি, তুমি তথায় নাযাইয়াও তাহা স্মরণ করিতেপার। অতএব বস্তুর দর্শনশ্রবণাদির কর্ত্তাই কালান্তরে স্মরণ করিতেপারে, অন্য কেহ স্মরণকরিতে পারেনা।

বিশেষতঃ আত্মার কর্ত্তৃত্বই লোকানুভবসিদ্ধ; চক্ষুরাদিকে কেহই কর্ত্তা বলিয়া মনে করেনা। "আমি চক্ষুদ্বারা দর্শনকরিতেছি, কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিতেছি, হস্তদ্বারা কার্য্য করিতেছি" ইত্যাদি অনুভব সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ। কেহই মনে করেনা যে "আমি চক্ষু দর্শন করিতেছি, আমি কর্ণ শ্রবণ করিতেছি।" আমি গতকল্য যাহার নাম শ্রবণ করিয়াছিলাম অদ্য তাহাকে দেখিলাম ইত্যাদি অনুভবদ্বারাও স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শ্রবণ ও দর্শনের কর্ত্তা এক। কিন্তু

ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃত্ববাদীর মতে শ্রবণের কর্ত্তা কর্ণ, দর্শনের কর্ত্তা নয়ন। তন্মতে "আমি দেখিয়া যাইব" ইত্যাদি ব্যবহারও হইতে পারেনা। অসমাপিকা ক্রিয়া ও সমাপিকা ক্রিয়ার এককর্ত্তৃত্ব নিয়ম আছে, 'তুমি দেখিয়া আমি যাইব, এই অর্থ প্রতীতিবিরুদ্ধ, এবং ব্যাকরণ-দুষ্ট, অতএব 'দেখিয়া' ও 'যাইব' এই উভয় ক্রিয়ার কর্ত্তাই এক আমি। কিন্তু ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃত্ববাদীর মতে দর্শন ও গমনের কর্ত্তা এক নহে। সুতরাং তন্মতে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার এক-কর্ত্তৃকত্ব নিয়ম রক্ষিত হয়না। অতএব কর্ত্তা ইন্দ্রিয়াধ্যক্ষ আত্মা। ন্যায়দর্শনকার গোতমও ইহাই বলিয়াছেন—

ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখদুঃখ জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি

ন্যায় দঃ, ১ম অঃ, ১ম আঃ, ১০ সূত্রং।

ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান, আত্মা স্বীকারের কারণ। আত্মা, পূর্ব্বে কোনও বস্তু লাভ করিয়া যদি সুখানুভব করিয়াথাকে, তবে সেই বস্তুর দর্শনমাত্রেই প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছাই, আত্মার অস্তিত্বস্বীকারের কারণ। পূর্ব্বলব্ধবস্তুর স্মরণ চৈতন্যময় আত্মা ভিন্ন অন্যের হইতে পারেনা, কারণ জড় ইন্দ্রিয়ের স্মরণ-জ্ঞান নাই। এবং পূর্ব্বে যাহা হইতে দুঃখানুভব করিয়াছে, তাহাতে দ্বেষ, এবং যাহা সন্তোষোৎপাদক, তাহাপ্রাপ্তির জন্য যত্নদর্শনে আত্মার অনুমান হয়। বস্তুদর্শনমাত্রেই সুখজনক বা দুঃখোৎপাদক বলিয়া যে স্থিরীকৃত হয়, তাহার কারণ আত্মার অস্তিত্ব। আত্মা পূর্ব্বানুভূত, পূর্ব্বদৃষ্ট, পূর্ব্বশ্রুত বস্তুর দর্শনমাত্রেই সুখজনক হইলে প্রাপ্তির অভিলাষ করে, দুঃখজনক হইলে তাহাতে দ্বেষপ্রকাশ করিয়াথাকে। জ্ঞানময় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, জড় হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়, অগ্নিতে প্রবেশ করিতে বা ব্যাঘ্রাদি

হিংস্রজন্তুর সম্মুখীন হইতে বিরত হইতনা। অতএব বাধ্য হইয়াই শরীরে জ্ঞানময় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

বিশেষতঃ গতকল্য যাহার কথা শুনিয়াছিলাম অদ্য তাহাকে দেখিলাম,ইত্যাদি অনুভবদ্বারাও অবধারিত হয় যে,দর্শনশ্রবণাদির কর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় নহে। এক আত্মাই সমস্ত ক্রিয়ার কর্ত্তা। অতএব দেহে জীবাত্মা অবশ্যই স্বীকার্য্য। জীব, শরীরে দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যক্ষরূপে অবস্থান করিতেছেন।

> একএব হি ভূতাত্মা ভূতেভূতেব্যবস্থিতঃ।
> একধা বহুধাচৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥
> নিত্যঃ সর্ব্বগতোহাত্মা কূটস্থো দোষবর্জ্জিতঃ।
> একঃ স ভিদ্যতে শক্ত্যা মায়য়া ন স্বভাবতঃ ॥ যোগবাশিষ্ঠ।

প্রতি শরীরে এক আত্মা, জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রেরন্যায় কখনও একরূপ কখনও বা বহুরূপে প্রতিভাত হইয়াথাকেন। আত্মা নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশরহিত, জগদ্ব্যাপী ও নির্দ্দোষ; তিনি এক অদ্বিতীয় হইয়াও মায়াশক্তিপ্রভাবে বহুরূপে বিভক্ত হইয়াথাকেন।

শিষ্য। জীব পরমাত্মাহইতে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করাযায়না,কারণ পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী এবং দুঃখসুখাদি দ্বন্দ্ববিরহিত; কিন্তু জীব পাপ পুণ্যাদির কর্ত্তা। সুতরাং দুঃখসুখাদি, জীবের অপরিহার্য্য চিরসঙ্গী; সসীম ক্ষুদ্র শরীরই জীবের আবাসভূমি। বিশেষতঃ শ্রুতিবাক্যে দৃষ্ট হয় যে, এক পরমাত্মাহইতে অসংখ্য জীব, অগ্নিহইতে স্ফুলিঙ্গকণের ন্যায় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতেও বোধহয় পরমাত্মাহইতে জীব সম্পূর্ণ বিভিন্ন,বহু এবং উৎপত্তি বিনাশশীল। কিন্তু জীব পরমাত্মার অংশ, ইহাও শ্রবণ করিয়াছি, অতএব এই বিরুদ্ধবাক্যের কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে?

গুরু। তোমার সন্দেহ অমূলক, পরমাত্মা হইতে জীব ভিন্ন নহেন। জীবের জন্মমৃত্যু নাই। তবে এইমাত্র প্রভেদ যে, পরমাত্মার উপাধিসম্বন্ধ নাই, জীবের তাহা আছে। জীব, নামরূপাদি গ্রহণ করেন বলিয়াই পরমাত্মাহইতে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। জীবের যে জন্মমৃত্যু নাই সে সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য এই—

"স বা এষ মহানজ আত্মাঽপরোঽমৃতোঽভয়োব্রহ্ম" ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ, অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ। "অনেন জীবেনাত্মনাঽনু প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইত্যাদি

অর্থাৎ সেই পরমাত্মা বা এই জীব, সর্ব্বব্যাপী জন্মবিরহিত এবং জরা-মৃত্যুভয়শূন্য স্বয়ং ব্রহ্ম। জীব জন্মমৃত্যুরহিত জ্ঞানময়। জীব জন্মমৃত্যুবিরহিত চিরন্তন অনাদি। "এই জীবাত্মরূপে শরীরে প্রবেশ করিয়া নাম এবং রূপ অবলম্বনকরিব" এই শেষোক্ত ঈশ্বর-বাক্যদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, জীব পরমাত্মাহইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। তবে যে, ভেদপ্রতীতি হয় তাহার কারণ এই—পরমাত্মা নির্লিপ্ত কিন্তু জীব, বুদ্ধ্যাদি-উপাধি-সম্বন্ধবিশিষ্ট। যেমন এক অনন্ত মহাকাল, বৎসর, মাস, পক্ষ, সপ্তাহ, দিন, প্রহর মুহূর্ত্ত, দণ্ড, পলাদিরূপ বিভিন্ন উপাধিদ্বারা বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় আত্মা পরমজীবাদিরূপে ভেদপ্রতীতিগোচর হইয়া-থাকেন। যেমন ঘটাকাশাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাশ, মহাকাশহইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন কেবল ঘটাদি উপাধিবিশিষ্ট হওয়াতে ঘটাকাশ গৃহাকাশাদি ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, কিন্তু ঘটাদি উপাধিবিনষ্ট হইলে ক্ষুদ্র আকাশগুলি অনন্ত আকাশে লীন হয়; সেইরূপ জীবও শরীরাদি উপাধিসম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতে বিভিন্নরূপে প্রতীতহন। কিন্তু শরীরাদি উপাধি পরিত্যাগ করিলেই জীব, সমুদ্রজলে নদীজলের

ন্যায় অনন্ত পরমাত্মাতে লীন হইয়াযান। জোয়ারের সময় সমুদ্রজল, বেগে প্রধাবিত হইয়া নদী বা ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালীতে প্রবেশকরে, ঐ সময় সমুদ্রজল, নদীজল বা প্রণালীজল-নামেই অভিহিত হয়, আবার যখন ভাটার স্রোতে স্বস্থানে নীতহয় তখন উহা পূর্ব্ববৎ সেই সমুদ্রজল ভিন্ন আর কিছুই নহে। জীবও ঠিক সেইরূপ মায়া বা অবিদ্যার বশীভূত হইয়া শরীরপরিগ্রহে বাধ্য হন। কিন্তু জ্ঞানোদয়ে ভাটার স্রোত প্রবাহিত হইতেথাকে, সুতরাং জীবের জীবত্ব বিলুপ্ত হইয়া আবার ব্রহ্মত্বলাভ হয়। অতএব জীব, পরমব্রহ্মহইতে অভিন্ন, জীবের উৎপত্তিবিনাশ নাই। তবে যে উৎপত্তিবিনাশদৃষ্ট হয় তাহা উপাধিগত অর্থাৎ শরীরাদির উৎপত্তি বিনাশেই জীবের উৎপত্তি বিনাশ কল্পনাকরাহয়; বস্তুতঃ আত্মার উৎপত্তিবিনাশাদি নাই।

মোক্ষাদি শব্দ ব্যবহারদ্বারাও জীবের পরমব্রহ্মত্ব-প্রতীতি হয়। কারণ মোক্ষ বা মুক্তি অবরুদ্ধ ব্যক্তিরই সম্ভবে। কারারুদ্ধ ব্যক্তি যখন ত্রাণ পায় তখনই মুক্তি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াথাকে। জীব দেহরূপ কারাগারে মায়াপাশে বদ্ধ থাকিয়া যখন জ্ঞানাদিদ্বারা মায়াপাশ ছিন্ন করিতেপারে তখন মুক্তিলাভ করে অর্থাৎ ব্রহ্মত্বরূপ স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্তহয়। ব্রহ্মত্ব যদি জীবের স্বাভাবিক নাহইত তবে ব্রহ্মত্বলাভে মুক্তিশব্দ ব্যবহৃত না হইয়া ঈশ্বরত্বলাভই ব্যবহৃত হইত। মুক্তি শব্দদ্বারা নূতন ঈশ্বরত্বলাভ বুঝাইতেছেনা, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বাভাবিক ঈশ্বরত্ব কোন কারণে অবরুদ্ধ হইয়াছিল এইক্ষণ মুক্ত হইল। মুক্তি শব্দের অর্থ স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্তি, ঈশ্বরত্বই জীবের স্বাভাবিক অবস্থা; অতএব জীব ঈশ্বরাভিন্ন। জীবব্রহ্মের ঐক্য-প্রতিপাদক আরও কতকগুলি শ্রুতিবাক্য বলিতেছি শ্রবণকর 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' অর্থাৎ তুমিই সেই পরমব্রহ্ম, আমিই পরমব্রহ্ম, এই জীবাত্মা

পরমব্রহ্ম। জীবের যে কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি ব্যবহৃত হয় তাহাও স্বাভাবিক নহে।

তদ্‌গুণ সারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ॥

বেদঃ, ২য়, অঃ, ৩য় পাঃ ২৯ সূত্রং।

অণুত্ব ও বুদ্ধিগুণ-ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখদুঃখাদি, জীবে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইজন্য অণুত্বাদি, ইচ্ছাদি ও সুখ দুঃখাদি জীবের বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। বুদ্ধিগুণ ইচ্ছাদি ও কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি জীবে আরোপিত হইলেই জীবের সংসারিত্ব। অণুত্বাদি পরমাত্মাতেও আরোপিত হয় যথা "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" বস্তুতঃ নির্ব্বিকার নিত্য-শুদ্ধস্বভাব আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব আরোপিত; স্বাভাবিক নহে। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি বুদ্ধিগুণ, আত্মার নহে। সেই বুদ্ধিগুণ জীবে সংযুক্ত হয় বলিয়াই জীব সংসারী হন্, সেই বুদ্ধিসংযোগের ধ্বংশ হইলেই জীবের সংসারিত্ব নষ্ট হয় অর্থাৎ তখন জীবনামে পর-মাত্মাতিরিক্ত কোনও বস্তু লক্ষিত হয়না। "আমি করি, আমি যাই, আমার পুত্র, আমার গৃহ" ইত্যাদি মিথ্যাজ্ঞানাত্মিকা অবিদ্যার বিনাশে জীবের সংসারিত্ব নষ্ট হইয়া ঈশ্বরত্বলাভ হয়। যেমন সূর্য্য-প্রতিবিম্ববিশিষ্ট জলপাত্র, স্থানান্তরিত করিলে সূর্য্যের স্থানান্তরগমন লক্ষিত হওয়াতে জলপাত্রে সূর্য্যের আরোপহয়, সেইরূপ অবিদ্যাত্মিকাবুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত জীবেও বুদ্ধিকার্য্য, কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃ-ত্বাদি আরোপিত হয়। আত্মা নিষ্ক্রিয়; বুদ্ধিই সমস্তের কর্ত্রী। জলপাত্রের স্থানান্তর প্রাপ্তিদ্বারা যেমন সূর্য্যের স্থানান্তর প্রাপ্তি-ভ্রম হয় সেইরূপ বুদ্ধির মননাদি ক্রিয়াদ্বারাও আত্মার কর্ত্তৃত্বভ্রান্তি জন্মে। বস্তুতঃ ক্রিয়ার কর্ত্তা আত্মা নহে। জীবের যে উৎকর্ষ অপকর্ষ নাই তাহা অবশ্য স্বীকার করিবে। জ্ঞানবান্ বিশ্বহিতসাধনরত

ব্রাহ্মণ বা রাজার আত্মাহইতে চৌর্য্য-দস্যুতাদিনিরত চণ্ডালের আত্মা কি অপকৃষ্ট? কখনও নয়; সমাজশিক্ষক ব্রাহ্মণ ও রাজ্য-রক্ষক রাজার বুদ্ধি সৎপথগামিনী সুতরাং জগতের হিতসাধন তাঁহাদের কার্য্য, আর চণ্ডালের বুদ্ধি অসৎপথাবলম্বিনী কাজেই তাহার কার্য্যও দস্যুতাদি। জীবাত্মা ব্রাহ্মণাদি শরীরে শ্রেষ্ঠ, চণ্ডালাদি শরীরে অপকৃষ্ট ইহা কেহই বলিবেনা। তবে যে বিভিন্ন-রূপ কার্য্য দৃষ্টহয় তাহার কারণ বুদ্ধির উৎকর্ষাপকর্ষ। বিশ্বজন-হিতৈষিণী বুদ্ধি মনুষ্যকে উৎকৃষ্টকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, আর তমো-ময়ী নীচগামিনী বুদ্ধি লোককে হিংসাদি পাপকার্য্যে নিরত করে। অতএব দেখাযায় জগতে যাহা কিছু সম্পন্নহয় বুদ্ধিই তৎসমুদায়ের কর্ত্রী। ভীষণ দস্যুগণ যে সৎসংসর্গে ও সদুপদেশে সাধু হয় তাহাতে কি বুঝিব? তাহাদের জীবাত্মা পূর্ব্বে দস্যু ছিল পরে সাধু হইয়াছে কি ইহাই বুঝিব? তাহা কখনও না, বুঝিব বুদ্ধি তমঃপ্রভাবে ক্রোধলোভ-বশবর্ত্তিনী হইয়া পাপানুষ্ঠান করিতেছিল, পরে উপদেশাদিদ্বারা তমোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎপথগামিনী হইয়াছে। অতএব বুদ্ধিই সদসৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, আত্মা কিছুই করেনা। সেই বুদ্ধি, মনঃ অন্তঃকরণ চিত্তবিজ্ঞান-প্রভৃতি বিবিধনামে অভিহিত হয়। মনের অস্তিত্ব স্বীকার অবশ্যই করিতেহইবে। কেহ বলে যে "আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই তিনের সংযোগে জ্ঞান জন্মে, মনঃস্বীকার অনাবশ্যক" এই মত নিতান্ত ভ্রান্ত। কারণ বিষয়জ্ঞানে যদি কেবল আত্মেন্দ্রিয়সংযোগই কারণ হয় তবে সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানহইতে পারে, যেহেতু বিষয়জ্ঞানের কারণ আত্মেন্দ্রিয়সংযোগ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে। অতএব যুগপৎ সর্ব্ব-বিষয়ক জ্ঞান নিবারণের জন্য বলিতেহইবে যে, বিষয়ে ইন্দ্রিয় মনঃ-সংযোগই জ্ঞানের কারণ। যখন কাহারও সহিত মনোযোগপূর্ব্বক

আলাপ করাহয় তখন চক্ষুর সমীপবর্ত্তী বস্তুও দেখাযায়না, তাহার কারণ আলাপে মনঃসংযোগ। আবার যখন দর্শনকরাযায় তখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়না। যখন শ্রবণকরাযায় তখন দর্শন-স্পর্শাদি অনুভূত হয়না, ইহার কারণ এই যে, মনঃ যখন দর্শনেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয় তখন দর্শনজ্ঞান জন্মে, যখন শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয় তখন শ্রবণজ্ঞান জন্মে, যখন ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হ তখন স্পর্শজ্ঞান জন্মে। অতএব সর্ব্ববিধ জ্ঞানেই ইন্দ্রিয়মনঃ-সংযোগ কারণ। জ্ঞান দ্বয়ের যৌগপদ্য নাই, অর্থাৎ এক সময়ে দুইটী জ্ঞান জন্মেনা। মনঃ অতিশয় সুক্ষ্ম, অতএব চঞ্চল, অতি অল্প সময়েই এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করে, সেইজন্য অজ্ঞলোকেরা মনে করে যে, এক সময়ে দর্শনশ্রবণাদি বহুবিধ জ্ঞান উৎপন্নহয়, বস্তুতঃ উহা ভ্রান্তি। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝাযায় যে, যখন মনোযোগপূর্ব্বক এক কার্য্য করাযায় তখন বিষয়ান্তরে জ্ঞান থাকেনা। নিবিষ্টচিত্তে কোন বিষয় চিন্তা করার সময় যদি কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসাকরে, তাহা শুনা যায়না। অতএব বুদ্ধিই শ্রবণাদি কার্য্যের সম্পাদিকা, কেবল সান্নিধ্যই আত্মার কর্ত্তৃত্বারোপে কারণ। আত্মা প্রকৃত কর্ত্তা নহেন্ যথা—

> নিরিচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথা লোহঃ প্রবর্ত্ততে॥
> সত্তামাত্রেণ দেবেন তথাচায়ং জগজ্জনঃ॥
> অত আত্মনি কর্ত্তৃত্ব মকর্ত্তৃত্বঞ্চ সংস্থিতম্।
> নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ॥

যেমন চুম্বকলৌহ লৌহান্তরাকর্ষণে কোনরূপ ক্রিয়াসম্পাদন না করিয়াও স্বকীয় সান্নিধ্যবশতঃ আকর্ষণের কর্ত্তা হয়, সেইরূপ দেহে আত্মার অবস্থানমাত্রই কর্ত্তৃত্বের হেতু। এ অবস্থায় আত্মাকে

কর্ত্তা বলিতেপার, নিষ্ক্রিয়ও বলিতে পার। তিনি কোনও কার্য্য করেননা সুতরাং নিষ্ক্রিয়। তিনি দেহে অবস্থান না করিলে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়না অতএব তাঁহাতে কর্ত্তৃত্বারোপ হয়।

শিষ্য। বেদাদি শাস্ত্রে যে যজ্ঞাদি ও পরোপকারাদি পুণ্য-কার্য্যের উপদেশ আছে তাহাত মনের প্রতি নহে, ঐ সকল ধর্ম্মোপদেশত জীবের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মন যজ্ঞাদি কার্য্য করিবে, শাস্ত্রের এইরূপ উদ্দেশ্য নহে। কর্ম্মকর্ত্তা জীব না হইলে জীবের প্রতি উপদেশ কিরূপে সঙ্গত হয়? বিশেষতঃ আমরা যষ্টিদ্বারা আঘাত করি এবং অস্ত্রদ্বারা বৃক্ষাদিছেদন করি, তাহাতে কি যষ্টি বা অস্ত্রের কর্ত্তৃত্বপ্রতীতি হয়? সকলেই মনে করে যে, "আমি আঘাত করিতেছি আমি ছেদন করিতেছি," কিন্তু আমাদের আঘাতাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বে যষ্ট্যাদি সহায়তামাত্র করে, যষ্টি বা অস্ত্র কর্ত্তা নহে। অতএব বুদ্ধিও ক্রিয়াসিদ্ধির কারণ, কর্ত্রী নহে।

গুরু। জীবের কর্ত্তৃত্বপ্রতীতি ভ্রমজনিত, স্বাভাবিক নহে। স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিলে আত্মার কদাপি মুক্তিলাভ হইতে পারেনা। অগ্নির স্বাভাবিক দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নিকে পরিত্যাগ করেনা, জীবের স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্বও নিমেষমাত্র কালের জন্য জীবকে পরিত্যাগ করিতে পারেনা, সুতরাং জীবের আর মুক্তির আশা থাকেনা। কারণ দুঃখরূপ কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিতে না পারিলে দুঃখপরিহাররূপ মুক্তি কিরূপে হইবে? অতএব জীব সাক্ষাৎ কর্ত্তা নহে, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি-বিশিষ্ট জীব কর্ত্তা। উপাধিশূন্য জীবের কর্ত্তৃত্ব থাকেনা। শস্ত্রধারী যোদ্ধা শস্ত্রশূন্য হইলে যেমন তাহার যুদ্ধকর্ত্তৃত্ব থাকেনা, উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির বায়ুবিকার বিনষ্ট হইলে যেমন প্রলাপাদি থাকেনা, সেইরূপ জীবেরও অহং-ভাব মম ভাবাত্মিকা বুদ্ধি বিনষ্ট হইলে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বিনষ্ট

হয়। অতএব বুদ্ধ্যাদি উপাধি বিশিষ্ট জীবই কর্ত্তা, ভোক্তা, হইয়া থাকে; বিশুদ্ধ আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি থাকেনা। ইহাই শাস্ত্রের মত যথা—

আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহু র্মনীষিণঃ।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ও মনোযুক্ত আত্মাকেই পণ্ডিতগণ ভোক্তা বলিয়া থাকেন। অতএব কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব কেবল মনঃকল্পিত। মনই জীবকে কর্ত্তা, ভোক্তা, উন্নত, অবনত, পুণ্যবান্ ও পাপী করিয়া থাকে। জীব কখনও শরীরভেদে উন্নত বা অবনত নহে। যতকাল জীবের বুদ্ধ্যাদি উপাধিসম্বন্ধ থাকে ততকালই জীবের জীবত্ব, অহংকারাদি উপাধিসম্বন্ধ নষ্ট হইলে জীবের জীবত্ব থাকেনা, তখন জীব নির্ব্বিকার পরমাত্মা। জবাপুষ্পসন্নিহিত রক্তাভ স্ফটিকের রক্তত্ব যেমন ঐ পুষ্পের অপসারণে বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপ অবিদ্যাসংসৃষ্ট জীবের জীবত্বও অবিদ্যাবিনাশেই বিলুপ্ত হয়। অবিদ্যারূপিণী বুদ্ধিই পরমাত্মাকে জীবরূপে পরিণত করিয়া সংসারে অবরুদ্ধ রাখে। চর্ম্মকার রজকাদি নীচশ্রেণীর লোক সকল, বাল্যকাল হইতেই মনে করে যে, পূতিগন্ধবিশিষ্ট চর্ম্ম, কষায়িত করিয়া পাদুকাদি নির্ম্মাণ করা এবং অশুচি বস্ত্রের পরিষ্কার করা ইত্যাদি আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য; ধর্ম্মনীতি রাজনীতি বা সমাজনীতি আমাদের আলোচ্য নহে। ঐ সকল কার্য্য সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকের কর্ত্তব্য। নীচজাতীয় লোক দিগের স্বকীয় নীচগামিনী বুদ্ধিই কি ঐরূপ ঘৃণিত অবস্থায় চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকার কারণ নহে? উহাদের বুদ্ধিই নীচগামিনী, জীব নীচ নহে। ঘৃণিত মনই উহাদের জীবকে নীচ কার্য্যে লিপ্ত করিয়া রাখে। উহাদের মধ্যে কেহ যদি দৈবাৎ সৎসংসর্গ লাভ করিয়া বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিতে পারে তবে সে অচিরেই সর্ব্ববিধ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয়। যদি

তাহাদের জীব নিকৃষ্ট হইত তবে বুদ্ধির সংশোধনে কখনও জীবের বিশুদ্ধি হইতনা। অতএব জীব, নির্ব্বিকার বিশুদ্ধ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে।

শিষ্য। জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নাহইলে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি-রূপ সংসারিধর্ম্ম পরমাত্মাতেইত কল্পিত হইল; নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত পরমাত্মাতে ঐরূপ দোষকল্পনা কি সঙ্গত?

গুরু। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আত্মা কর্ত্তা নহেন, বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি সমষ্টিতেই কর্ত্তৃত্ব; অর্থাৎ আত্মাতে বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধ হইলে কর্ত্তৃত্বাদির আরোপ হয়। যেমন নির্ম্মল শুভ্রবর্ণ বস্ত্র নীলরঞ্জিত হইলে, নীলবস্ত্র বলিয়াই অভিহিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট আত্মাও কর্ত্তা বলিয়া প্রতীত হন। উত্তমরূপে ধৌত হইলে যেমন বস্ত্রের নীলিমা থাকেনা, জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা অপসারিত হইলে আত্মারও কর্ত্তৃত্ব থাকেনা। বিষদন্তবিশিষ্ট সর্পই ভীষণ ও প্রাণ-নাশক, ঐ দন্ত উৎপাটিত হইলে সর্পের আর প্রাণাশকতা শক্তি থাকেনা, আত্মারও বুদ্ধিসম্বন্ধ বিনষ্ট হইলে কর্ত্তৃত্বাদি থাকেনা। বুদ্ধিই সংসারের মূল। আমিতুমিপ্রভৃতি ভেদজ্ঞানরূপ অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে জীবের জীবত্ব বিদূরিত হইয়া স্বাভাবিক পরমত্ব-লাভ হয়।

শিষ্য। জীবের সেই বুদ্ধিকৃত কর্ত্তৃত্বে ঈশ্বরের অপেক্ষা আছে? না জীব বুদ্ধির বশীভূত হইয়া স্বয়ংই কার্য্য করিয়াথাকে?

গুরু। সাক্ষাৎ ঈশ্বর কোন কার্য্যই করেননা কিন্তু জগতের যত কার্য্য সম্পন্নহয় সমস্তেরই হেতুকর্ত্তা ঈশ্বর, অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্ব-শক্তিসম্পন্ন তাঁহার শক্তিদ্বারাই সর্ব্ববিধকার্য্য সম্পন্নহইতেছে; সুতরাং তিনি সাক্ষাৎ কর্ত্তা না হইলেও হেতুকর্ত্তা। ঈশ্বর জীবকে যে কার্য্য করান জীব তাহাই করে।

শিষ্য। কার্য্য সমুদয়ের কর্ত্তা যদি ঈশ্বর হন, তবে উন্নতি অবনতি ধর্ম্ম অধর্ম্ম জীবের হইবে কেন? জীবত স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া কিছুই করেনা।

গুরু। তোমার এ প্রশ্নের উত্তরে বেদান্তদর্শনকার কি বলিয়াছেন শ্রবণকর।

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত প্রতিষিদ্ধা বৈয়র্থাদিভ্যঃ

বেঃ দঃ ২ । ২ । ৩ ।

জীবকৃত ইচ্ছা এবং যত্নাদি অপেক্ষা করিয়াই ঈশ্বর জীবকে কার্য্য করান অর্থাৎ যাহার যেরূপ ইচ্ছা এবং যাহার যেরূপ চেষ্টা তাহা অবগত হইয়াই ঈশ্বর সেই জীবকে সেই কার্য্য করান। কার্য্য যদি জীবের ইচ্ছাধীন না হইয়া ঈশ্বরাধীন হইত, তবে যজ্ঞাদি ও পরোপকারাদি পুণ্যকার্য্যের উপদেশ এবং নরহত্যাদি পাপকার্য্যের নিষেধশাস্ত্র নিরর্থক হইত। কারণ জীবের প্রতিই উপদেশ সম্ভবপর হয়, ঈশ্বরের প্রতি উপদেশ অসম্ভব।

যেমন অঙ্কুরোৎপত্তিতে বীজই প্রকৃত কারণ, মৃত্তিকাও জল নিমিত্তকারণ, সেইরূপ কর্ম্মসম্পাদনেও জীবের যত্ন প্রধান কারণ। শক্তিময় ঈশ্বর নিমিত্তকারণ, কিন্তু উভয়ই পরস্পরসাপেক্ষ। বীজব্যতিরেকে যেমন অঙ্কুরোৎপত্তি হয়না তদ্রূপ মৃত্তিকাজলবিরহিত বীজেরও অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি বিকাশিত হয়না। এস্থলে ঈশ্বরের হেতুকর্ত্তৃত্বও জীবের প্রযত্নসাপেক্ষ। যেরূপ কার্য্য করিতে জীবের ইচ্ছা ও প্রযত্ন, ঈশ্বর তাহাই করান। যদি জীবের ইচ্ছাযত্নাদি অপেক্ষা নাকরিয়াই ঈশ্বর জীবদিগকে কার্য্য করাইতেন তবে জীবের কর্ম্মফল ভোগকরিতে হইতনা। কারণ ঈশ্বরকৃত কর্ম্মের ফল, জীব ভোগ করিবে কেন? একের ভোজনে কি অন্যের শরীর পুষ্ট হয়? আমার পাপে কি অন্য নরকগামী হইবে? অত-

এব বুদ্ধ্যাদিবিশিষ্ট জীবই কর্ম্মকর্ত্তা, ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ মাত্র। যদি কর্ম্মকর্ত্তা ঈশ্বর হইতেন তবে সকলের কার্য্যই একরূপ হইত, কেহ ধর্ম্মানুরক্ত কেহবা পাপাসক্ত হইতনা। ঈশ্বরশক্তিতে কার্য্য সম্পন্নহয় বলিয়াই "কর্ত্তা ঈশ্বর" এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। রাজা পাঁচজন সেনাপতিকে সমসংখ্যক সৈন্য এবং যুদ্ধোপযোগী সমস্ত উপকরণ সমভাবে দিয়া যুদ্ধে প্রেরণ করেন, কিন্তু দেখাযায় তন্মধ্যে দুই একজন অসংখ্য শত্রুসৈন্য দলিত করিয়া শত্রুরাজ্য অধিকার করে। কেহবা যুদ্ধের প্রারম্ভেই অতিঅল্পসংখ্যক সৈন্যের হস্তে পরাভূত হইয়া যুদ্ধ হইতে বিনিবৃত্ত হয়, ইহার কারণ কি? প্রভু এক, যুদ্ধোপকরণাদিও সমান, তবে যুদ্ধফল বিভিন্নরূপ কেন? ইহাতে বুঝাযায় যে প্রযোজক কর্ত্তা কার্য্যনির্ব্বাহক নহে, প্রযোজ্য কর্ত্তাই কার্য্যের সম্পাদক। সেনানীর কার্য্যদক্ষতানুসারেই যুদ্ধফল সংঘটিত হইয়াথাকে। কেবলমাত্র প্রভুশক্তি ফলদায়িনী হয়না। অতএব জগতের নিয়ন্তা এক হইলেও জীবের প্রবৃত্তি ও শক্ত্যাদির তারতম্যে বিভিন্নরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াথাকে। প্রথমতঃ জীব ভিন্ন প্রবৃত্তিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া বিভিন্নকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহার ফল স্বর্গনরকাদিও ভিন্নভিন্নই হইয়া থাকে। পরে সংসারপ্রবৃত্ত জীবের পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলই পরপর জন্মের সুখদুঃখাদির কারণ হয়।

শিষ্য। তবে কি জীব ঈশ্বরহইতে ভিন্ন?

গুরু। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, জগৎ একঈশ্বরময়, জগতে ঈশ্বরাতিরিক্ত বস্তু নাই। অগ্নিহইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ নির্গতহয়, এক দীপহইতে যেমন দীপরাশির সৃষ্টিহয়, সেইরূপ এক ঈশ্বরহইতেও জীবরাশির আবির্ভাব হইয়াছে। স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিরই অংশ, সেইরূপ জীবও পরমাত্মারই অংশ।

শিষ্য। জীব যদি ঈশ্বরের অংশ হয় তবে জীবের সুখদুঃখ জন্মমরণাদিদ্বারা ঈশ্বরেরও সুখদুঃখাদি হইতেপারে। মনুষ্যের হস্ত-পদাদি অবয়বে আঘাতকরিলে যেমন মনুষ্যই আহত হয় সেইরূপ ঈশ্বরাবয়ব জীবের সুখদুঃখাদিও ঈশ্বরে সম্বদ্ধ হইতেপারে।

গুরু।

প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ।

বেঃ দঃ ২। ৩। ৪৬॥

চন্দ্রসূর্য্যের আলোক যেমন বাতায়নাদিদ্বারা গৃহাদিতে প্রবিষ্ট হইলে ক্ষুদ্রাকার, ঋজু ও বক্রভাবাপন্ন দৃষ্টহয়, বস্তুতঃ ঐ বিশ্বব্যাপী আলোক ক্ষুদ্র, ঋজু বা বক্র নহে, সেইরূপ জগদ্ব্যাপী অসীম পরমাত্মাও শরীরাধিষ্ঠিত হইয়া সসীম ও সুখদুঃখাদিভোক্তা বলিয়া প্রতীয়মান হন্। কিন্তু ইহা ভ্রান্তি। এই ক্ষুদ্রদেহ কি অনন্ত পরমাত্মার আবাসভূমি হইতে পারে? মনঃসংযুক্ত দেহে ইন্দ্রিয়াদি সুখদুঃখভোক্তা। জীব অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমানকরতঃ দেহাদিগত সুখদুঃখাদি আত্মাতে কল্পনাকরে, কিন্তু ঈশ্বরের, দেহাদিতে আত্মাভিমান নাই সুতরাং দেহগত সুখদুঃখাদিও অনুভব করেননা। জীবের সুখদুঃখাদিভোগও অবিদ্যাকল্পিত; বাস্তবিক নহে। কল্পনার অসাধারণ শক্তি। মনুষ্য, প্রাণাধিক প্রিয়তম তনয়ের, কোমলকলেবরে অস্ত্র বিদ্ধ হইতে দেখিলে কি স্বশরীরে অস্ত্রবিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানকরতঃ মর্ম্মন্তুদবেদনা অনুভব করেনা? মুমূর্ষু পুত্রভার্য্যাদির কাতরোক্তি, কি মনুষ্যকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া ভূতলশায়ী করেনা? অথবা পুত্রকলত্রাদির সস্মিত মুখচন্দ্রমা সম্মুখে সমুদিতহইয়া মনুষ্যের হৃদয়সাগরকে অচিরে আনন্দতরঙ্গায়িত করিয়াফেলেনা? অতএব লোক যে, কেবল নিজের দুঃখে দুখানুভব করে অথবা

আত্মসুখে সুখী হয়, তাহা নহে। যাহাকে আত্মীয় মনেকরাহয় তাহার সুখদুঃখই নিজের বলিয়া প্রতীয়মানহয়। জীবাত্মাও ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদিগত সুখদুঃখে মমত্ব স্থাপনকরে। যাহারা পুত্রমিত্রাদিতে মমত্বস্থাপনকরে, পুত্রমিত্রাদির সুখদুঃখ, তাহাদিগকেই অভিভূত করিতেপারে, কিন্তু জ্ঞানবান্ সন্যাসীকে স্পর্শও করিতেপারেনা। সেইরূপ ভ্রমান্ধজীবের সুখদুঃখ, চিন্ময় পরমাত্মাকে স্পর্শও করিতে পারেনা। একটী ঘটকে একস্থানহইতে স্থানান্তরিত করিলে ঘটমধ্যস্থিত আকাশ নীত হইল বলিয়া প্রতীতি জন্মে এবং জলপূর্ণ শরাবাদির কম্পনে তৎপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদি কম্পিত হইল বলিয়া বোধহয় বটে, কিন্তু সেই জ্ঞান ভ্রমাত্মক। সর্ব্বব্যাপী আকাশ কোথায় নীত হইবে? এবং ক্ষুদ্র জলপাত্রের মধ্যেই বা অসীম স্থিরসূর্য্য কিরূপে সমাবিষ্ট ও কম্পিত হইতেপারে? অবশ্যই স্বীকার করিতেহইবে যে, আকাশের স্থানান্তর নয়ন ও সূর্য্যের কম্পনজ্ঞান ভ্রান্তিমূলক। সেইরূপ প্রতিবিম্বিত জীবাত্মাতে সুখদুঃখাদির আরোপ হইলেও সেই সুখদুঃখ, পরমাত্মাকে স্পর্শও করিতেপারেনা। এসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ কি বলিয়াছেন শ্রবণকর।

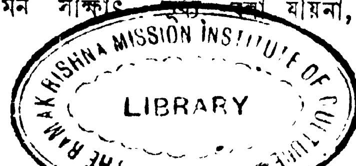
তত্র যঃ পরমাত্মাহি স নিত্যো নির্গুণঃস্মৃতঃ।
ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্র মিবাম্ভসা॥
কর্ম্মাত্মত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষ বন্ধৈঃ স যুজ্যতে।
স সপ্তদশকে নাপি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ॥

জীবপরমমধ্যে পরমাত্মা নিত্য ও নির্গুণ। জল যেমন পদ্মপত্রে সংযুক্ত হয়না, পরমাত্মাতে ও কর্ম্মফল সম্বন্ধ হয়না।

যে আত্মা অর্থাৎ জীব কর্ম্মনিরত, তাহার বন্ধ মোক্ষ আছে, সেইজীব সপ্তদশাত্মক রাশির সমষ্টি, অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ বস্তুর সমষ্টিতে আত্মাপ্রতিবিম্বিত হইলেই জীব হইল।

জগৎ একাত্মময় হইলেও জীবপরমের অবশ্যই ভেদকল্পনা করিতে হইবে। জীবও দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন, সেইজন্যই জীব স্বস্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। অন্যথা একের পাপপুণ্যফল অন্যে ভোগকরিতে পারে, অর্থাৎ এক জীব যে পাপপুণ্য করে, সকল জীবই তাহার ফলভোগী হইতে পারে। আত্মা এক, কিন্তু যাহাকে জীববলা হইয়াছে, সেইজীব এক নহে। দেহ, ইন্দ্রিয় মনঃ, প্রাণ ও বুদ্ধি ইহাদের সমষ্টিই জীব। এইজীব প্রতিশরীরেই ভিন্ন ভিন্ন। পরমাত্মার দেহেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধ নাই, জীবের তাহা আছে, এইজন্য পরমাত্মাহইতে জীব ভিন্ন, এবং রামের দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টিরূপ জীব, যদুর দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টিরূপ জীব হইতে স্বতন্ত্র। কারণ, দেহেন্দ্রিয়াদি, সকলের এক নহে। অতএব প্রতিশরীরে জীব ভিন্ন। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জীব ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে।

এক সূর্য্যের প্রতিবিম্ব অসংখ্য আধারে পতিতহয় প্রতিবিম্বত্ব-রূপে প্রতিবিম্ব এক হইলেও আধারভেদে প্রতিবিম্ব ভিন্ন ভিন্ন, অর্থাৎ জলপূর্ণ কলসে সূর্য্যের যে ছায়া পড়িয়াছে, জলপূর্ণ শরাবেও সেই ছায়াই পতিত হইয়াছে, উভয় পাত্রেই একরূপ প্রতিবিম্ব, কিন্তু তথাপি পাত্রভেদে বিভিন্ন। কলসটীকে স্থানান্তরিত করিলে যেমন কলসস্থ প্রতিবিম্বই নীতহয়, শরাবস্থিত প্রতিবিম্ব সেখানেই থাকে, সেইরূপ যেজীব যাদৃশ কর্ম্মদ্বারা সম্বন্ধ হয়, সে জীবই তাহার ফল ভোগকরে, সকল জীব ফলভাগী হয়না। বাস্তবিক মূলপদার্থ এক প্রতিবিম্বই অবস্থাভেদে নানারূপ ধারণ করে। একমাত্র মূল সূর্য্যহইতে যেমন একাকার অসংখ্য প্রতিবিম্ব দৃষ্টহয় সেইরূপ এক মূল পরমাত্মাহইতেও অসংখ্য জীব প্রতিভাত হইয়া থাকে। প্রতিবিম্বকে যেমন সাক্ষাৎ সূর্য্য বলা যায়না,



বস্তুন্তরও বলাযায়না, সেইরূপ জীবকেও সাক্ষাৎ পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারনা, অথচ অন্যবস্তুও বলিতে পারনা। প্রতিবিম্বে যেমন অবিকল সূর্য্য লক্ষিত হয়, জীবেও সেইরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্য অনুভূত হয়। অতএব স্থিরীকৃত হইল যে, আত্মা এক; আত্মার প্রতিবিম্বরূপ জীব অসংখ্য। কিন্তু যখন অবিদ্যাভিভূত জীবের জীবত্ব বা সংসারিত্ব, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইবে, তখন সমস্ত জীবে, একত্ব সংস্থাপিত হইয়া 'সোঽহং', ইত্যাকার জ্ঞানদ্বারা, জীবপরমে অভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইবে। কৃষক বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা উন্নত হইয়া রাজত্ব বা রাজপ্রতিনিধিত্ব লাভ করিলে তখন কৃষিকার্য্য নিজ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেনা, প্রত্যুত রাজনীতির পর্য্যালোচনাই তখন তাহার কর্ত্তব্য হয়, এবং কোনও ধীবর যদি সদুপদেশে চিত্তশুদ্ধি করতঃ যোগসাধনাদিকার্য্যনিরত হয়, তখন সে মৎস্যবধই জীবনের কর্ত্তব্য মনে করেনা, আত্মচিন্তার কর্ত্তব্যতা অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারে, সেইরূপ জীবও যখন বিদ্যালোকে অবিদ্যান্ধকার বিদূরিত করিতে সক্ষম হয়, তখন সে বুঝিতে পারে যে, "আমি সংসারের কীটাণু নহি, আমি সেই অনন্তশক্তি অনন্তরূপ জগদ্ব্যাপী চৈতন্যময় পরমাত্মা"। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জীবসম্বন্ধে কি বলিয়াছেন শ্রবণ কর।

নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদি প্রবৃত্তৌ নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ।
রবির্লোকচেষ্টানিমিত্তং যথা যঃ সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১ ॥
যমগ্ন্যুষ্ণ বন্নিত্যবোধস্বরূপং মনশ্চক্ষুরাদীন্য বোধাত্মকানি।
প্রবর্ত্তন্ত আশ্রিত্য নিষ্কম্পমেকং সনিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ২ ॥
মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তিবস্তু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ সনিত্যোপলব্ধি-স্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৩ ॥
যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌমুখং বিদ্যতে কল্পনাহীন মেকম্।

তথাধী বিয়োগে নিরাভাসকোযঃ সনিত্যোপলব্ধি-স্বরূপোহমাত্মা ॥ ৪ ॥
যএকো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ প্রকাশস্বরূপোহপি নানেবধীষু।
শরাবোদকস্থো যথাভানুরেকঃ সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহমাত্মা ॥ ৫ ॥

তেজোময় সূর্য্য যেমন লোকদিগের কার্য্যসম্পাদনে নিমিত্তকা;। সেইরূপ যিনি মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার চিত্ত, চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাগাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্যসম্পাদনে নিমিত্ত, এবং যিনি বুদ্ধ্যাদি সমস্ত উপাধি পরিত্যাগ করিলে আকাশের ন্যায় নিরবয়ব ও নিরুপাধি হন্, আমি সেই নিত্য চৈতন্যময় আত্মা। অর্থাৎ যেমন মনুষ্যগণের দৈনিককার্য্যে সূর্য্যালোক, নিমিত্তকারণ, ঐ আলোকের অভাব হইলে মনুষ্যগণ, জড়বৎ নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিত; সেইরূপ দেহেও চৈতন্যময় আত্মার অস্তিত্ব নাথাকিলে, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়গণ স্বস্বকার্য্যসম্পাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম থাকিত; অতএব আত্মার অস্তিত্বই কার্য্যের নিমিত্ত কারণ। বস্তুতঃ যিনি বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি উপাধিতে লিপ্ত নহেন্, আমি সেই নিত্য চৈতন্যময় আত্মা ॥ ১ ॥

যিনি অগ্নির উষ্ণত্বের ন্যায়, নিত্য চৈতন্যময়, সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং অচল, যাহাকে অবলম্বন করিয়া মনঃ এবং জড় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ স্বস্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই নিত্য চৈতন্যময় আত্মা ॥ ২ ॥

যেমন দর্পণপ্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে মুখের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই প্রতিবিম্ব মুখ হইতে পৃথক্ নহে, সেইরূপ জীবাত্মাও, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের আভাস, অর্থাৎ প্রতিবিম্ব মাত্র, পৃথক্ নহে। আমি সেই নিত্য চৈতন্যময় আত্মা ॥ ৩ ॥

যখন দর্পণের অভাবে প্রতিবিম্বের অভাব হয়, তখন কেবল প্রতিবিম্বশূন্য মুখ থাকে। সেইরূপ বুদ্ধির অভাবে যে আত্মা প্রতিবিম্বশূন্য হন্ আমি সেই নিত্য চৈতন্যময় আত্মা ॥ ৪ ॥

যেমন সূর্য্য এক হইলেও জলপূর্ণ শরাবে বহুসূর্য্যরূপে প্রতিভাত

হন, সেইরূপ স্বয়ংপ্রকাশিত, বিশুদ্ধ, অদ্বিতীয় আত্মাও বুদ্ধিতে নানারূপে প্রতিভাত হন, আমি সেই নিত্য চৈতন্য ময় আত্মা ॥ ৫ ॥

শিষ্য। আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে যেরূপ উপদিষ্ট হইলাম, তাহাতে আত্মা অজ অমর বলিয়াই অবধারিত হইল কিন্তু রাম মরিয়াছে, এইরূপ ব্যবহারওত চিরপ্রসিদ্ধ এবং অনুভবসিদ্ধ, এইরূপ জ্ঞানত কিছুতেই বিদূরিত হইবেনা।

গুরু। জন্মমৃত্যু কেবল ব্যবহারিক নহে, শাস্ত্রেও জন্মমৃত্যুর উল্লেখ আছে। জন্মমৃত্যুর কিরূপে ব্যবহার হয়, শ্রবণ কর।

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তুস্যাদ্ব্যপদেশোভাক্তস্তদ্ভাব-ভাবিত্বাৎ ॥

বেঃ দঃ ২। ৩। ১৬ সূঃ।

জন্মমৃত্যু, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-শরীরগত, আত্মাতে জন্মমৃত্যুব্যবহার ভাক্ত অর্থাৎ কল্পিত। যেহেতু শরীরের উৎপত্তিবিনাশেই আত্মার জন্মমৃত্যু ব্যবহৃত হয়।

> যথালতায়াঃ পর্ব্বাণি দীর্ঘায়া মধ্যমধ্যতঃ।
> তথা চেতন সত্তায়া জন্মানি মরণানিচ ॥ যোগবাশিষ্ঠ।

যেমন সুদীর্ঘলতার মধ্যে মধ্যে পর্ব্ব থাকে, সেইরূপ অনন্ত অবিনাশী আত্মারও জন্মমরণরূপ এক একটি ব্যবচ্ছেদক গ্রন্থি আছে।

শরীরসম্বন্ধব্যতিরেকে জীবের অন্য উৎপত্তিবিনাশ নাই। অতএব জীবাত্মার জন্মমৃত্যু ঔপচারিক, বাস্তবিক নহে। শ্রুতিবাক্যের অভিমত যথা—

"সবা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীর মভিসম্পদ্যমানঃ; স উৎক্রামন্ ম্রিয়মানঃ ইতি"

অর্থাৎ সেই পরম ব্রহ্মই শরীরসম্বন্ধী হইয়া উৎপন্ন হন, এবং শরীরসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া মৃতনামে অভিহিত হন। বুদ্ধিসংযোগ, শরীরপরিগ্রহের কারণ। বুদ্ধিসম্বন্ধধ্বংস হইলে জীবের জীবত্ব নষ্ট হইয়া স্বাভাবিক ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু যেপর্য্যন্ত জীবের বুদ্ধিসম্বন্ধ নষ্ট না হয়, সেপর্য্যন্ত বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট জীব, সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে। ভগবান ব্যাস বলিয়াছেন।

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণজলুকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্।

অর্থাৎ যেমন গমনকারী পথিক, গমন কালে অগ্রবর্ত্তী চরণদ্বারা ভূমি অবলম্বন করিয়া, পরবর্ত্তী চরণ ভূমিহইতে উত্তোলনকরে, এবং জলূকা (জোক্) যেমন একগাছি তৃণ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জীবও স্বকীয় অদৃষ্টানুরূপ নূতন দেহ অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্ব দেহ পরিত্যাগ করে।

জন্মান্তর।

শিষ্য। মনুষ্যের যে পুনর্জ্জন্ম আছে তাহা স্বীকার করিতে পারিনা। যে অদৃষ্টবলে পুনর্জ্জন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, সেই অদৃষ্টই ভ্রমাত্মক ও সর্ব্বনাশের উৎপাদক। যাহারা অদৃষ্ট স্বীকারকরে তাহাদের অভ্যুত্থানের আশাত একেবারে অন্তর্হিত হয়ই, প্রত্যুত তাহারা জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। অদৃষ্টানুরাগ, পুরুষকার-প্রদর্শনের অন্তরায়, এবং অভ্যুদয়ের মূলোচ্ছেদক। অদৃষ্টের অন্ধকূপে পতিত হইয়া অলৌকিক অচিন্তনীয় কার্য্যকারিণী পুরুষশক্তিকে পদদলিত করা কি কর্ত্তব্য? কাপুরুষেরাই জন্মান্তর বীজ অদৃষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে।

গুরু। ভরসাকরি তুমি কর্ম্মফল অবশ্যই স্বীকার কর, কারণ কর্ম্মকরিলেই তাহার শুভাশুভরূপ ফল অবশ্যই ভোগ করিতেহয়, আমি যে অদৃষ্টের কথা বলিয়াছি তাহাও কর্ম্মফলই। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মকেই অদৃষ্টনামে অভিহিত করাহয়। যেস্থলে পুরুষকার বিফল হয় সেস্থলে অদৃষ্টের বলবত্তা স্বীকারকরিতে হয়। যে কর্ম্ম বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যক্ষ হয়না তাহাই অদৃষ্ট। পূর্ব্বজন্মের অদৃষ্টাখ্য কর্ম্ম যদি বিরুদ্ধ ও প্রবল হয়, তবে ইহজন্মের কর্ম্ম, ফলোৎপাদনে সক্ষম হয়না। অদৃষ্ট যে কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে তাহার একটী দৃষ্টান্ত বলিতেছি—

একবৃদ্ধা চুল্লি (চৌকা) প্রস্তুতসময়ে অনবধানতাবশতঃ চুল্লি মধ্যে বহুপরিমাণ জল ঢালিয়া রাখিল, পরে পাকার্থ অগ্নি প্রজ্বালন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়া বলিল "অদ্য আমার অদৃষ্টে আহার নাই, সেইজন্যই আমার চেষ্টা ফলবতী হইলনা" কিন্তু বৃদ্ধা অদৃষ্ট শব্দের অর্থ যাহাই বুঝুকনা কেন, আমি বুঝিলাম ও দেখিলাম, অদৃষ্ট কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই পরক্ষণে অদৃষ্ট নামে কথিত হইয়াছিল। চুল্লী-নিপতিত জল যেমন বৃদ্ধার অপ্রত্যক্ষ বলিয়া অদৃষ্ট নামে কথিত হইয়া-ছিল তদ্রূপ আমাদের পূর্ব্বজন্মের সমস্ত কর্ম্মই অদৃষ্টনামে অভিহিত হয়। শাস্ত্রকারেরাও ইহাই বলেন—

দৈবমিতি যদপি কথয়সি পুরুষগুণঃ সোঽপ্যদৃষ্টাখ্যঃ।

অর্থাৎ যাহা দৈবনামে অভিহিত হয়, তাহাও অদৃষ্টনামক পুরুষকার অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম। কর্ম্ম মাত্রেরই পরিণামফল আছে; কতক-গুলি ফল সদ্যঃপাতী, আর কতকগুলি কালান্তরবর্ত্তী। তুমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া যদি শত্রুর গলদেশে খড়্গাঘাত কর, তবে তখনই শত্রুমস্তকচ্ছেদরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু ইহার শেষফল

এইমাত্র নহে, সামাজিক অবজ্ঞার কথা ছাড়িয়া দিলেও রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি নাই। বিষভক্ষণের পরিণাম কি প্রাণবিনাশ নহে? দুগ্ধ ঘৃতাদির আহার কি কেবল রসনার তৃপ্তিপ্রদ? তাহার পরিণাম কি শরীর-পুষ্টি নহে? স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন ও বন্ধুবান্ধবাদির প্রতি যে অনুপম প্রীতিপ্রদর্শন কর, তাহারও পরিণাম প্রতিদান-প্রীতিপ্রাপ্তি। তুমি যদি অন্যের অনিষ্ট কর তবে কি তাহা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া তোমার অনিষ্টোৎপাদক হইবেনা? এই জগৎ কার্য্যকারণাত্মক; জগতের সমস্তই কার্য্য এবং কারণ। কার্য্যকারণব্যতীত আর কিছুই জগতে নাই। কার্য্য মাত্রই কার্য্যন্তরের কারণ হয়। কার্য্য ভালই হউক আর মন্দই হউক ফলোৎপাদন অবশ্যই করিবে। যেরূপ কার্য্য সম্পাদন করিবে তাদৃশ ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি, লোক দিগকে সৎ বা অসৎপথে বলপূর্ব্বক পরিচালিত করে।

সমষ্টিশক্তিসম্পন্ন পরমাত্মা এবং মনোবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যষ্টিজীবাত্মা এই উভয়েরই কর্ম্ম আছে। ঈশ্বরের কর্ম্ম ঐশীনীতি বা প্রাকৃতিক নিয়ম। মনুষ্যের কর্ম্ম ঈশ্বরের কর্ম্মের অন্তর্গত হইলেও মনুষ্যের স্বাধীন প্রবৃত্তি আছে বলিয়া কর্ম্ম ও স্বতন্ত্র আছে। মানব, প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষকারের সাহায্যে নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেও কার্য্যফল লাভ করিতে পারে, স্থল বিশেষে প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রমদ্বারা দেহ বিনাশ পর্য্যন্ত ও সংসাধিত হয়। অতএব জীবের স্বাধীন কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। একেশ্বরময় জগতে যে মহৎ বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে তাহার কারণ কি কর্ম্ম ফল নহে? এক ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রাদি উত্তমবর্ণে এবং চণ্ডালাদি অন্ত্যজে যে এত পার্থক্য দৃষ্টহয় তাহার কারণ এই— পশ্বাদিযোনি ভ্রমণের পর জীব ক্রমোন্নতিদ্বারা মনুষ্যজন্ম লাভকরে। হিংসাময় শূকরত্ব,

ব্যাঘ্রত্ব ও সিংহত্ব লাভের পরে প্রাণিহিংসাবৃত্তিক ব্যাধত্ব বা চণ্ডালত্বের লাভই সম্ভবপর। সেই চণ্ডাল, স্বাধীন প্রবৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বাভাবিক হিংসাদিবৃত্তি পরিত্যাগ করতঃ ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া ক্ষত্রিয় ব্রহ্মণাদিতে পরিণত হয়, কেহবা হিংসাদি প্রবৃত্তির প্রশ্রয়প্রদানে ঐ অবস্থাতেই থাকে, অথবা আরও অধঃপতিত হয়। জীব, প্রবৃত্তি বা মনের অনুবর্ত্তী হইয়া যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে তদনুরূপ ফল অবশ্যই ভোগকরিয়া থাকে। অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমুদয়ের সদ্যঃপাতী ফল বর্ত্তমান জন্মেই লাভ করা হয়, কিন্তু যেসকল ফল কালান্তরবর্ত্তী তাহার অধিকাংশই জন্মান্তরভোগ্য। যেদিন আম্রবীজ মৃত্তিকাতে রোপণ করা হয় সেইদিন বা সেই বৎসরে ফলপ্রাপ্তি নাহইলে বীজরোপণ কার্য্য কি নিষ্ফল বলিয়া মনে করিবে? নির্ব্বোধ বালক মনেকরিতে পারে যে, "বীজটী বুঝি অঙ্কুরিত ও ফলশালিবৃক্ষে পরিণত হইলনা" কিন্তু জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অবশ্যই জানেন যে, উপযুক্ত সময়ে অঙ্কুরোদ্গম ও ফললাভ হইবেই। মনুষ্যজীবনের অধিকাংশ কার্য্যেরই বর্ত্তমান জন্মে সদ্যঃপাতী ফলমাত্র লাভ করা যায়; পরিণাম ফল পর জন্মেই প্রকাশ পায়। শুক, নারদ ধ্রুব প্রহ্লাদাদি মহাপুরুষগণ যে, শৈশবেই সুগভীর আত্মতত্ত্ব চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাকি সেই জন্মের সাধনা বা জ্ঞান-পরিণতির ফলে? তাহা বোধ হয় কেহই স্বীকার করিবেননা. ইহাতে জন্মান্তর অবশ্যই অনুমিত হয়। তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞানই শৈশবে বিকাশিত হইয়াছিল। একজন অধ্যাপক দশটী বালককে শিক্ষাদেন কিন্তু দেখাযায় দুই একটী বালক অতিদুর্ব্বোধ্য বিষয়ও শ্রবণ মাত্রে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম ও আয়ত্ত করিয়া ফেলে। অপর বালকগণ সহস্র বারের চেষ্টাতেও বুঝিতে বা শিখিতে পারেনা; ইহারও কারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞান। যে

বালকের আত্মাতে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান সঞ্চিত আছে, তাহাকে উপদেশ দেওয়া মাত্রেই পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের সাহায্যে সে অনায়াসে বুঝিতে ও শিখিতে পারে। অপর বালকদিগের নূতন শিক্ষা বলিয়াই তাহারা অনায়াসে শিক্ষাকরিতে পারেনা। একটী রাজপুত্র ও একটী কৃষক-পুত্র যদি সমভাবে রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাকরে তবে কি সমান জ্ঞান লাভ হইবে? বোধহয় সহস্রস্থানে অনুসন্ধান করিলেও ঐরূপ একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবেনা। প্রতিবিম্বগ্রহণে উজ্জ্বল রত্ন বা স্বচ্ছ দর্পণাদিই সক্ষম হয়, অঙ্গাররাশিতে কোন বস্তুই প্রতি-বিম্বিত হয়না। রাজপুত্র একবারমাত্র শুনিয়া যাহা শিক্ষা করিতে পারে, কৃষকপুত্র তাহা শতবার শুনিয়াও বুঝিতে বা শিখিতে পারেনা। জন্মান্তরকৃত পুণ্যরাশিপ্রভাবেই জীব স্বর্গভোগ সদৃশ রাজ্যভোগের জন্য রাজবংশে জন্মগ্রহণ করে। বহুজন্মের ক্রমবর্দ্ধিত জ্ঞানই রাজ্যশাসনে সক্ষম হয়। পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে প্রসূত শিশুর যেমন প্রয়োজনীয় সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি উৎপন্নহওয়া সম্ভবপর নহে, সেইরূপ প্রাণিহিংসানিরত অনুন্নত চণ্ডালাদি জাতিহইতেও জগতের সুশাসন বা মঙ্গল সাধিতহওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব স্বীকারকরিতেহইবে যে, উন্নত হইতে উপযুক্ত সময়ের প্রয়োজন। রাজা যদি কোনও দ্বারবানের প্রতি সন্তুষ্টহইয়া তাহাকে উন্নত করিতে ইচ্ছাকরেন তবে তাহার সাধ্যায়ত্ত কোনও অপেক্ষাকৃত উন্নতপদ তাহাকে প্রদান করিয়াথাকেন কিন্তু তাহাকে একেবারে রাজপ্রতিনিধির পদ প্রদানকরেননা।

বীজহইতে অঙ্কুরপল্লবশাখাদি উৎপন্ন নাহইতে ফল উৎপন্ন হয়না। অঙ্কুরাদিদ্বারা ক্রমোন্নত বৃক্ষই ফলবান হয়। উপযুক্ত উপা-দান ও নির্ম্মাণকৌশলেই জগতের উৎপত্তি। তীক্ষ্ণ অসি বা তরবারি প্রস্তুতেরজন্য যেমন মৃত্তিকাগৃহীত হয়না, তুষারবিন্দু যেমন

দাবানল নির্ব্বাপণে অনুপযুক্ত, মৃত্তিকা যেমন ক্রমশঃ কাঠিন্যলাভদ্বারা কালে লৌহে পরিণতহয় এবং তদ্দ্বারা অসি, তরবারি প্রভৃতি নির্ম্মিতহয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদি সমষ্টিময় জীবও চণ্ডালাদি নিকৃষ্টদেহ পরিত্যাগকরিয়া ক্রমোন্নতিদ্বারা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণাদিতে পরিণতহয়, পরিশেষে দেবত্ব ও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তহইয়াথাকে। দেহান্তরপ্রাপ্তিদ্বারাই জীব উন্নত বা অবনতহয়। অবস্থান্তরদ্বারা এক দেহে যে উন্নতিহয়, তাহা অতি সাধারণ। পরিণত বয়সে ব্যাঘ্রের হিংসাবৃত্তির হ্রাস হইতে পারে কিন্তু পশুত্ব অবশ্যই থাকিবে। অতএব বুঝিতেহইবে জীবত্বপ্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানী হয়না, জ্ঞান, ক্রমে বর্দ্ধিতহয়। পশুগণের মধ্যে শৃগালাদি, উন্নতহইয়া সিংহত্বপ্রাপ্তহয়, তদনন্তর ক্রমে বানরত্ব ও বন্য মনুষ্যত্ব লাভকরিয়া বনচারী ব্যাধ চণ্ডালাদিরূপে পরিণতহয়। অনন্তর সামান্য জ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা শূদ্রত্ব এবং ক্রমে ক্ষত্রিয়ত্ব ব্রাহ্মণত্বাদি লাভকরে।

জন্মান্তর প্রমাণে অনেক সাক্ষ্য পাওয়াযায়। উদ্ভিজ্জ বৃক্ষলতাদি জড়প্রকৃতি। বৃক্ষলতাদির জ্ঞান নূতন এবং অপরিস্ফুট। যদিও উহাদের ছেদনাদিদ্বারা মৃত্যুলক্ষিতহয় এবং উহাদিগকে বৃক্ষান্তরাদির ছায়া পরিত্যাগকরিয়া সূর্য্যালোকাভিমুখী হইতে দেখাযায়, তথাপি উহাদের বাহ্যিকজ্ঞানের পরিস্ফূর্ত্তি নাথাকায় উহারা নূতন জীব বলিয়াই প্রতিপন্নহয়। স্বেদজ কৃমি কীটাদির আহারান্বেষণাদিবিষয়ে জ্ঞানের কিঞ্চিৎ বিকাশ দেখাযায় বটে কিন্তু সেই জ্ঞান নূতন।

এইক্ষণে দেখাযাউক কোন্ কোন্ প্রাণীতে পুরাতন জ্ঞান লক্ষিতহয়। অরণ্যমধ্যে পশুশাবকগণ ভূমিষ্ঠ হইয়াই যে স্তন্যপান করিতে প্রবৃত্তহয়, তাহার কারণ পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান বলিয়াই অনুমিত হয়। ব্যাঘ্রাদির শাবক ভূমিষ্ঠ হইয়া স্তন্যপানের উপদেশ পায়না

অথবা অন্য কোনও শাবককে ঐরূপ স্তন্যপানকরিতে দেখেওনা, অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতেহইবে যে পূর্ব্বজন্মে যে স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়াছিল এবং দুগ্ধপানকরিতে দেখিয়াছিল স্তনদর্শন তাহার স্মারকহয়। শিশু ভূমিষ্ঠহইয়া যখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্তহয় তখন খাদ্যানুসন্ধিৎসু হইয়া সেই অপরিস্ফুট স্মৃতিবলে স্তন্যপান স্থির করিয়ালয়। গো মেষাদি পশুগণ দৈবাৎ ব্যাঘ্র দর্শনকরিলে যে ভীত-হয় তাহারও কারণ পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি। একটী ছাগাদি ক্ষুদ্রপশুকে যদি রাত্রিতে ঘরের বাহিরে রাখাহয় এবং শৃগাল তাহার নিকট-বর্ত্তীহয়, তখন দেখাযাইবে যে ক্ষুদ্রপশুটী আত্মবিনাশশঙ্কায় ভীতহইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। ইহার কারণ কি? ঐ ছাগশিশুটীত তাহার পূর্ব্বে কখনও দেখেনাই যে শৃগাল, ছাগাদি পশু সংহারকরিয়া ভক্ষণকরে; বিশেষতঃ গো মহিষাদি বৃহৎকায় পশু দেখিয়া কখনও ভীতহয়না। ইহাতেও বুঝাযায় ঐ ছাগশিশু, পূর্ব্বজন্মে অবশ্যই ছাগভক্ষক শৃগাল দেখিয়াছিল। বনমধ্যে ভীষণসর্প দর্শনকরিয়া প্রায় সকল প্রাণীই ভীতহয় এবং ইহাও দেখাযায় যে, অনেক ক্ষুদ্রপক্ষী চঞ্চ্বাঘাতদ্বারা সর্পবধের অভিলাষকরে কিন্তু প্রাণভয়ে সর্পশরীরে আঘাত করেনা। ভীতপ্রাণিগণ বর্ত্তমান জন্মে সর্পদংশনে কাহাকেও মরিতে নাদেখিয়াও সর্পদর্শনে, ভয়ে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হয়, ইহাও পূর্ব্বজন্মেরই ভয়।

শিষ্য। পূর্ব্বজন্মের কার্য্য বর্ত্তমান জন্মে স্মৃতিপথারূঢ় হয়বলিয়া কিরূপে বিশ্বাস করিব? কৈ আমিত পূর্ব্বজন্মের কোন কথাই স্মরণ করিতেপারিতেছিনা। পূর্ব্বজন্মের কথা যদি স্মৃত হইত তবে জন্মান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করাইতে আপনাকে এত কষ্ট পাইতে হইতনা।

গুরু। পূর্ব্বজন্মের কথা অবশ্যই স্মৃতিপটে অঙ্কিতহয়. কিন্তু

স্মারক বস্তু ব্যতীত স্মৃত হয়না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পূর্ব্বজন্মাধীত বিদ্যা পরজন্মে বিকাশিত হয় কিন্তু তাহাতে অধ্যাপকের উপদেশ-রূপ স্মারকের প্রয়োজন। অধ্যাপকের উপদেশ প্রাপ্তহইলে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত জ্ঞান, হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হয়। অন্যের সহস্র চেষ্টাতে যাহা হয়না, পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানবলে কেহ ক্ষণকালের মধ্যেই তাহা অনায়াসে আয়ত্ত করিয়াফেলে।

আহার ভয় ও স্ত্রীসম্ভোগ এই তিনটীই ভোগদেহের প্রধান-তম কর্ম্ম সুতরাং স্মারকদর্শনমাত্রেই স্মৃতহয়, সেজন্য অন্য জ্ঞান নাথাকিলেও এই তিনটী জ্ঞান প্রাণীমাত্রেরই থাকে। পানাহারা-দির স্মারক, স্তনাদি দর্শন। ব্যাঘ্রাদিদর্শনে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ভয় হৃদয়ে উদ্রিক্ত হয়, এবং স্ত্রীদর্শন, সম্ভোগের স্মারকহয়। পূর্ব্বোক্ত তিনটি জ্ঞান ভোগদেহের বিশেষ প্রয়োজনীয় ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া চিত্তে বিশেষরূপে সংসক্ত হয়। সুতরাং মৃত্যুর পরে দেহান্তর গ্রহণ করিলে ঐ জ্ঞানত্রয় পুনরুদ্দীপ্ত হইয়াথাকে। সেইজন্য অতি ক্ষুদ্র-তম জীবেও ঐ তিনটী জ্ঞান লক্ষিতহয়। মনুষ্য উন্নত প্রাণী; পূর্ব্বজন্মে তাহার বহুবিধ জ্ঞানছিল, স্মারকদর্শনে সমস্তজ্ঞানই পুন-রুদ্দীপ্ত হইয়াউঠে। উদ্ভিজ্জ বৃক্ষলতাদির জীবনীশক্তি থাকিলেও জ্ঞান অতি সামান্য। স্বেদজ কৃমিকীটাদির কেবলমাত্র আহার-জ্ঞান থাকে, অন্য জ্ঞান লক্ষিতহয়না। এই জ্ঞান একটু পরিস্ফুট হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উহারা নিকৃষ্ট পক্ষিযোনি বা পশুজন্ম লাভকরে। ক্রমে উন্নত পক্ষী ও পশুরূপে জন্মগ্রহণকরিয়াই পূর্ব্বা-ভ্যস্ত আহারাদি ও অন্যান্য জ্ঞান লাভকরে। এইজন্যই ইহাদের বাসগৃহনির্ম্মাণ ও সন্তান প্রতিপালনাদি কার্য্যে জ্ঞান বিস্তৃত হয়। কোন কোনও জ্ঞানবান্ পক্ষী বা পশু স্বশ্রেণীতে আধিপত্য বা রাজত্বও করিয়াথাকে। জ্ঞানের ক্রমিক উন্নতি ইহার কারণ।

পক্ষিদেহ বা পশুশরীর পরিত্যাগ করিয়া, যে চণ্ডালাদি জীব-দেহ অবলম্বনকরে সে অবশ্যই উন্নত; তাহার পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞানসমষ্টি, ভূয়োদর্শনদ্বারা ক্রমেই উন্নতহয় এবং ক্রমে সে শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্র বা ব্রাহ্মণে পরিণতহয়।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং।
যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ভগবদ্গীতা॥

জীব বর্ত্তমান জন্মে, পূর্ব্বজন্মের বুদ্ধি লাভকরিয়াথাকে হে অর্জ্জুন সেই পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য যত্নবান্ হয়।

কিন্তু একথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, জ্ঞানের উন্নতি-সাধনে এবং সদনুষ্ঠানে যাহার প্রবৃত্তি, সে জীবই ক্রমে উন্নতহয়। প্রবৃত্তি নীচগামিনী হইলে অবনতির শেষ সীমায় উপস্থিতহয়। যে জীবের যাদৃশ কার্য্য তাহার উন্নতি অবনতি তদনুযায়িনী।

শিষ্য। তবে কি আমাদের সুখদুঃখদাতা ঈশ্বর নহেন? কর্ম্মই কি সংসারের এবং সুখদুঃখাদির মূল?

গুরু। হাঁ আমাদের ব্যবহারিক ঈশ্বরই কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ফলদান করিয়াথাকেন।

শিষ্য। ভগবন্! আমি নির্ব্বোধ জ্ঞানপিপাসু শিষ্য, আমাকে উপহাস করিয়া মর্ম্মাহত করা কি সঙ্গত? ঈশ্বরত আমাদের বস্ত্রালঙ্কারাদি বা ধনরত্নাদির ন্যায় ব্যবহারিক নহেন; তবে কেন "ব্যবহারিক ঈশ্বর" এই কথাদ্বারা আমাকে নির্ব্বোধ শিশু বা ক্ষিপ্তবোধে উপহাস করিতেছেন?

গুরু। বৎস! এটি আমার উপহাসবাক্য নহে, সংসারীর ঈশ্বর বাস্তবিকই ব্যবহারিক। আমরা বস্ত্রালঙ্কারাদি যেমন প্রস্তুত করিয়া লই, সেইরূপ ঈশ্বরও আমাদের হস্তগঠিত। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, "হে ঈশ্বর তুমি আমার প্রতি সদয়

হইয়া আমাকে জ্ঞান, মান, ধন, ঐশ্বর্য্যাদি প্রদানকর। আমার শত্রুদিগকে উন্মূলিত করিয়া পৃথিবীতে আমার আধিপত্য স্থাপন কর" ইত্যাদি। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ ঈশ্বরে ঐসকল কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব সম্ভবে কিনা? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঈশ্বর নিরাকার নির্ব্বিকার চৈতন্যস্বরূপ; কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব, ঈশ্বরে থাকাত দূরের কথা, জীবাত্মাও কর্ত্তা নহে। ঈশ্বরকে যিনি "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" ইত্যাদি লক্ষণান্বিত জানেন তিনি কি তাঁহাকে আকৃতিমান্ ক্রিয়াবান্ বিষয়াসক্ত দোষযুক্ত এবং তমোগুণাত্মক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন? তাদৃশ ঈশ্বর সাত্ত্বিক মনুষ্য অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া ধনসম্পত্তি আনিয়া দেওয়ার জন্য কি ন্যায়বান্ মনুষ্যকে অনুরোধ করিতে সাহসহয়?

সংসারিগণ, ঈশ্বরকে পিতৃস্থানীয় বা প্রভুকল্প মনে করে। তাহাতে ঈশ্বরে প্রায় মনুষ্যত্বই আরোপিতহয়। সংসারিগণের যে কেবল সগুণ ঈশ্বর কল্পিত হয়, তাহা নহে, "পাপপুণ্য, ধর্ম্মঅধর্ম্ম, সুখদুঃখ, তুমি আমি" ইত্যাদি সমস্ত দ্বন্দ্বজ্ঞানই কল্পনাপ্রসূত। জ্ঞানোদয়ে কর্ম্মফল বা কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের অস্তিত্বই থাকেনা। তখন ব্রাহ্মণচণ্ডালে, মাতঙ্গকীটে, তোমাতে আমাতে, এক জগদ্ব্যাপী পরমাত্মা প্রতিভাত হন। দ্বৈতজ্ঞান থাকেনা, জীবের জীবত্ব থাকেনা সংসারও থাকেনা, তখন জীব মুক্তপুরুষ; অতএব জন্মমৃত্যু, সুখ দুঃখ, বন্ধ মুক্তি কিছুই থাকেনা। কিন্তু জীব, যে পর্য্যন্ত অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া সংসারী থাকিবে, ততকাল তুমি আমি ইত্যাকার ভেদজ্ঞান ও ঈশ্বরের সগুণত্বকল্পনা অনিবার্য্য। আত্মার সংসারাবস্থায় ব্যবহারিক তুমি আমি, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কর্ম্মফল, কর্ম্মফলদাতা ও সগুণ ঈশ্বর অবশ্যই স্বীকার্য্য। যে পর্য্যন্ত জীবের অবিদ্যা থাকিবে ততকাল,

জন্মান্তর অবশ্যম্ভাবী। সুখদুঃখভোগে ঈশ্বর নিমিত্তকারণ; কর্ম্মফলই জন্মান্তর ও সুখদুঃখের উৎপাদক। জীব প্রবৃত্তির বশবর্ত্তীহইয়া যাদৃশ কার্য্যকরে সেইরূপই ফলভোগ করিয়াথাকে। সংসারাবস্থায় সকাম কর্ম্ম অবশ্যই ফলোৎপাদক হইয়াথাকে। অতএব জন্মান্তর অবশ্যই স্বীকার্য্য। জন্মান্তরস্বীকারে ন্যায়দর্শনকার গোতম কি বলিয়াছেন শ্রবণকর --

পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ॥

ন্যায়, ১ম আঃ, ১ম অঃ, ১৯॥

উৎপন্ন ব্যক্তির মরণানন্তর যে শরীরগ্রহণ তাহাকে প্রেত্যভাব বলাযায়।

পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুবন্ধাৎ জাতস্য হর্ষভয়শোক সম্প্রতিপত্তেঃ॥

ন্যায়, ১ম আঃ, ৩য়, ১৯।

যেহেতু পূর্ব্বাভ্যস্ত স্মৃতিবলে নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয় ও শোক উৎপন্ন হয়। অতএব আত্মা নিত্য সুতরাং জন্মান্তরও স্বীকার্য্য। নবজাত শিশু যে স্তন্যদাত্রী মাতার সন্দর্শনে আনন্দিত হয়, ভয়কারণ সর্প শৃগালাদিহইতে ভীতহয় এবং মাতার বিচ্ছেদে শোকাকুলহইয়া ক্রন্দন করে, তাহার কারণ এই--পূর্ব্বজন্মে যেসকল বস্তু প্রীতিজনক ছিল, তৎসন্দর্শনে আনন্দিতহয়, যাহা ভয়োৎপাদক বলিয়া সংস্কারআছে, তদ্দর্শনেই ভীতহয় এবং মাতা, দর্শন-পথের অতীতা হইলেই চির-বিচ্ছেদআশঙ্কা করিয়া শোকসন্তপ্ত হয়। অজ্ঞানশিশুর এই সকল ভাব দর্শনকরিলে নিঃসংশয়রূপে প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্য নূতনজীব নহে বর্ত্তমান দেহলাভের পূর্ব্বেও তাহার অস্তিত্ব ছিল।

প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ॥

• ন্যায়, দঃ, ১ম আঃ, ৩য় অঃ। ২২।

মৃত্যুর পরে জাতমাত্রশিশুর স্তন্যাভিলাষ অবশ্য পূর্ব্বাভ্যস্ত বলিয়াই প্রতীত হয়, তদ্দ্বারাও প্রমাণিতহয় যে, জন্মান্তর আছে। কারণ পূর্ব্বে আহারের অভ্যাস নাথাকিলে জন্মমাত্রে স্তন্যপানে প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয়না।

পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাৎ তদুৎপত্তিঃ ॥

ন্যায়ঃ দঃ, ২য় আঃ, ৩য় অঃ। ৬৪॥

পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে শরীরোৎপত্তি হয়। যেমন পুরুষপ্রযত্নদ্বারা ভৌতিক পদার্থ রথাদির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ পুরুষকর্ম্মদ্বারাই এই পাঞ্চভৌতিক দেহ উৎপন্ন হয়। কিন্তু জন্মান্তরের প্রধান কারণ বাসনা।

যে পর্য্যন্ত ভোগবাসনার নিবৃত্তি নাহইবে, তাবৎকাল সংসারে পুনঃপুনঃ আবর্ত্তন করিতেই হইবে। বাসনার সহকারি কারণ কর্ম্মফল, কামনাপূর্ব্বক যেসকল কার্য্য করাযায় তাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। স্বর্গাদিফলকামনায় অথবা অন্যবিধ ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির আশায় যেসমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করাহয়, দেহপরিত্যাগের পরেও ঐসকল বাসনা আত্মাতে সমবেত হইয়াথাকে এবং উপযুক্তসময়ে বাসনাপূরণের উপযোগী শরীর অবলম্বন করাহয়।

শিষ্য। ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ পরমাণুপুঞ্জের সংযোগে যেমন কর্ম্মফলব্যতিরেকেই মৃত্তিকাপাষাণাদির শরীর উৎপন্ন হয়, মনুষ্যদেহও কর্ম্মব্যতিরেকেই উৎপন্ন হয়, এইরূপকল্পনা করাইত সঙ্গত; ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতীত কর্ম্মফলস্বীকারে প্রয়োজন কি? অদৃষ্টকারণস্বীকার অপেক্ষা শুক্রার্ত্তব সংযোগরূপ দৃষ্টকারণ স্বীকার করাইত ভাল।

গুরু। যাহাদের জীবন এবং ক্রিয়াআছে তাহাদের জন্মান্তর কর্ম্মসাপেক্ষ। জড়াত্মক বালুকারাশিরসংযোগে কেবল ঈশ্বরেচ্ছাই কারণ হইতেপারে, কিন্তু বীজাধানাদি ক্রিয়াজনিত জীবোৎপত্তিতে

কর্ম্মই কারণ। সেই কর্ম্মসমুদয়মধ্যে, কতগুলি দৃষ্ট এবং কতগুলি অদৃষ্ট। শুক্রার্ত্তব সংযোগরূপ কারণ, দৃষ্টমধ্যেই পরিগণিত হইতে-পারে, কিন্তু সেইশুক্রশোণিতোৎপত্তির কারণ পিতামাতার আহার। কারণ আহারের সারাংশই শুক্রশোণিতরূপে পরিণতহয়; অতএব সন্তানোৎপাদনে পিতামাতার আহারাদি অদৃষ্ট কারণ। আহার্য্য বস্তু, সংগ্রহসাপেক্ষ, এবং কারণীভূতমাতৃপিতৃশরীরে আবার পিতামহ মাতামহাদির শুক্রাধানাদি, কারণ। এইরূপ কারণানু-সন্ধিৎসু হইলে দেখাযাইবে যে, মনুষ্যদেহোৎপত্তির কারণ অদৃষ্ট কর্ম্ম। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম, এবং বাসনাই জন্মান্তরের কারণ। তাহা না হইয়া যদি কেবল ক্ষিত্যাদি ভূতমাত্র কারণ হইত, তবে জগতের সমস্ত বস্তুই একরূপ হইত; যেহেতু পঞ্চভূতাত্মক উপাদান সক-লেরই সমান। তুল্যউপাদান হইতে উৎপন্ন মনুষ্যগণমধ্যে কেহ উচ্চবংশে কেহ নীচজাতিতে উৎপন্ন, কেহ প্রশংসিত, কেহবা ঘৃণিত, কেহ অসংখ্যব্যাধিগ্রস্ত, কেহবা নীরোগ ও বলিষ্ঠ হয় কেন? ইহারকি কোনও কারণ নাই? ঈশ্বর কি এমনই পক্ষপাতী যে, তিনি বিনাকারণেই একেকে সম্রাট্ ও অপরকে ভিক্ষাজীবীকরিয়া সৃষ্টিকরেন; ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিনা। পূর্ব্বজন্মা-র্জ্জিত কর্ম্মই এই মহদ্ভেদের মূলীভূত কারণ। আত্মা এক, তথাপি বুদ্ধির দোষগুণানুসারে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট হইয়াথাকে, এবং বুদ্ধির অনু-রূপ সদসৎ কার্য্য করিয়া জন্মান্তরগ্রহণদ্বারা ভুক্তাবশিষ্ট ফলভোগ করিয়াথাকে। সেইজন্য জগতে পার্থক্য দৃষ্টহয়, কেহ কেহ বলেন "স্বাস্থ্য এবং রূপাদির কারণ শুক্রার্ত্তব, অর্থাৎ পিতামাতার শরীর সুস্থ হইলে সন্তানও সুস্থশরীর হয় এবং মাতাপিতা রুগ্ন হইলে সন্তানের রোগ অবশ্যম্ভাবী" এই কথা স্বীকারকরি বটে কিন্তু সকল স্থলে নহে; অনেক সময়ে যমজসন্তানের মধ্যে একটীকে নীরোগ

দেখাযায় অপরটি শ্বিত্রকুষ্ঠাদি ভীষণ রোগে আক্রান্ত দৃষ্টহয়, রোগের কারণ যদি কেবল শুক্রার্ত্তব হইত, তবে উভয়ই নীরোগ অথবা উভয়ই শ্বিত্রাদিরোগযুক্তহইত। উভয়ের অবস্থার পার্থক্যে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতীতহয় যে, রোগাদির কারণ অদৃষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত কর্ম্মই জন্মান্তর, সুখদুঃখ ও রোগাদির কারণ। একব্যক্তির দশজন সন্তান হয়, তন্মধ্যে কেহ সম্রাট্ হন্ কেহ বা বনবাসী হইয়া জীবন অতিবাহিত করেন। জন্মান্তরকৃত কর্ম্ম কি ইহার কারণ নহে? ন্যায়দর্শনকার, জন্মান্তরের কর্ম্মফলের কারণতাপ্রতিপাদনে আরও একটী অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রদর্শন করেন।

উপপন্নশ্চ তদ্বিয়োগঃ কর্ম্মক্ষয়োপপত্তেঃ ॥

ন্যায় দঃ, ২য় আঃ, ৩য় অঃ, ৭২ সূত্রং ॥

জন্মান্তর যদি কর্ম্মনিমিত্তক বলাযায়, তবে কালে আত্মার মুক্তিহইতে পারে; মুক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রও রক্ষিতহয়। কারণ, শরীরের কারণীভূত কর্ম্মের বিনাশআছে, সুতরাং কর্ম্মের বিনাশহইলেই আত্মার শরীরসম্বন্ধ বিনষ্ট হয় এবং আত্মা মুক্তিলাভকরিতেপারে। কিন্তু দেহোৎপত্তির কারণ কর্ম্ম নাবলিয়া যদি পঞ্চভূতমাত্রকেই হেতু বলাযায়, তবে আত্মার আর মুক্তি হইতেপারেনা; যেহেতু শরীরউৎপত্তির কারণীভূত পঞ্চভূতের বিনাশ নাই। কারণবিনষ্ট নাহইলে দেহোৎপত্তিরূপ কার্য্য অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ অনন্তকালই কার্য্য জন্মাইবে। অতএব আত্মার আর মুক্তি হইতে পারেনা।

জন্মান্তরস্বীকারে ভগবান্ গোতম আরও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন

আত্মনিত্যত্বে প্রেত্যভাব সিদ্ধিঃ ॥

ন্যায় দঃ, ৪র্থ অঃ, ১ম আঃ, ১০ম সুঃ ॥

আত্মার নিত্যত্বনিবন্ধন প্রেত্যভাব অর্থাৎ দেহ পরিত্যাগের

পর জন্মান্তর অবশ্যই স্বীকার্য্য। আমাদের আত্মা যে, অবিনশ্বর নিত্য, এসম্বন্ধে কোন সংশয় বা মতদ্বৈধ নাই। সুতরাং আমাদের দেহ বিনাশেরপর আত্মাবিনষ্ট হয়না, অথচ মুক্তিলাভের উপযুক্ত নাহওয়াপর্য্যন্ত ঈশ্বরেও লীন হইতেপারেনা। অতএব অবশ্যই স্বীকারকরিতে হইবে যে, মুক্তিলাভ না হওয়া যাবৎ অবিনাশীআত্মা পুনঃ পুনঃ শরীর গ্রহণকরিয়া থাকে। পাতঞ্জলদর্শন ও জন্মান্তরের পক্ষপাতী যথা—

সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ

পাতঞ্জল দঃ, সাঃ পাঃ, ১৩ সূ

অবিদ্যাদি ক্লেশ বিদূরিত নাহইলে অর্থাৎ অবিদ্যাদি বর্ত্তমান থাকিলে কর্ম্মের পরিণামস্বরূপ জন্ম, আয়ুঃ এবং সুখদুঃখাদিফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু অবিদ্যাদি বিদূরিতহইলে কর্ম্ম থাকাসত্ত্বেও কর্ম্মের পরিণামফলস্বরূপ জন্মান্তর বা সুখদুঃখাদির ভোগ হয়না। যেমন তুষাদিবেষ্টিত তণ্ডুলাদিবীজ অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ; সেইবীজ যদি তুষবিরহিত অথবা দগ্ধহয় তবে আর তাহার উৎপাদিকা-শক্তি থাকেনা। সেইরূপ কর্ম্মও অবিদ্যাদিকৃত হইলেই অর্থাৎ অজ্ঞানাবস্থার কর্ম্মই জন্ম ও সুখদুঃখাদির কারণ হয়। অবিদ্যাদি বিনষ্টহইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্নহইলে আর কর্ম্মের জন্মান্তরোৎপাদনাদি শক্তি থাকেনা; তখন কর্ম্ম, তুষশূন্যবীজ বা দগ্ধবীজের ন্যায় ফলোৎপাদনে অক্ষমহয় অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম্ম, বন্ধ বা দুঃখের কারণ হয়না। নিষ্কাম নির্লিপ্ত জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, কখনও কর্ম্মফলের বশীভূত হননা। পাপাশয়লোক ভক্ষণেরজন্য বিষপ্রদান করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় কিন্তু সাধুচেতাঃ চিকিৎসক ঐকার্য্য করিয়াও দণ্ডিত হননা। অতএব কেবল কর্ম্ম, দুঃখবন্ধাদির কারণ নহে, উদ্দেশ্যবিশিষ্ট কর্ম্মই কারণ। অবিদ্যাভিভূত সংসারী বাসনাও

কর্ম্মের বশীভূত হইয়া পুনঃপুনঃ জন্মান্তর গ্রহণকরিয়াথাকে।

শিষ্য। এই জগতে দেখাযায় যেব্যক্তি কার্য্যকরে সেই কর্ম্ম-কর্ত্তাই কর্ম্মফল ভোগকরে কিন্তু জীবের ত কোনকার্যেই কর্ত্তৃত্বনাই, তবে জীব কেন কর্ম্মফল ভোগকরিবে?

গুরু। সাংখ্যকার কপিল যাহা বলিয়াছেন তাহাতেই তোমার প্রশ্নের উত্তরহয় যথা—

অকর্ত্তুরপি ফলভোগোঽন্নাদ্যবৎ॥

সাংখ্য দঃ, ১ম অঃ, ১০৫ সূত্রম্

যেমন কৃষকের উৎপাদিত তণ্ডুলাদিরভোগ অন্যব্যক্তি করিয়াথাকে সেইরূপ এক ব্যক্তিকৃত কর্ম্মের ফলভোগী অন্যও হইতেপারে। রাজা, যেমন সেনাকৃত যুদ্ধের ফলভোগী হইয়াথাকেন, সেইরূপ জীবও বুদ্ধ্যাদিকৃত কর্ম্মের ফলভোগী হয়। চৌরসংসর্গকারী সাধুও অভিযুক্ত এবং রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া থাকেন।

সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিকগণ গভীর গবেষণাদ্বারা যে জন্মান্তর প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস স্থাপনকরা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আত্মার ক্রমোন্নতিদ্বারাও নিঃসন্দেহরূপে জন্মান্তর প্রতিপন্ন হইতেছে। কীটহইতে যে, প্রজাপতি উৎপন্নহয়, তাহাকি দেহান্তর বা জন্মান্তর স্বীকারের প্রত্যক্ষ সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নহে?

জন্মান্তর সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতিনরোঽপরাণি।

তথাশরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

বস্ত্র পুরাতন ও জীর্ণহইলে যেমন মনুষ্য ঐবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতনবস্ত্র গ্রহণকরে, সেইরূপ দেহীও পুরাতন জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণকরে।

শিষ্য। জলৌকার তৃণান্তরগ্রহণ এবং মনুষ্যের বস্ত্রান্তর

গ্রহণেরন্যায় কি দেহী তৎক্ষণাৎই দেহান্তর গ্রহণকরিয়া থাকে ?

গুরু। না, দেহত্যাগসময়েই দেহান্তর গ্রহণকরেনা কিন্তু তখন কর্ম্ম ও বাসনানুরূপ দেহ অবধারিত হয়। মৃত্যুরপরে সূক্ষ্মশরীরধারী আত্মা চন্দ্রমণ্ডলে গমনকরিয়া পুণ্যানুরূপ কাল অবস্থান করতঃ তদনন্তর শরীর পরিগ্রহকরে। লোকের যেরূপ কর্ম্ম ও যেরূপ বাসনা, তদনুরূপ দেহই প্রাপ্তহয়। মনুষ্য যদি চিরজীবন দুষ্কর্ম্মকরিয়াও শেষসময়ে সদনুষ্ঠানকরে এবং ঈশ্বরচিন্তানিরতহয়, তবে সে অবশ্যই সদ্গতি লাভকরিয়া উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে; এবং আজন্ম পুণ্যকার্য্য করিয়া শেষকালে পাপাসক্ত হইলে অধোগন্তহইয়া নীচযোনি প্রাপ্তহয়। সেইজন্যই কখনও কখনও চণ্ডালাদি নীচশ্রেণীতেও বিশেষ প্রতিভাশালী ও ধর্ম্মপরায়ণ লোক দৃষ্ট হয়। এই কারণেই মনুষ্যগণ বৃদ্ধাবস্থায় বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াথাকেন।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ভগবদ্গীতা॥

হে কৌন্তেয়! লোক যেসকল ভাব চিন্তা করিতে করিতে, অন্ত সময়ে দেহত্যাগকরে; তদাসক্তচিত্ত হইয়া সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধনোপার্জ্জনের জন্য চিরকাল যত্নবান থাকিয়া নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছে এবং অর্থোপার্জ্জনে চিত্তের একাগ্রতানিবন্ধন মৃত্যুকালেও অর্থচিন্তা করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে সে, জন্মান্তরে অর্থোপার্জ্জনে অবশ্যই নিপুণ হইবে, সন্দেহ নাই। যাহার চৌর্য্যে অনুরক্তি আছে, এবং আজন্ম তাহার চিন্তাকরে, সে জন্মান্তরে নিশ্চয়ই সুনিপুণ চৌর হইবে। অন্তকালে পশুরূপ চিন্তা করিয়া পশুত্ব পর্য্যন্তও প্রাপ্তহয়। বস্তুতঃ কর্ম্ম এবং চিন্তাদ্বারা যে, লোক তন্ময়ত্ব প্রাপ্তহয় তাহার ভূরি

ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়াযায়। উচ্চশ্রেণীর লোকও যদি পণ্যজীবীহয়, তবে তাহার হৃদয়ের উচ্চভাব বিনষ্টহয় এবং তাহার হৃদয়, মিথ্যা-বঞ্চনাপ্রভৃতি বিবিধ নীচতার অধিকৃত হয়।

তুমি যদি নিজকে সর্ব্বদা ঈশ্বরাংশ বলিয়া চিন্তাকরিতেপার এবং পরোপকারাদি সৎকর্ম্মগুলিকে নিজ কর্ত্তব্য বলিয়া সর্ব্বদা চিন্তা করিতেপার, তবে তুমি অল্পদিন মধ্যেই দেববৎ পূজনীয় হইতে পার; আর যদি নিজকে দস্যু বলিয়া চিন্তাকর এবং পরের ধন-প্রাণাদিহরণকরাই নিজকর্ত্তব্য মনে কর, তবে তুমি অচিরেই ভীষণ বিখ্যাত দস্যু হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। নিজকে যে যেরূপ চিন্তাকরে সে তাহাই হয়। যিনি নিজকে স্বর্গের দেবাসনে উপবিষ্ট রাখিতে ইচ্ছাকরেন তিনি দেবতা হন্, যাহার চিত্ত পাপানুরক্ত সে ভীষণ নরকের কীট হইয়াথাকে। স্বচিন্তাদ্বারা যদি মনঃ পরিবর্ত্তিত হইতেপারে তবে দেহ পরিবর্ত্তিত হইতেপারিবেনা কেন?

রাজা ভরত, রাজত্ব পরিত্যাগকরিয়া সন্যাসধর্ম্মানুসারে বনবাসী হইয়া মৃগশিশুর মায়ায় অভিভূত এবং তদ্গতচিত্ত হইয়াছিলেন বিধায় মৃত্যুকালেও মৃগশিশুকে চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগকরিয়া হরিণযোনি প্রাপ্তহইয়াছিলেন। অতএব চিত্তই সংসারের মূল। চিত্ত যাহা চিন্তাকরে তাহাই হইয়াথাকে। ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন

> যথা বাসনয়া জন্তো বিষমপ্যমৃতায়তে।
> অসত্যঃ সত্যতামেতি পদার্থো ভাবনাওথা॥ ক॥
> অমৃতত্বং বিষংযাতি সদৈবামৃতবেদনাৎ।
> শত্রুর্মিত্রত্ব মায়াতি মিত্রসংবিত্তি বেদনাৎ॥ খ॥
> মধুরং কটুতামেতি কটুভাবেন চিন্তিতম্।
> কটু চায়াতি মাধুর্য্যং মধুরত্বেন চিন্তিতম্॥ গ॥ যোগাবাশিষ্ঠ।

প্রাণিগণ অমৃতবোধে যদি বিষাক্তবস্তু ভক্ষণকরে তবে সেই বস্তু অমৃত-কল্প হইয়াথাকে। অসত্য বস্তুও তাদৃশ চিন্তাদ্বারা সত্যতাপ্রাপ্তহয়॥ ক॥

বিষে অমৃত চিন্তা করিলে সেই বিষ অমৃত হইয়াথাকে। মিত্ররূপে চিন্তা করিলে শত্রুও মিত্র হইয়াথাকে॥ খ॥

মধুররসযুক্ত বস্তুতে যদি সর্ব্বদা কটুভাব চিন্তাকরাযায়, তবে ঐ বস্তু কটুত্ব প্রাপ্তহয় অর্থাৎ কটু বলিয়া বোধহয়। আর কটুরসযুক্ত বস্তুতে যদি সর্ব্বদা মাধুর্য্য চিন্তা করাযায় তবে ঐ কটু বস্তুও মধুর বলিয়া প্রতীতহয়। গ। প্রিয়তম পুত্রভার্য্যাদিতে সর্ব্বদা গুণের আরোপ করাহয় বলিয়াই তাহারা জগতে অতুলনীয় গুণাধার ও প্রিয়দর্শন হইয়াথাকে। তোমার পুত্র কি অন্য কাহারও অতুলনীয় প্রিয়-দর্শন হয়? বস্তুতঃ চিত্তের কল্পনাদ্বারা অসত্যও সত্যহয় এবং সত্যও অসত্য হয়। পালাজ্বরে অভিভূত ব্যক্তি, জ্বরের সময় উপ-স্থিত হইলে, যদি জ্বরচিন্তাকরে তবে নিশ্চিতই সে জ্বরাক্রান্তহয়। কিন্তু যদি জ্বর হইবেনা বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতেপারে, তবে জ্বর হয়না। এইজন্যই পালাজ্বরে রোগীকে অন্যমনস্ক রাখার ব্যবস্থা। রুগ্ন মুমূর্ষু ব্যক্তি যদি মৃত্যু চিন্তাকরে তবে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এইজন্যই বিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীকে অভয়দান করিয়াথাকেন, এবং যাহাতে মৃত্যুচিন্তা বা রোগচিন্তা, রোগীর হৃদয়ে স্থান নাপায় তাহাই করিয়া থাকেন। যোগিগণ, যোগবলে একাগ্র চিন্তাদ্বারা অন্যশরীরে প্রবেশকরিতে পারেন। বর্ত্তমানসময়ে বিশ্বাসের অভাব বশতঃ চিত্তের একাগ্রতা নাই, সেইজন্যই যোগ-সাধন বা দেবতাসিদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয়না। একাগ্রচিত্তে যাহা চিন্তাকরা যায় তাহাই সম্পাদনকরিতে পারাযায়। চিন্তাদ্বারা অনিষ্ট-জনক কার্য্য অল্পকালমধ্যেই সম্পাদিত হয় অর্থাৎ রোগাদিদ্বারা আক্রান্ত হওয়াযায় সেজন্য অনায়াসে তাহার উপলব্ধি হয়। যোগ-সাধনাদি দীর্ঘকাল সাপেক্ষ, সেইজন্যই তাহা দৃষ্টিগোচরে পতিত হয়না। অন্ধকারময় রাত্রিতে জনশূন্য অরণ্যমধ্যে যদি কোনও

ভীরুব্যক্তি একাকী গমনকরে তবে সে, বৃক্ষে বা গুল্মগুচ্ছে বিকট ভীষণমূর্ত্তির কল্পনাকরিয়া ভীত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াথাকে। অন্ধকারময়ী রজনীতে নির্জ্জন শ্মশানভূমির নিকটবর্ত্তী হইয়া কে না ভূত প্রেতাদির কল্পনা করিয়া ভীতহয়? অনেকে ভীতিপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিতহয়। সংসারে এরূপ লোকও আছে যে, যদি তাহাকে কচুবলিয়া কলার ব্যঞ্জন দেওয়াযায় তবে ঐকল্পিত বিষাক্ত ব্যঞ্জনেরবিষে তাহার গলা ফুলিয়া উঠে। যদি কোন উপাদেয় উত্তম বস্তু ভক্ষণকরিয়াও তদ্দ্বারা অনিষ্টহইবে বলিয়া চিন্তাকরা যায়, তবে ঐ ভক্ষিতবস্তু অবশ্যই অনিষ্টোৎপাদক হইবে। চিন্তার আধিক্যে সর্ব্ববিধ কল্পনাই ফলবতী হয়। যদিতুমি যথার্থ মিত্রকে শত্রুবলিয়া সর্ব্বদা চিন্তাকর, তবে আজ নাহউক দশদিন বা দশবৎসর পরে তোমার সেইমিত্র ঘোরশত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। একাগ্রমনে যাহার যেভাবে চিন্তাকরা যায় সে সেইভাবে মূর্ত্তিপরিগ্রহকরিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। মৃত্যুসময়েও যেরূপ চিন্তাকরা যায় জন্মান্তরে তাহাই লাভহয়।

শিষ্য। মৃত্যুর পরে জীবের লোকান্তর গমন এবং তথাহইতে সংসারগতি কিরূপে সম্পন্ন হয়? তাহা আমাকে বিশদরূপে বুঝাইয়া চরিতার্থ করুন।

"দ্যুপর্জ্জন্যপৃথিবীপুরুষযোষিৎসু পঞ্চস্বগ্নিষু শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্নরেতোরূপাঃ পঞ্চআহুতয়ঃ।"

"পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসোভবন্তি" ইতিশ্রুতি।

প্রথমতঃ স্বর্গরূপ অগ্নিতে শ্রদ্ধারূপ আহুতি প্রদত্ত হইয়াথাকে তদনন্তর মেঘরূপ অগ্নিতে সোমরূপ আহুতি ও পৃথিবীতে বৃষ্টিরূপ আহুতি এবং পুরুষরূপ অগ্নিতে অন্নাহুতি এবং স্ত্রী রূপ অগ্নিতে

রেতোরূপ আহুতি প্রদত্ত হয়। পঞ্চমী আহুতিস্ত্রীতে রেতোনিষেক হইলেই মনুষ্যের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ আত্মা শ্রদ্ধালব্ধ চন্দ্রলোকহইতে আকাশে, আকাশ হইতে মেঘে, মেঘহইতে পৃথিবীতে পৃথিবীহইতে পুরুষে, পুরুষহইতে রেতোরূপে স্ত্রীতে, নিষিক্ত হইলেই মনুষ্যের উৎপত্তি হয়।

শিষ্য। পাপী পুণ্যাত্মা এই উভয়বিধ লোকই কি চন্দ্রমণ্ডলে গমনকরে? যদি তাহাই হয়, তবে পাপপুণ্যের পার্থক্য কি? লোক পাপকার্য্যহইতে বিরতই বা কেন হইবে?

গুরু। মৃত্যুর পর আত্মা আকাশগামী হইয়াথাকে, এই সাধারণ নিয়ম সকলেরই সমান। প্রভেদ এই যে, পুণ্যবান্ ব্যক্তি চন্দ্রমণ্ডলে দীর্ঘকাল অবস্থানকরেন কিন্তু পাপিগণ তৎক্ষণাৎ অবরোহণ করে এবং নরকবাসাদি যন্ত্রণা সহ্যকরে। পাপিগণের স্বর্গভোগ নাথাকিলেও মার্গান্তরাভাববশতঃ শরীর পরিগ্রহার্থ আকাশে গমনকরিতে হয়। দেহপরিগ্রহের যে প্রণালী উক্ত হইয়াছে তাহাতে দ্যুলোক গমন আবশ্যক। পাপিগণ আকাশে অবস্থান করিতে পারেনা।

শিষ্য। ধর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তিমাত্রেই কি চন্দ্রমণ্ডলে বাসকরেন এবং সমভাবে যাতায়াতকরেন? যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেনা তাহাদেরই বা কিরূপে মৃত্যু এবং জন্মান্তর হয়?

গুরু। ধার্ম্মিকব্যক্তিমাত্রেই চন্দ্রলোকে বাসকরেননা। কর্ম্মিগণ পিতৃযানপথে চন্দ্রলোকে উত্থিতহন এবং উপযুক্তকাল তথায় অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জ্ঞানিগণ দেবযান পথে স্বর্গারোহণ করেন, তাঁহাদের পুনরাবর্ত্তন নাই।

বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥

বেঃ দঃ, ৩য় অঃ, ১ম পাঃ, ১৭ সূত্রম্।

গুলি নিঃশেষিত হয়, ঐশ্বর্য্যাদিপ্রাপ্তিজনক কার্য্যগুলি থাকিয়াযায়; বিশেষতঃ সকাম মনুষ্যগণের আত্মাতে ভোগবাসনা অতি উদ্দীপ্ত থাকে সুতরাং অবশিষ্ট কর্ম্ম এবং বাসনার বশীভূতহইয়া পুনর্ব্বার ভোগদেহ গ্রহণকরে। এসম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য এই--

"তৎ যইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসোহ যত্তে রমণীয়াং যোনি মাপস্তেরন্ ব্রাহ্মণ যোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা; অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাসোহ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপস্তেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা" ইতি।

অর্থাৎ যাঁহাদের কর্ম্ম উৎকৃষ্ট তাঁহারা সেই উত্তম কর্ম্মদ্বারা চন্দ্র-লোকে সুখানুভব করিয়া পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব অথবা বৈশ্য-যোনি প্রাপ্তহইয়া থাকেন, যাহাদের নিকৃষ্টকর্ম্মেরই প্রাচুর্য্য, তাহারা অল্পমাত্র পুণ্যফলে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির পরেই অপকৃষ্ট শ্বযোনি অথবা শূকরযোনি বা চণ্ডালাদিযোনি প্রাপ্তহইয়াথাকে।

এ সকল শ্রুতিবাক্য অবলম্বন করিয়াই বেদান্তদর্শনকার বলিয়াছেন-

কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেত মনেবঞ্চ ॥

বেঃ দঃ, ৩য় অঃ, ১ম পাঃ, ৮ম সূত্রম্ ॥

অনুষ্ঠিত কার্য্যফল, ভোগদ্বারা শেষপ্রায় হইলে অনুশয়বান্ অর্থাৎ অবশিষ্ট কর্ম্মসহিত জীব আরোহণপথে অথবা মার্গান্তরদ্বারা অবরোহণ করে। "যইহ রমণীয়চরণা" ইত্যাদি শ্রুতি এবং অন্যবিধ শাস্ত্র দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। চন্দ্রমণ্ডলহইতে অবরোহণক্রম এই-চন্দ্রমণ্ডলহইতে আকাশে বিচ্যুত হয়, আকাশহইতে বায়ুতে পরিণত হয়, বায়ু, ধূমে, এবং ধূম মেঘে পরিণত হয়, সেই মেঘ দ্রবীভূত হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণতহয়, জলবর্ষণে ব্রীহিযবাদি উৎপন্নহয় সেই ব্রীহিযবাদিরূপ খাদ্যের সারাংশ শুক্ররূপে পরিণতহই

কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ্যাদিযোনিতে নিষিক্ত হয়, তাহা হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি। চৈতন্যময় সূক্ষ্ম আত্মা আকাশাদি সমস্ত বস্তুতেই অবস্থান করেন, কিন্তু উপযুক্ত শরীরের অভাবনিবন্ধন জ্ঞানের বিকাশ হয়না। শিশিরবিন্দুমধ্যে যেমন চন্দ্রসূর্য্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া দর্শনের উপযোগী হয়না কিন্তু ঘটশরাবাদিস্থিত জলে সম্যক্‌রূপে প্রতিফলিতহয়, সেইরূপ চৈতন্যময় আত্মাও হস্তপদাদি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শরীরেই বিকাশিতহন। ক্রমে সেই দেহ যতই পূর্ণতাপ্রাপ্তহয় জ্ঞানের বিকাশ ততই বিস্তৃতহয়। দীপালোকে গৃহস্থিত স্থূলবস্তু সকল দৃষ্টহয় বটে কিন্তু সূক্ষ্মতম বস্তু দৃষ্টহয়না। সেস্থলে যেমন দীপরূপ কারণসত্ত্বেও দর্শনরূপ কার্য্য হয়না, সেইরূপ অনুপযুক্ত শরীরে অর্থাৎ আকাশমেঘাদিতে জ্ঞানময় আত্মার বিদ্যমানতা থাকিলেও ঐ অবস্থায় জ্ঞানের বিকাশ হয়না।

শিষ্য। কর্ম্মফলই যদি জন্মান্তরগ্রহণ এবং উন্নতি অবনতির কারণ হয় তবে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব কিরূপে রক্ষিতহয়?

গুরু। ঈশ্বর বস্তুতই কর্ত্তা নহেন, এসম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক বলিয়াছি। যেমন আলোকময় সূর্য্যের জগদ্ব্যাপীকিরণে, জগৎ আলোকিত হয় কিন্তু সেই আলোক অট্টালিকার অভ্যন্তরে বা পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিতেপারেনা সেইরূপ বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি সমষ্টিস্বরূপ মনুষ্যও জ্ঞানময় শরীরগত ঈশ্বরকে অবিদ্যাবরণে আবৃত রাখিয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্যকরে এবং তদনুরূপ ফলভোগকরে। গৃহাদিরূপ আবরণে যেমন জগদ্ব্যাপী আলোক আবৃতহয়, সেইরূপ অবিদ্যার আবরণেও জ্ঞানময় ঈশ্বর আবৃত হন। আলোকময় সূর্য্য যেমন জাগতিককার্য্য সম্পাদনের নিমিত্তকারণ, জ্ঞানময় ঈশ্বরও সেইরূপ নিমিত্তকারণ, বাস্তবিক কর্ত্তা নহেন।



মুক্তি।

শিষ্য। মুক্তি কি? এবং কি উপায়েই বা হইয়াথাকে?

গুরু।

ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ॥

সাং দঃ, ১ম অঃ, ১ম সূত্র।

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্য নিবৃত্তিই অত্যন্ত পুরুষার্থ অর্থাৎ মুক্তি। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক—শরী মনঃসম্বন্ধী ব্যাধিআধি প্রভৃতি; আধিভৌতিক—ব্যাঘ্রাদিভূতজনি পীড়া; এবং আধিদৈবিক—অগ্নিবায়ু প্রভৃতি জনিত দাহশীতাদি; এ ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিই মুক্তি। কিন্তু সুখদুঃখাদি চিত্তেরধর্ম্ম; আত্মা নহে। আত্মার বন্ধমুক্তি আরোপিত। অতএব মুক্তি, আত্মা অবস্থান্তর নহে; অবিদ্যার বিনাশই আত্মার মুক্তি। নির্লি আত্মার বন্ধ নাই সুতরাং মুক্তি ও নাই। আত্মার যদি বন্ধের সম্ভ বনা থাকিত তবেই মুক্তির প্রয়োজন হইত, বস্তুতঃ নিত্যশুদ্ধ বু মুক্ত আত্মার বন্ধব্যবহার ভ্রান্তিমূলক। বন্ধ যদি স্বাভাবিক হই তবে কখনও মুক্তিলাভ হইতনা।

যদ্যাত্মা মলিনোঽস্বচ্ছো বিকারীস্যাৎ স্বভাবতঃ।
নহিতস্যভবেন্মুক্তি র্জন্মান্তর শতৈরপি॥ ঈশ্বরগীতা॥

আত্মা যদি স্বভাবতঃই মলিন অনির্ম্মল বা সুখদুঃখাদিরূপ বিকার গ্রস্ত হইত তবে আত্মার শতজন্মেও মুক্তি হইতনা।

বস্তুতঃ যাহা যাহার স্বভাব, শতচেষ্টাতেও তাহা অপনীত হয়না। যত্নদ্বারা কখনওকি অগ্নির উষ্ণত্ব, জলের শৈত্য ও জ্যোৎস্নার ঔজ্জ্বল্য অপনীত হয়?

শিষ্য। কার্য্যদ্বারা ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন দৃষ্টহয়। জল যদি অগ্নিসন্তপ্ত হয় তবে উহার শৈত্যগুণ বিনষ্ট হইয়া উষ্ণত্ব হয়। শুক্লবস্ত্র, নীলরঞ্জিত হইলে স্বাভাবিক শুক্লত্ব নষ্টহয় এবং বিকৃত নীলত্ব প্রতিভাত হয়।

গুরু। অবস্থা এবং কর্ম্ম দেহেন্দ্রিয়াদির, আত্মার নহে; সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদির অবস্থাপরিবর্ত্তনে বা কর্ম্মদ্বারা আত্মার বন্ধের সম্ভাবনা নাই, তবে যে আত্মার বন্ধমুক্তি ব্যবহার হয় তাহার কারণ বেদান্তমতে বুদ্ধিসংযোগ; সাংখ্যমতে প্রকৃতিসংযোগই আরোপিত বন্ধের হেতু।

ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্‌যোগস্তদ্‌যোগাদৃতে॥

সাং দঃ, ১ অঃ, ১৯ সূ।

আত্মা নিরন্তর শুদ্ধ জ্ঞানময় মুক্ত; অতএব প্রকৃতিসংযোগ ভিন্ন আত্মার বন্ধযোগ অসম্ভব। সাংখ্যমতে প্রকৃতি, সংসারের মূল; সুতরাং বন্ধেরও কারণ। প্রকৃতিসংযোগেই পুরুষ সংসারবদ্ধ হন। বেদান্তমতে অজ্ঞান বা অবিদ্যাই সংসার ও বন্ধমোক্ষাদির কারণরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

অবিবেক বা অজ্ঞানই বন্ধমুক্তির কারণ, তদ্ভিন্ন অন্যকোনও কারণ নাই। যেমন জবাপুষ্প সন্নিহিত শুদ্ধস্ফটিকে রক্তত্ব আরোপিত হয়, কিন্তু জবাপুষ্প অপসারিত হইলেই স্ফটিকের ভ্রান্তরক্তত্ব অপনীত হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধআত্মাও বুদ্ধ্যাদি উপাধিবিশিষ্ট হইলে সংসারী বা বদ্ধহন; বুদ্ধি বা অবিদ্যা নষ্টহইলেই স্বাভাবিক মুক্তিলাভ করিয়াথাকেন।

যথাহি কেবলোরক্তঃ স্ফটিকো লক্ষ্যতেজনৈঃ।
রঞ্জকাদ্যপধানেন তদ্বৎ পরমপুরুষঃ॥

যেমন স্ফটিক, রঞ্জকবস্তুর সন্নিধানে রক্তাভ প্রতীতহয় এবং রঞ্জ বস্তুর অপসারণে আবার বিশুদ্ধ স্ফটিকই হইয়াথাকে, সেইরূপ পর পুরুষও অবিদ্যাবিরহিত হইলেই মুক্ত হন।

চিত্তং কারণমর্থানাং তস্মিন্নস্তি জগত্রয়ং।

তস্মিন্‌ক্ষীণে জগৎক্ষীণং তচ্চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ॥ যোগবাশিষ্ট।

নায়ংজনোমে সুখদুঃখহেতু র্নদেবতাত্মাগ্রহকর্ম্মকালাঃ।

মনঃপরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েৎ যৎ॥ শ্রীমদ্ভাগবতং। ১১।২৩।৪২

মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।

চিত্তই সংসারের মূল, চিত্তমধ্যে ত্রিজগৎ অবস্থিত, সেই চিত্ত ক্ষী অর্থাৎ বাসনাশূন্য হইলে, জগৎ ক্ষীণ অর্থাৎ আত্মার মুক্তিহয় অতএব চিত্তকে নির্দ্দোষকরিতে যত্নকরা উচিত।

সুখদুঃখের কারণ অন্যমনুষ্য নহে, এবং দেবতা, আত্মা, গ্র কর্ম্ম অথবা কালও সুখদুঃখের কারণনহে ; যে মনঃ সংসারচক্রকে ঘুরাইতেছে উহাই একমাত্র সুখদুঃখের হেতু

ঐ মনই মনুষ্যগণের বন্ধমুক্তির কারণ। আত্মাকে বদ্ধবলিয় চিন্তাকরিলেই আত্মা বদ্ধহয়। আবার জ্ঞানবলে মুক্তবলিয়া চিন্তা করিতে পারিলেই আত্মা মুক্তহয়।

নাহং দুঃখীনমে দেহো বন্ধঃ কস্মাম্ময়িস্থিতঃ।

ইতিভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ মুচ্যতে॥

আমার দুঃখনাই, দেহ নাই তবে বন্ধথাকিবে কিরূপে? এইভাবে অনুরূপ ব্যবহারদ্বারা মনুষ্য সংসারপাশহইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ "আত্মা সংসারবন্ধনে বদ্ধনহে" এইজ্ঞান উৎপন্ন হই লেই মনুষ্য মুক্তিলাভ করেন।

ক্ষণভঙ্গুর সুখদুঃখ, কল্পনাসমুদ্রের উচ্ছাসিত তরঙ্গভিন্ন আ কিছুইনহে, ভ্রান্তিবাত্যা প্রশমিত হইলেই ঐ প্রবলতরঙ্গ গুলি, শান্তিম গম্ভীরসাগরের অনন্তদেহে মিশিয়াযায়।

বন্ধমোক্ষৌ সুখদুঃখং মোহাপত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নে যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্নতু বাস্তবী॥

আত্মার বন্ধ, মোক্ষ, সুখ, দুঃখ, মোহাপত্তি ও সংসার এই সমস্তই ভ্রান্তিমূলক সুতরাং স্বপ্নদৃশ্যেরন্যায় মিথ্যা; কিছুই বাস্তবিক নহে।

শিষ্য। বন্ধ বা সংসার যদি বস্তুতই মিথ্যা হয়, তবে বন্ধের নিবৃত্তির জন্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন কি? কেবল "আমার বন্ধ নাই" এইরূপকথা মুখেবলিলেই ত জীবের বন্ধ বিমুক্তিহইতে পারে? বহুজন্মার্জ্জিত জ্ঞানযোগের প্রয়োজন কি?

গুরু। তোমার প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্যকার বলিয়াছেন

যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্মূঢ়বদ
পরোক্ষাদৃতে॥ সাং দঃ

প্রত্যক্ষভিন্ন যুক্তিশ্রবণদ্বারা বন্ধভ্রম বিদূরিত হয়না। যেমন দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তির ভ্রম, অন্যের বাক্যদ্বারা বা সূর্য্যাদি দর্শনদ্বারা বিদূরিত হয়না; সেইরূপ সংসার-মূঢ় ব্যক্তির ভ্রমও যুক্তিদ্বারা অপনীত হয়না। দক্ষিণকে পূর্ব্ববলিয়া যেব্যক্তির ভ্রম হইয়াছে সেব্যক্তির ভ্রম অন্যের বাক্যমাত্রদ্বারা অথবা সূর্য্য দর্শনদ্বারা অপনীত হয়না। যদি আবার দক্ষিণকে দক্ষিণরূপে দর্শনকরিতেপারে তবেই ভ্রান্তি বিদূরিত হয় অর্থাৎ সত্যজ্ঞান যখন স্বয়ং উৎপন্নহয়, তখনই মিথ্যাজ্ঞান নষ্টহয়। সেইরূপ বন্ধাদিভ্রমও কেবল যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা অপনীত হয়না; জ্ঞানসাক্ষাৎকারেই অজ্ঞান বিদূরিত হয়।

কিন্তু আকরহইতে যে চন্দ্রকান্তাদি মণি উদ্ধৃতহয়, কখনও কখনও পরিষ্কার না করিলে উহার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশপায়না বটে, কিন্তু পরিষ্কারকবস্তু, মণির ঔজ্জ্বল্যবর্দ্ধন করেনা। যে স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য মলাদিদ্বারা আবৃতথাকে মলাপসারণে তাহার বিকাশহয়মাত্র, [illegible]বিক রক-বস্তুদ্বারা কিরণ উৎপাদিত হয়না।

মেঘাচ্ছন্নআকাশে যে আমরা সূর্য্যালোক দর্শন করিনা এবং মেঘাপগমে পুনর্ব্বার প্রখর কিরণালোকিত দিঙ্‌মণ্ডল অবলোকন-করি, তাহাতে কি মেঘকালে সূর্য্যের কিরণ ছিলনা পরে নূতনকিরণ হইয়াছেবলিয়া মনেকরা উচিত ?

বুদ্ধিমান্‌ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, সূর্য্যের কিরণ অবিকৃত, ক্ষণ-ভঙ্গুর নহে, কেবল আমাদের মস্তকেরউপরে দৃষ্টির আবরক মেঘের অবস্থানই অদর্শনের কারণ হয়। যখন আমি মেঘাচ্ছন্ন দিবসকে রাত্রিকল্প মনেকরি, তখন পৃথিবীর অসংখ্যলোক সূর্য্যের দুঃসহ-কিরণসন্তাপে উত্তপ্তহয়। অতএব বুঝিতেহইবে সূর্য্যেরআলোক অবিকৃত, কেবল প্রতিবন্ধকতাবশতঃ সময় সময় আমরা দেখিতে পাইনা; সেইরূপ আত্মাও নির্লিপ্ত নির্ম্মল ও নিত্যমুক্ত, কেবল অবিদ্যা বা অজ্ঞানের শক্তিতেই সংসারবদ্ধ বলিয়া ভ্রম হইয়াথাকে। অবিদ্যার আবরণ অপসারিতহইলে "সোঽহং" ইত্যাকার জ্ঞানের নির্ম্মলজ্যোতিঃ বিকাশিতহইয়া অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভ্রমান্ধকার বিদূরিত-করে। জীব, অজ্ঞানদ্বারা সংসারে বদ্ধহয় এবং জ্ঞানদ্বারা মুক্তহয়। সমাজের নীচশ্রেণীর মনুষ্যগণ মনেকরে যে, "হলচালনাদিই এক-মাত্র আমাদেরকর্ত্তব্য, জ্ঞানার্জ্জনাদি উচ্চকার্য্য আমাদের কর্ত্তব্য নহে।" ইত্যাদি ভ্রমজ্ঞান যেমন নীচশ্রেণীতে তাহাদের চিরবন্ধ-নের কারণ, সেইরূপ "আমিসংসারী" "আমার স্ত্রী পুত্র ধন ঐশ্বর্য্য" "আমিসুখী আমিদুঃখী" "আমি পরম ভিন্ন সংসারবদ্ধ জীব" ইত্যাদি ভ্রমজ্ঞানও জীবের বন্ধের হেতু।

মুক্তিরন্তরায়ধ্বস্তের্নপরঃ ॥

সাং দঃ, ৬ অঃ, ২০সূ।

প্রতিবন্ধকবিনাশ অর্থাৎ অজ্ঞানধ্বংসই মুক্তি, তদতিরিক্ত কিছুই

নহে। যেমন স্বাভাবিক শুক্ল স্ফটিকের জবোপাধিনিমিত্তক রক্তত্ব, শুক্লত্বের আবরক বা প্রতিবন্ধক মাত্র, জবাপুষ্পের সান্নিধ্য স্ফটিকের শুক্লত্ব নষ্টকরেনা, জবাপুষ্পের অপসারণেও পুনর্ব্বার শুক্লত্বেরউৎপত্তি হয়না অর্থাৎ স্ফটিকের শুক্লত্ব অক্ষতইথাকে, সেইরূপ স্বভাবতঃ দুঃখবিরহিত বুদ্ধ্যুপাধিবিশিষ্ট আত্মার, নিত্যসুখসম্ভোগে, বুদ্ধিসংযোগ, আবরক মাত্র। অতএব সুখের প্রতিবন্ধক বুদ্ধির বিনাশই মুক্তি।

যাঁহারা জীবদ্দশায় নশ্বরজগতের অসারতা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়া, আত্মচিন্তানিরত হন্ তাঁহারা জীবন্মুক্ত; যাঁহাদের আত্মা দীর্ঘকাল সাধনারপরে দেবযানপথে স্বর্গারূঢ়হইয়া ঈশ্বরে লীনহয় তাঁহারা নির্ব্বাণমুক্ত।

শিষ্য। জ্ঞানিগণ মুক্তিরজন্য যত্নবান্ হন্‌কেন? সংসারেঅসংখ্য সুখসামগ্রী আছে, প্রত্যক্ষ বিবিধ সাংসারিকসুখ পরিত্যাগকরিয়া অপ্রত্যক্ষ সুখেরঅভিলাষ করেন কেন?

গুরু।

বিবিধবাধনাযোগাৎ দুঃখমেবজন্মোৎপত্তিঃ।

ন্যায় দঃ, ৪র্থ অঃ, ১ম আ, ৫৫ সূ

জন্ম অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিরউৎপত্তি, নানাবিধ পীড়াদায়ক, অতএব দুঃখজনক।

জীবের শরীরপরিগ্রহই দুঃখ, শরীরগ্রহণকরিলে দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। সেইদুঃখের তারতম্য আছে, নরকের কীটাদি, অসীমকষ্ট অনুভবকরে। পশুপক্ষীদের কষ্ট, কীটাদিঅপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম, উহারাও শীতাতপাদি নিবারণ ও উপযুক্ত আহারাদি সংগ্রহকরিতে সক্ষম হয়না। কীটাদি বা পশুপক্ষ্যাদির সহিত তুলনাকরিলে

আপাতদৃষ্টিতে দেখাযায় যে, মনুষ্যগণ বাসস্থান ও আহারাদির অভাবজনিত কষ্ট অল্পই ভোগকরে; বস্তুতঃ নীচশ্রেণীর ক্ষুদ্রপ্রাণী অপেক্ষা মনুষ্যেরকষ্ট অনেক অধিক। নীচশ্রেণীর প্রাণিগণ আহার প্রাপ্তিতেই পরিতোষ লাভকরে, কিন্তু মনুষ্যেরজ্ঞান বিস্তৃত, সুতরাং অভাবজ্ঞান অতিপ্রবল। যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় নিষ্কাম ও অনাসক্ত তাঁহারা সংসারী হইয়াও জীবন্মুক্ত। কিন্তু সাধারণ সংসারিগণ অভীষ্ট-লাভে বিফলমনোরথ হইলে, অথবা লব্ধবস্তুর বিনাশহইলে, অসহ-নীয় কষ্ট অনুভবকরে। দেহিগণ অলব্ধবস্তু লাভের জন্য এবং লব্ধ-বস্তুর বিয়োগবশতঃ সততই নিরতিশয় কষ্ট সহ্যকরে। একটি অভিলাষ পূর্ণকরিতে নাকরিতে সহস্রঅভিলাষ উপস্থিত হইয়া দেহীকে মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা প্রদানকরিয়াথাকে। সংসারে সময়ে সময়ে যে, সুখের ক্ষীণালোক প্রতিভাত হয়, তাহা অমানিশার ঘোরঘন-ঘটাচ্ছন্ন আকাশের তড়িৎপ্রভা অপেক্ষাও ক্ষণভঙ্গুর। সেই অল্পক্ষণস্থায়ী ক্লেশ-পরিণাম সুখ, বিষমিশ্রিত দুগ্ধপানেরন্যায় পরিণামে অনিষ্টোৎপাদক।

> যদ্যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয় জায়তে।
> তদেব দুঃখ বৃক্ষস্য বীজত্ব মুপগচ্ছতি॥ বিষ্ণুপুরাণং॥

যে যে বস্তু মনুষ্যের প্রীতিপ্রদ তাহাই দুঃখরূপ বৃক্ষের বীজস্বরূপ হয়। আপাতদর্শনে, ভোগবিলাসের উপকরণ গুলিকে সুখবর্দ্ধক বলিয়া মনেকরাহয় কিন্তু তাহাভ্রম, ক্ষণপ্রভার ক্ষণভঙ্গুর আলোক পথিকের উপকার সাধন নাকরিয়া দৃষ্টিশক্তির অবরোধকই হইয়াথাকে। ঐহিক সুখরত্ন, সংসারবিবরের পাপভুজঙ্গ বেষ্টিত। কামাদিকীটগণ, নববিকাসিত জীবনকুসুমের বৃন্ত ছেদকরিয়া ফেলে। সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ কখনও নির্ম্মল স্থায়ী পবিত্রসুখের অধিকারী হইতেপারেনা সংসারীর সুখদুঃখ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইয়াথাকে।

"কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা নীচৈর্গচ্ছত্যুপরিচ দশাচক্রনেমিক্রমেণ ।"

সংসারিগণমধ্যে কাহারও চিরসুখ বা চিরদুঃখ হয়না ; মনুষ্যের অবস্থা রথের চক্রনেমির ন্যায় একবার উপরে একবার নীচে যাইয়াথাকে । "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ" সংসারে স্থায়ী সুখের আশা একেবারেই নাই ।

সেইজন্য জ্ঞানবান্‌ব্যক্তি মুক্তিলাভে যত্নবান্‌ হইয়া সর্ব্ববিধ ক্লেশের অত্যন্ত বিমুক্তিরূপ অপবর্গ লাভ করিয়াথাকেন । অবিদ্যা বা কর্ম্মই সংসারের কারণ । এই অনাদিসংসারে জীব যে কতকাল কর্ম্মকরিয়া আসিতেছে এবং কর্ম্মের গভীরআবর্ত্তে কতকাল নিমগ্ন থাকিবে তাহার ইয়ত্তাকরা দুঃসাধ্য । তত্ত্বজ্ঞান লাভহইলে অবিদ্যাও কর্ম্ম উভয়ই বিনষ্টহয় এবং মুক্তিলাভ হয় ।

যথান্ধকারো দীপেন প্রেক্ষ্যমানঃ প্রণশ্যতি ।
ন চাস্য জ্ঞায়তে তত্ত্বমবোধস্তৈব মেবহি ॥ যোগবাশিষ্ঠ ।

যেমন দীপদ্বারা অন্ধকার বিনষ্টহয় অথচ অন্ধকারেরস্বরূপ জানা-যায়না সেইরূপ জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান বিনষ্টহয় কিন্তু তাহার স্বরূপ অবগতহওয়া যায়না । অন্ধকার কিবস্তু তাহা বুঝা দুঃসাধ্য কিন্তু আলোকদ্বারা যে, অন্ধকার বিনষ্টহয় তাহা প্রত্যক্ষহয় ; সেইরূপ অজ্ঞান বা অবিদ্যা কি ? তাহা বুঝান সুকঠিন, জ্ঞানোদয়ে যে, ভ্রমাত্মিকা অবিদ্যা বিনষ্টহয় তাহা সকলেই অনুভব করিয়াথাকেন ।

দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তিঃ ।

ন্যায় দঃ, ৪র্থ অঃ, ২য় আ, ১ম সূ

ক্লেশনিমিত্ত দেহেন্দ্রিয়-বুদ্ধি প্রভৃতিতে তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ অনাত্মত্ব-জ্ঞান উৎপন্নহইলে সেইতত্ত্বজ্ঞান হইতে অহঙ্কার নিবৃত্তহয় ।

দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহংভাব অর্থাৎ আত্মাভিমানই সংসারবন্ধনের

ভ্রমকল্পিত জাগতিকভাব বিনষ্টহইলে অদ্বিতীয় ঈশ্বরই অবশিষ্ট থাকেন, তখনইআত্মার মুক্তিহয়।

সঙ্কল্পসংক্ষয়বশাদ্গলিতেতু চিত্তে সংসারমোহমিহিকা গলিতা ভবন্তি।
দৃষ্টংবিভাতি শরদীব খমাগতায়াং চিন্মাত্র মেকমজমাদ্যমনন্তমন্তঃ॥ যোগবাশিষ্ঠ

বাসনা ক্ষয়হইলে যখন চিত্তের সংসারাসক্তি নষ্টহয় এবং সংসারের মোহনীহার অদৃশ্য হইয়াযায় তখন শরৎকালের আকাশেরন্যায় নির্ম্মলহৃদয়ে চিৎস্বরূপ অদ্বিতীয় আদ্য অনন্ত জন্মরহিত পরমব্রহ্ম দৃষ্টহন। অর্থাৎ মেঘনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল শারদাকাশে যেমন পূর্ণচন্দ্র শোভাপান সেইরূপ মোহনির্ম্মুক্তজ্ঞানীর বিমলহৃদয়ে অদ্বিতীয়ব্রহ্ম প্রতিভাত হন্।

মুক্তপুরুষ কি বলেন শ্রবণকর।

নপুণ্যং নপাপং নসৌখ্যং নদুঃখং নমন্ত্রো নতীর্থং নবেদা নযজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং নভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহহম্॥

আমার পুণ্যনাই পাপনাই সুখনাই দুঃখনাই, আমার মন্ত্রনাই তীর্থনাই বেদনাই যজ্ঞনাই; আমি ভোক্তা ভোজ্য বা ভোজন নই আমি সচ্চিদানন্দরূপ শিব বা পরমব্রহ্ম

যথানদ্যঃস্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ উপনিষদ।

নদীসমুদয় যেমন নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়াযায়, সেইরূপ জ্ঞানবান্, নামরূপ ও দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমানাদি ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে মিশিয়া যান অর্থাৎ মুক্তিলাভকরেন।

জ্ঞান ও কর্ম্ম।



শিষ্য। কর্ম্ম যদি আত্মলাভের বা সংসারবিমুক্তির সাধন না. য়, তবে শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মকর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন কেন? বেদ পুরাণে কর্ম্মের উপদেশ দৃষ্টহয় অথচ দার্শনিক ও পৌরাণিক ভয় সম্প্রদায়ই যেন জ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তএব আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, না জ্ঞান শ্রষ্ঠ?

গুরু। কর্ম্ম অপেক্ষা যে জ্ঞানশ্রেষ্ঠ তাহা সর্ব্বসম্মত। কিন্তু হাবয়বমধ্যে মস্তক যদিও উত্তমাঙ্গ হউক, তথাপি স্কন্ধদেশ ইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন মস্তকের উত্তমতা রক্ষিত হয়না, প্রত্যুত বিচ্ছিন্ন মস্তক অস্পৃশ্যই হইয়াথাকে, সেইরূপ ভক্তিবিমিশ্রিত র্ম্মদেহে জ্ঞানমস্তক সংযোজিত হইলেই জ্ঞানের উৎকর্ষ সংস্থাপিতহয়। র্য্যকিরণসংযোগই সূর্য্যকান্তমণির উৎকর্ষলাভে কারণ, রবিকিরণ তিত নাহইলে উহা রত্ন বলিয়াই বিবেচিত হয়না; সেইরূপ পবিত্র র্ম্মবিশিষ্ট জ্ঞানই অভীষ্টলাভেরহেতু কর্ম্মহীনজ্ঞান নাস্তিকতা ভিন্ন র কিছুই নহে। কোনও শিল্পী শিল্পকার্য্য শিক্ষা নাকরিয়া যদি বল পুস্তকগত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভকরে তবে সেই জ্ঞান কি র্য্যকর হয়? বস্তুতঃ উহা প্রকৃত জ্ঞানই নহে।

মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তি ভক্তিসহকারে কার্য্য করিতে করিতে নিবান্ হন এবং উহার ক্রমবিকাশে বিশুদ্ধ অদ্বৈতজ্ঞান লাভকরতঃ ক্তলাভ করেন। অগ্নির দাহিকাশক্তি, জ্যোৎস্নার দীপ্তি, জলের দ্র, বস্ত্রের সূত্রসমূহ এবং মৃত্তিকার পরমাণু পরিত্যক্ত হইলে মন উহাদের অস্তিত্বই থাকেনা, সেইরূপ কর্ম্মবিহীন ধর্ম্মেরও স্তিত্ব থাকেনা। সিদ্ধির তিনটী উপায়, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি। ফল-

প্রয়োজনক পুষ্প যেমন ফলাগমে বিনষ্ট হয়, জ্ঞানপ্রয়োজনক কর্ম্মও জ্ঞানোদয়ে বিনষ্ট হইয়াযায়। যদিও থাকে সে কর্ম্ম নিষ্কাম।

যোগাস্ত্রয়ো ময়াপ্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তিকুত্রচিৎ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।২০।

ভগবান্ বলিয়াছেন আমি মনুষ্যদিগের মঙ্গলবিধানার্থ জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ বলিয়াছি; এতদ্ভিন্ন সিদ্ধির উপায়ান্ত কোথাও দৃষ্টহয়না।

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনা মিহ কর্ম্মসু।
তেষ্ব নির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্।১১। ২০।

যে সকল সাধক কর্ম্মফলে অনাসক্ত, সুতরাং কর্ম্মত্যাগী, তাহাদে জন্য জ্ঞানযোগ উক্ত হইয়াছে। কর্ম্মফলে যাহাদের আসক্তি আ সেই কামনাপ্রিয় সাধকের জন্য কর্ম্মযোগ উক্ত হইয়াছে। ৭।

ভক্তিযোগকে সিদ্ধির স্বতন্ত্র উপায় বলিতে আমাদের প্রবৃ হয়না, কারণ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই ভক্তির প্রয়োজন। ভক্তি ব্যতীত সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। অতএব ভক্তিযোগ স্বতন্ত্র নয় বিশেষতঃ উপনিষদ এবং ভগবদ্গীতাতেও জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযো রই পুনঃপুন উল্লেখ দৃষ্টহয়, ভক্তিযোগ স্বতন্ত্রভাবে কথিত হয়ন অতএব ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞান এবং ভক্তিবিশিষ্ট কর্ম্মই সিদ্ধির উপা লোকের মন যেপর্য্যন্ত নীচগামী থাকে, অথচ দেবাদিতে ভ থাকে, সে সময় শত্রুবধাদি কামনার বশবর্ত্তী হইয়া দেবার্চ্চন কার্য্য করিয়াথাকে; মনঃ অপেক্ষাকৃত উন্নতহইলে হিংসাদি পা কার্য্যবিরত হইয়া, ধনপুত্রাদি কামনায় দৈবকার্য্যকরে; চিত্ত কি বিশুদ্ধ হইলে লোক ঐহিক সুখভোগাভিলাষের অসারতা উপ করিতে পারিয়া পবিত্র স্বর্গভোগাভিলাষী হইয়া বহুবিধ কর্ম্মের

ষ্ঠান করেন। ক্রমে জ্ঞান, পরিমার্জ্জিত হইলে স্বর্গভোগের অনিত্যতা অনুভবকরিতেপারেন, তখন বুঝিতে পারেন যে, রাজত্বাদি ঐহিক সুখসম্পদের ন্যায় স্বর্গসুখও বিনশ্বর; অতএব নশ্বর সুখভোগ-লাভে যত্নবান্ নাহইয়া অবিনশ্বর আত্মলাভসুখে যত্নবান্ হওয়াই কর্ত্তব্য। তখন ঈশ্বরে একাগ্রমনাঃ সাধকের আর কর্ম্মে প্রয়োজন থাকেনা, তখন সেই পরমযোগী জগৎ ব্রহ্মময় দর্শনকরিয়া নিত্যতৃপ্ত হন্। কখনও কখনও যে জ্ঞানাবস্থায়ও কর্ম্মানুষ্ঠান দৃষ্টহয় তাহার কারণ এই—জ্ঞানিগণ তখন পূর্ব্বঅভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। সেই কর্ম্মানুষ্ঠানে কোনও আকাঙ্ক্ষা নাথাকায় সেই কর্ম্মজনিত সুখদুঃখাদি জ্ঞানীকে স্পর্শও করিতে পারেনা। বস্তুতঃ নিষ্কামকর্ম্ম সুখদুঃখ বা বন্ধমুক্তির কারণ নহে; ফলাকাঙ্ক্ষা বা বাসনাই সর্ব্ববিধ অনর্থের মূল। পিতামাতা যে, সন্তানকে নিজের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম মনে করিয়া লালনপালন করেন তাহাতে যদি ভবিষ্যতের স্বার্থকামনা নাথাকিত বার্দ্ধক্যে আত্ম-ভরণপোষণ ও সুখসমৃদ্ধির প্রত্যাশা নাথাকিত, যদি কেবল কর্ত্তব্যবোধে করিতেন, তবে কি পুত্রকে অর্থোপার্জ্জনাদি স্বার্থ-সাধনে অনুপযুক্ত বা অনিচ্ছুক দেখিয়া অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্যকরিতে হইত? ভবিষ্যতের শারদী পৌর্ণমাসীসুষমা কি মেঘরাশিসমাচ্ছন্ন অমানিশার ঘোরান্ধকারে পরিণত হইত? সংসারিগণ, পুত্র, মিত্র ও ভার্য্যাপ্রভৃতি সকল আত্মীয় হইতেই স্বার্থকামনা করিয়াথাকে। প্রত্যেক কামনা কখনও ফলবতী হয়না, সেই আশাভঙ্গই অসহনীয় পরিতাপের কারণ হয়। অতএব স্বার্থ ও বাসনা পরিত্যাগকরিতে পারিলেই সাংসারিক ক্লেশের শান্তি হয়। কামনাবিহীন কর্ম্ম, সুখ-দুঃখ বা বন্ধমুক্তির কারণ নহে, সুতরাং নিষ্কামকর্ম্ম, কর্ম্মমধ্যে পরিগণিতই হয়না। অর্থাৎ তাদৃশ কর্ম্ম সংসারবন্ধনের কারণ হয়না।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ২।৭১ ॥

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ৩।১৯ ॥

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ৪।২০ ॥ ভগবদ্গীতা

যিনি অহংভাব ও মমভাবশূন্য হইয়া সমস্ত কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিলাষবিরহিত হইয়া বিচরণ করেন তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। ৭১।

যাঁহার সমস্ত কর্ম্মারম্ভ কামনাসঙ্কল্পবর্জ্জিত, যাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই পণ্ডিত কহেন। ১৯।

যে ব্যক্তি কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিত্যতৃপ্ত ও অবলম্বনশূন্য হইয়াছেন, তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও কর্ম্মরহিত। ২০

অতএব যে কর্ম্ম জ্ঞানের সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তাহা দুঃখোৎপাদক হয়না। অনাসক্তভাবে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাহয়, তাহা সংসারবন্ধনের কারণ নহে। বিশেষতঃ জ্ঞানরূপ অগ্নি শুভাশুভ কর্ম্মমাত্রকে ভস্মীভূত করিয়াফেলে। জ্ঞানের নিকটে সুখদুঃখের বীজস্বরূপ কর্ম্মের অস্তিত্বই থাকেনা। কর্ম্ম ও জ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে অনুষ্ঠিত হইলে মণিকাঞ্চনযোগ হইয়াথাকে। কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইলে নির্ম্মল জ্ঞানলাভ হইয়াথাকে। জ্ঞানোদয়ের পরে আর কর্ম্মের বিশেষ আবশ্যকতা থাকেনা। তদবস্থায় পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহা নিষ্কাম, অতএব বন্ধনের কারণ হয়না। বস্তুতঃ কর্ম্মভিন্ন জ্ঞানের উদয় হয়না, জ্ঞানব্যতীতও সিদ্ধিলাভ হয়না অতএব সিদ্ধিলাভে উভয়ই প্রয়োজনীয়।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ভগবদ্গীতা ৫ম। ৪ শ্লোক।

অজ্ঞান বালকগণই কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের পৃথক্ত্ব নির্দ্দেশ করে, পণ্ডিতগণ উভয়ের একত্ব দর্শন করেন। উভয়েরমধ্যে একটি সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলে উভয়েরই ফললাভ হইয়াথাকে অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রায় একই কথা। কর্ম্ম করিতে করিতে যখন কামনা পরিত্যক্তহয় তখনই জ্ঞানের দ্বারদেশে উপস্থিত হওয়াযায়। নদী উত্তীর্ণ হইলে যেমন নৌকার প্রয়োজন থাকেনা জ্ঞানলাভ হইলেও কর্ম্মের আবশ্যকতা থাকেনা। শাস্ত্রে যে কর্ম্মের নিন্দাশ্রুতি আছে তাহাতে জ্ঞানবিহীন সকাম কর্ম্মেরই নিন্দা বুঝিতেহইবে এবং জ্ঞানের যে প্রশংসাআছে, তাহাতেও জ্ঞানানুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম্মেরই প্রশংসা বুঝিতেহইবে। কর্ম্মবিহীন জ্ঞান কিছুই নহে। জ্ঞানবান্ চিকিৎসক যদি রোগীর রোগমাত্র নির্ণয়করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন অর্থাৎ ঔষধ-প্রয়োগ না করেন, তবে কি রোগ বিদ্রবিত হয়? ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ মঙ্গলেরই মূল কর্ম্ম। জ্ঞানপক্ষপাতিগণ যে, কর্ম্মের নিন্দা-করেন তাঁহাদের জ্ঞান ত কর্ম্মব্যতীত কিছুইনহে। যজ্ঞ-দেবার্চ্চনাদি প্রতিপাদক বেদ, ও পুরাণাদি, কর্ম্মশাস্ত্র; ধ্যানপ্রতিপাদক উপ-নিষদ দর্শনাদি জ্ঞান-শাস্ত্র। জ্ঞান-শাস্ত্রেরমধ্যে শ্রুতিই সর্ব্বপ্রধান; সেই শ্রুতিবাক্য এই—

"আত্মাশ্রোতব্যো, মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" অর্থাৎ পরমাত্মার-স্বরূপ শ্রবণকরিবে, যুক্তিদ্বারা স্বরূপ অবধারণকরিবে এবং অব-ধারিত ঈশ্বরের সর্ব্বদা ধারণা ও চিন্তা করিবে। এই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য জ্ঞানও ত কর্ম্মাতিরিক্ত নহে; শ্রবণ মনন ও চিন্তা তিনটীই কর্ম্ম। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, কর্ম্মের উৎকর্ষাপ-কর্ষ আছে; যজ্ঞার্চ্চনাদি অপেক্ষা মননাদি কার্য্য শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান

যতই উন্নত হয়, বাহ্যিক ক্রিয়ার ততই বিলোপ হয়, উন্নতির চরম-সীমায় উপস্থিত হইলে 'সোহং'' ইত্যাকার জীবপরমের ঐক্যজ্ঞান হয়; তখন বিষ্ঠাচন্দনে পশুমনুষ্যে প্রভেদজ্ঞান থাকেনা। কর্ম্ম করিতে করিতে উপযুক্তসময়ে নিজহইতেই কর্ম্মের নিবৃত্তিহইবে বলপ্রকাশ করিয়া কর্ম্মপরিত্যাগ করিলে ফল ভাল হয়না। অনেকে নিগূঢ় কারণবশতঃ সংসার-পরিত্যাগপূর্ব্বক কষায়িত বস্ত্র ও ভস্মে বিভূষিত হইয়া সন্ন্যাসী সাজে, কিন্তু বলবতী ভোগ-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনাদির শেষসীমায় উপস্থিত হয়। বাসনা এবং ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিবারজন্য যথাসাধ্য চেষ্টাকরা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু সংযত নাহইতে জিতেন্দ্রিয়তাপ্রদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে পূর্ব্বে কেহ সৌভাগ্য-বশতঃ সন্ন্যাসী সন্দর্শন করিতে পারিলে নিজকেকৃতার্থ মনেকরিয়া-ছেন, আজ সেইভারতে কলির পূর্ণাবস্থায় যেখানে সেখানে দলবদ্ধ সন্ন্যাসী দৃষ্টহইয়াথাকে এবং তাহাদিগকে তীর্থগমনের গাড়ীভাড়ার জন্য অর্থসংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত দেখাযায়। এইরূপ কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যা-সীর সংখ্যা বৃদ্ধিহওয়া প্রার্থনীয় বা মঙ্গলজনক নহে। এক্ষণে বকধর্ম্মাবলম্বী কত পরমহংস যে, সুখময় বঙ্গসরোবরে বিচরণকরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন তাহার ইয়ত্তাকরা সাধ্যাতীত।

এইরূপ সন্ন্যাসধর্ম্ম অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম করাই উচিত। বিশেষতঃ সংসারিগণের কর্ম্ম, উপদেশসাপেক্ষ নহে মনুষ্যগণ স্বভাবের বশবর্ত্তীহইয়াই কর্ম্মকরে, উপদেশের প্রয়োজন হয়না। মনুষ্য ভূমিষ্ঠহইয়াই হস্তপদাদি চালনারূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্ত্যনুরূপকার্য্য বৃদ্ধিহইতে থাকে অগ্নির ঊর্দ্ধগমন ও জলের নিম্নগমন যেমন স্বাভাবিক, মনুষ্যে কর্ম্মও সেইরূপ স্বভাবজাত। কর্ম্ম নাকরিয়া কেহ ক্ষণকাল

থাকিতে পারেনা। ভগবানও ইহাই বলিয়াছেন

নহিকশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্ম্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগু´ণৈঃ॥ গীতা

কেহ কোনঅবস্থায় ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেনা, প্রাকৃতিক গুণসমুদয় মনুষ্যকে অবশকরিয়া কর্ম্মকরায়। বস্তুতঃ কর্ম্মই লোকের স্বভাব' কর্ম্মনিবৃত্তিই অস্বাভাবিক। কর্ম্মপরিত্যাগ করিলে জীবিকা নির্ব্বাহও হইতেপারেনা। অতএব বলপূর্ব্বক কর্ম্মপরিত্যগকরা অপেক্ষা কর্ম্মকরাই সঙ্গত। কর্ম্মদ্বারাই জগতের উপকার সাধিতহয়, সন্ন্যাসধর্ম্মদ্বারা সংসারের উপকারসাধন হয়না। সংসার কর্ম্মক্ষেত্র, আবার কর্ম্মই সংসারের মূল। যেমন বীজহইতে বৃক্ষহয়, আবার বৃক্ষহইতে বীজ উৎপন্নহয়, সেইরূপ সংসারহইতে কর্ম্মহয় কর্ম্মহইতে সংসার উৎপন্ন হয়; পরস্পর উভয় উভয়ের কারণ। কর্ম্ম জগৎস্রষ্টা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যগণ কর্ম্মবলে বিধিনির্ব্বন্ধও অতিক্রম করিয়াথাকে। সেইজন্য জ্ঞানিগণ বলিয়াথাকেন—

নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি নযেভ্যঃ প্রভবতি।

অর্থাৎ যেকর্ম্মের নিকটে বিধাতাও পরাভূত হন সেই কর্ম্মকে নমস্কার করি।

কর্ম্মদ্বারাই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সংঘটিত হয়; তাদৃশ কার্য্যকরীশক্তি থাকাতেই ঈশ্বর জগৎপূজ্য। কর্ম্মহীন মনুষ্য লোষ্ট্র প্রস্তরাদিবৎ জড়পদার্থভিন্ন আর কিছুইনহে। ঈশ্বরের অনন্তশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি জড়বৎ নিষ্কর্ম্মাহইয়া থাকাহয় তবে সেইশক্তির সদ্ব্যবহার হইল কি? কোটিপতি যদি আহারাভাবে আত্মহত্যা করে তবে তাহার অতুলসম্পত্তির সার্থকতা কি? ফলাসক্তি শূন্যহইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম করাই পুরুষত্ব।

বস্তুতঃ কর্ম্মদ্বারা সুসিদ্ধ নাহয় জগতে এমন কিছুইনাই এ অব-স্থায় সাধনার প্রকৃষ্টসাধন কর্ম্ম পরিত্যাগকরিয়া মুদ্রিতনয়নে জ্ঞানচর্চ্চাচ্ছলে বিষয়চিন্তা করা সঙ্গত মনেকরিনা। ভগবান্‌ও ইহাই বলিয়াছেন--

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢাত্মা মিথ্যাচারঃ সউচ্যতে॥ ৬॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৭॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩য় অঃ।

যে ব্যক্তি বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগকে বলপূর্ব্বক সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের চিন্তাকরে; সে মূঢ় ও কপটাচারী। অতএব কর্ম্মপরিত্যাগজনিত কপটাচার বা বঞ্চনা অপেক্ষা স্বাভা-বিক কর্ম্ম করাই সঙ্গত।

কিন্তু যিনি মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযতকরিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ তিনি কর্ম্মী হইয়াও প্রাগুক্ত সন্যাসধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয় এবং সিদ্ধিপথে অগ্রসর।

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন--

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ভগবদ্গীতা ৫ম অঃ, ১০ম শ্লোক।

যিনি ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করেন, তিনি পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায়, পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্ম-দ্বারা লিপ্তহন্না।

বস্তুতঃ কর্ম্ম যে, সংসারবন্ধনের মূল তাহা অবধারিত; কিন্তু কর্ম্মমাত্রই সংসারবন্ধনের কারণ নহে। ফলে আসক্তি নাথাকিলে সেই কর্ম্ম কখনও বন্ধ বা দুঃখের কারণ হয়না। অতএব কেবল

কর্ম্ম পাপপুণ্যজনক নহে ; উদ্দেশ্যবিশিষ্ট কর্ম্মই পাপপুণ্যের উৎপাদক। একটি যুবক, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যদি অন্যের একটি টাকা অপহরণ করে, তবে সে নিশ্চয়ই অভিযুক্ত ও রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়। কিন্তু দুই বৎসরের একটি শিশু, যদি দশটি মোহর অন্যের গৃহহইতে নিজালয়ে লইয়া আসে, তবে তাহার নামে অভিযোগ করা হয়না ; করিলেও সে দণ্ডিত হয়না। ইহার কারণ—বালকের উদ্দেশ্য অসৎ নহে। বালক অন্যগৃহহইতে যেমন মোহর আনিয়াছে, নিজ গৃহহইতেও নিয়া অন্যত্র ফেলিয়া আসে ; আনিবার সময় কেহ দেখিলেও সে ভীত বা লজ্জিত হয়না ; সুতরাং তাহার উদ্দেশ্য বা স্বার্থ নাথাকাতে সে নির্লিপ্ত নিষ্পাপ। কিন্তু যুবকে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতভাব। অতএব স্বার্থ এবং ফলাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ কার্য্যকরা উচিত।

যে কর্ম্মবীর, জ্ঞানবাহু-বলে, সুকর্ম্মশরদ্বারা পরিজন, দেশবাসী বা জগদ্বাসীকে পরাভূত করিয়া স্বকীয় একাধিপত্য স্থাপনকরিতে পারেন তিনিই জগতে অতুলনীয় বীর, দেবোপম প্রভু, মর্ত্ত্যরাজ্যের অধীশ্বর। সেই মহাত্মা, জগতের আদেশপালনে নিজকে ঈশ্বরের ন্যায় চিরনিয়োজিত রাখেন। বস্তুতঃ যাহাঁতে ঐশী শক্তি যত অধিক, তিনিই জগতের তত অধিক বাধ্য ভৃত্য। ক্ষণদৃশ্য স্বার্থপতঙ্গ তাঁহার উদ্দীপ্ত মহোজ্জ্বল জ্ঞানানলে পতিতহইয়া ভস্মীভূত হইয়াযায়। যাঁহার অদ্বৈত সাম্যভাবরূপ মহৎস্বার্থে অভিলাষ আছে, তাঁহাকে অবশ্যই সংসারের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র স্বার্থগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বার্থান্ধ অভিমানী প্রখরপ্রতাপান্বিত রাজা, রাজ্যের প্রকৃতঅধীশ্বর নহেন, যিনি নিজকে প্রজার দাসত্বকার্য্যে নিযুক্তকরিতে পারেন তিনিই রাজ্যের অদ্বিতীয় পরমারাধ্য অধীশ্বর। অতএব যিনি ঘৃণিত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া মহৎ স্বার্থাভিলাষে সাংসারিক কর্ত্তব্য

কার্য্য সম্পাদন করিতেপারেন তিনি কখনও দুঃখাভিভূত হন্না। অতএব ফলাসক্তি বা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা উচিত। কর্ম্ম করিলেই যে, সংসারের কীট হইয়া বদ্ধথাকিতে হইবে, আর কর্ম্ম পরিত্যাগকরিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই মুক্তিলাভ করিতে পারাযায় এই সিদ্ধান্ত সত্যনহে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২॥ গীতা, ৫ম অঃ,

ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগকরিয়া যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠা-জনিত শান্তিলাভ করিয়াথাকেন। কিন্তু যিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন অথচ বলবতী কামনা বর্ত্তমানআছে, তিনি কর্ম্ম নাকরিয়াও কর্ম্মফলে আসক্ত ও সংসারবদ্ধ হইয়াথাকেন।

শিষ্য। আপনার উপদেশদ্বারা আমি ইহাই বুঝিয়াছি যে, জ্ঞানই মুক্তির প্রধানকারণ; উপাসনাদি কার্য্য গৌণ অর্থাৎ পরম্পরা কারণ; যদি তাহাই সত্যহয় তবে কেবল প্রধানউপায় জ্ঞানলাভে যত্নবান্ হওয়াই ত ভাল?

গুরু। যদি পরম্পরা কারণকে তুমি অপকৃষ্ট কারণ বলিয়া স্থির করিয়াথাক তবে তোমার ভ্রম হইয়াছে। কার্পাস, বস্ত্রের পরম্পরা কারণ; বীজ ফলের পরম্পরা কারণ। কার্পাসহইতে সূত্র নির্ম্মিত হয়, সেইসূত্র বস্ত্রের সাক্ষাৎ কারণ; এবং বীজহইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, সেইবৃক্ষ ফলের সাক্ষাৎ কারণ। কিন্তু যদিও কার্পাস এবং বীজ সাক্ষাৎ কারণ নাহউক, তথাপি ইহা নিশ্চিত যে, মূলউপাদান কার্পাস ব্যতিরেকে বস্ত্র হয়না, এবং বীজ না থাকিলেও ফল হয়না; সুতরাং কার্পাস এবং বীজই বস্ত্র ও ফলের মূলকারণ। সেইরূপ কর্ম্ম যদিও মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নাহউক তথাপি কর্ম্মই মুক্তির মূল। উপাসনাদি ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ

জনা। সৎকার্য্যদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্ত উপাসনার উপযোগী হইলে, তদ্দ্বারা মুক্তিলাভ অনায়াসসাধ্য হয়। চিত্ত, ঈশ্বরে একাগ্র নাহইলে মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত।

শালবৃক্ষচ্ছেদন করিতে হইলে উপযুক্ত শাণিত অসি বা কুঠারেরই প্রয়োজন; নবকিসলয়-দল বা কোমল পদ্মমৃণাল-দ্বারা ঐকার্য্য সম্পাদনকরাযায়না। শস্যোৎপাদনেচ্ছু কৃষক, কর্ষণাদিদ্বারা প্রথমে ক্ষেত্র বীজবপনের উপযোগী করিয়া লয়, পরে বীজ বপনকরে। ক্ষেত্র উত্তমরূপে প্রস্তুত না হইলে উপ্তবীজ শস্যোৎপাদনে সক্ষম হয়না। উত্তমরূপে কর্ষণ এবং কণ্টকাদি উদ্ভিদ্ অপসারিত না হইলে শস্যোৎপত্তি তদূরেরকথা, বীজ অঙ্কুরিতও হয়না। ইহাও অবশ্য স্বীকারকরিতে হইবে যে, শস্য সংগৃহীত হইলে যেমন তৃণাংশ অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভকরিলেও উপাসনাদি কার্য্য অনাদৃত এবং পরিত্যাজ্য হয়, "জ্ঞানস্য কারণং শাস্ত্রং জ্ঞানাৎ শাস্ত্রং প্রণশ্যতি" অর্থাৎ জ্ঞানলাভের জন্য কর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ; জ্ঞান লাভহইলে শাস্ত্রোক্তকার্য্যের প্রয়োজন থাকেনা। তখন ইচ্ছাকরিয়া কর্ম্ম-ত্যাগ করিতে হয়না; চিত্ত ঈশ্বরে একাগ্র হইলে কর্ম্ম নিজহইতেই নিবৃত্তহয়। শস্যোৎপত্তির পূর্ব্বে ধান্যাদি তৃণগুলিকে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে যেমন শস্যলাভ হয়না, সেইরূপ তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ করিলেও মুক্তিলাভ হয়না। জরাজীর্ণ বৃদ্ধের ভোগ্যবিষয় যেমন বয়সের সঙ্গেসঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াযায়, সেইরূপ জ্ঞানবিকাশের সহিত কর্ম্মও স্বয়ংই নিবৃত্ত হইয়াযায়। ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে উপাসকও ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তহন; তখন আর উপাসনাদিকর্ম্মের প্রয়োজন থাকেনা, উপাসনা করা যে কর্ত্তব্য এই জ্ঞানও থাকেনা; তখন জগন্ময় অহংভাব আবির্ভূত হয়। অতএব

চিত্তশুদ্ধিরজন্য কর্ম্মের প্রয়োজন। চিত্তমুকুরে যেপর্য্যন্ত বিষয়কর্দ্দম লিপ্ত থাকিবে ততদিন উহাতে জ্ঞানালোক প্রতিবিম্বিত হইবেনা। চুম্বকলৌহের যে, স্বাভাবিক লৌহাকর্ষণী শক্তিআছে, উহা যদি তাম্রাদিদ্বারা আবৃত হয়, তবে কি আকর্ষণ কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা ঘটেনা? অতএব বিষয়চিন্তাহইতে বিরত থাকিয়া সর্ব্বদা স্তোত্র পূজাদিতে মনকে আসক্তরাখা কর্ত্তব্য। তাহাতে চিত্ত বিশুদ্ধ থাকে এবং উন্নতিপথে অগ্রসর হয়। উপাসকের চিত্ত উপাস্যে নিশ্চল-ভাবে অবস্থানকরিতে সক্ষম হইলে উপাস্যউপাসকের ভেদসম্বন্ধ তিরোহিত হইয়াযায়; সুতরাং কর্ম্মই আত্মলাভের উপায়। বিশে-ষতঃ কর্ম্মদ্বারাই জনকাদি ঋষিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। রাজর্ষি-জনক, রাজ্যশাসনাদি সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াও জ্ঞানের শেষসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্ম সংসারবন্ধনের কারণ হইয়া-ছিলনা। তিনি সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যকার্য্য করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কিছুতেই লিপ্তছিলেননা।

একদা তত্ত্ব-জ্ঞানের আদর্শপুরুষ যোগিবর নারদ, উপদেশলাভের অভিলাষে রাজর্ষি জনকসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন— রাজর্ষে! আপনার জ্ঞান, জগতে অতুলনীয়, আপনি জগতের অসারতা ও নশ্বরতা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন; আপনারমত লোক যদি সংসারমোহে মুগ্ধথাকিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তবে সংসার-বিষের ভীষণজ্বালা হইতে অব্যাহতি লাভকরিয়া নির্ম্মল সুখের অধিকারী হইবেন কে? দয়াপ্রকাশে এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানকরিয়া, আমাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপদেশ প্রদানে কৃতার্থ করুন্।

রাজর্ষি জনক, ঈষৎ হাস্যকরিয়া বলিলেন— যোগিবর! এক্ষণে স্নানাহ্নিকাদি কার্য্য সম্পাদন করুন্, আহারান্তে জিজ্ঞাসিত বিষয়ে সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিব। নারদ 'তথাস্তু' বলিয়া

স্নানার্থ গমন করিলেন। এদিকে রাজভবনের একগৃহে অকস্মাৎ অগ্নি প্রজ্জ্বলিতহইয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে রাজভবন অগ্নিময় হইয়াগেল, প্রজ্জ্বলিত অনলের লোলজিহ্বায় আকাশ ব্যাপ্তহইল, অগ্নির গভীরগর্জ্জনে লোকহৃদয়ে প্রলয়াশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। নারদ সাধ্যানুসারে চেষ্টাকরিয়াও তখন রাজপুরীতে প্রবেশ করিতে পারিলেননা। অগ্নি কিঞ্চিৎ প্রশমিতহইলে তিনি জ্বলদ্‌গৃহের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করতঃ এইবলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন "হায় আমার কৌপিন কমণ্ডলু গিয়াছে"। রাজর্ষি জনক নারদের আর্ত্তনাদ শ্রবণকরিয়া সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহর্ষে! কি হইয়াছে?" এরূপ সন্তপ্ত-হৃদয়ে চিৎকার করিতেছেন কেন? নারদ একটু বিরক্তি প্রকাশকরিয়া বলিলেন— "রাজভবন ভস্মীভূত হইয়াছে। কত রত্নখচিত-বসন-ভূষণাদি যে, ভস্মাবশিষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অন্যবস্তুর কথা আর কি বলিব মণিমুক্তা-খচিত রাজসিংহাসন খানাও অগ্নির করাল গ্রাসহইতে অব্যাহতি পায়নাই তথাপি আপনি নিশ্চিন্তমনে বসিয়া আছেন? আপনার এইরূপ কর্ত্তব্যে অবহেলা দর্শনকরিয়া আমি সন্তুষ্টথাকিতে পারিলামনা। ইহাশুনিয়া জনক উত্তরকরিলেন—"না আমি ত কর্ত্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করিনাই, অগ্নিদর্শনমাত্রেই আমার আদিষ্ট অনাদিষ্ট সহস্রাধিক লোক, অগ্নিনির্ব্বাপণ জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিল; তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া বিরতহইয়াছে। আমি রাজ্যশাসনাদি কার্য্যেও কর্ত্তব্যের ত্রুটী করিনা। আমার কোষাগারে ধনথাকিতে প্রজাগণ অন্নাভাবে কষ্টপায়না। দুর্ব্বলকে বলবান্‌দস্যুর হস্তহইতে রক্ষা করিবারজন্য আমি প্রাণপণে যত্নকরিয়া থাকি। যাহা কর্ত্তব্য, তাহাতে কখনও অবহেলা প্রদর্শন করিনা। তুচ্ছ ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব গৃহাদি ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দগ্ধ হওয়াতে আমার কিছু অনিষ্ট হইয়াছে

বলিয়া মনে করিনা। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে অগ্নিনির্ব্বাপণ জন্য যথাসম্ভব যত্নকরা হইয়াছে। গতকল্য যে দেহ রত্ন-খচিত পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়াছিল, আজ সম্ভবতঃ উহা সাধারণ কার্পাসবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইবে, কল্য মণিময় সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলাম, আজ নাহয় কাষ্ঠাসনে বসিতে হইবে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি— আমার এই পরিবর্ত্তনে কি প্রজাপালন বা ভগবচ্চিন্তার কোনও ব্যাঘাত ঘটিবে? বাহ্যিক পরিচ্ছদের আবরণে আভ্যন্তরীণ জ্ঞানের নির্ম্মলজ্যোতি আবৃত থাকে। আমি পার্থিব সম্পদ্ উপাদেয় মনেকরিনা, অথবা সিদ্ধির অন্তরায় বলিয়াও পরিত্যাগ করিনা। যাহা আমার আছে থাকুক, তাহা ইচ্ছাকরিয়া পরিত্যাগ করিব কেন? যাহা আমারনাই, অথবা যাহা নষ্টহইয়াছে তাহারজন্যই বা অনুতাপ করিব কেন? নশ্বরতা-স্বভাবের বশবর্ত্তীহইয়া আমার বহুমূল্য বস্তুগুলি দগ্ধ বা অবস্থান্তরিত হইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিব কেন? পার্থিব বস্তুর ত ইহাই প্রকৃতি। যে পার্থিবদেহ-অবলম্বনে জ্ঞানের উন্নতি করিতেছেন ঐ দেহও বিনশ্বর। যে পরমাণুপুঞ্জের সংমিলনে পার্থিবদেহ বা বস্তুসমূহ উৎপন্ন হয়, আবার সেই পরমাণুতেই পরিণত হইয়াথাকে; ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। পার্থিব মৃণ্ময় ও হিরণ্ময় বস্তুতে পার্থক্যজ্ঞানও কল্পনাপ্রসূত। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, মৃণ্ময়-হিরণ্ময়ের কোনও তারতম্য উপলব্ধি করেন না।

"আমার পার্থিব সম্পদের পরিচায়ক কতগুলি বস্তুর ধ্বংস হওয়াতে-আমি নিজকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিনাই। যদি আমার কোনও যথার্থ ধন রত্ন থাকে, তবে তাহা আত্মাতে সমবেত আছে, অগ্নির, তাহা স্পর্শকরিবারও ক্ষমতানাই। যে মহারত্নের সাহায্যে আমি প্রজাহিতব্রত সম্পাদন করিতেছি ও সময়ে উদ্যাপনকরিতে

অভিলাষকরি সেই মহারত্ন হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ থাকিলেই আমার সকল থাকিল। ঐহিক সম্পদে আমার অত্যাসক্তি নাই বটে, কিন্তু উহা রক্ষা করিবার জন্য যথাসম্ভব যত্ন করিয়াথাকি। স্বায়লব্ধ ধনরত্নাদি এবং স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনার্থ বনবাসীহওয়া সঙ্গত মনে করিনা। সন্ন্যাসশব্দের অর্থ সংসারত্যাগ নহে; সংসারে আসক্তিত্যাগই সন্ন্যাস। যিনি স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনে পরিবৃত এবং অতুল সম্পদের অধীশ্বর হইয়াও নির্লিপ্তভাবে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ ও নিজকে ঈশ্বরানুরক্ত করিতেপারেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। যাহার চিত্ত অসংযত, তাহার সংসারত্যাগ বা বনগমন বিড়ম্বনা মাত্র।

অনেক সন্ন্যাসী, সম্পত্তি ও পরিজন পরিত্যাগকরিয়া বনগমন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অজিন, দণ্ড ও কমণ্ডলুপ্রভৃতি, ধনরত্নাদি স্থানীয়, এবং শুকমৃগাদি-শাবকগণ পুত্রাদিপরিজন-স্থানীয় হয়। গৃহে রত্নাদির সৌন্দর্য্যে যেরূপ আহ্লাদিত হইতেন বনে অজিন মৃগচর্ম্মাদির মোহনমূর্ত্তি-সন্দর্শনে ততোধিক বিমোহিত হইয়া থাকেন, গৃহে পুত্রপৌত্রাদির অর্দ্ধবিকসিত শব্দ যেরূপ আনন্দপ্রদ হইত, বনপালিত পশুপক্ষি-শাবকগণের অস্ফুটস্বর তদপেক্ষা অধিক মনোমোহন হইয়াথাকে। তাদৃশ সন্ন্যাসী, সংসার পরিত্যাগ করিয়াও বনে নূতন সংসারের সৃষ্টি করিয়া লয়। এইজন্য বলি, কেবল সংসার পরিত্যাগ করিলেই ঈশ্বরলাভ হয়না; আসক্তিপরিত্যাগ করাই প্রধান কর্ত্তব্য। পদ্মপত্র সুগভীর জলে থাকিয়াও যেমন নির্লিপ্ত; মনুষ্য, বিপুলসম্পদের অধীশ্বর হইয়া এবং পরিজনগণে বেষ্টিত থাকিয়াও যদি সেইরূপ নির্লিপ্তভাবে সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক ঈশ্বরাসক্ত হইতেপারেন, তবে তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। বলপূর্ব্বক সংসার বা ভোগ্যবস্তুর পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এবধীরাঃ"।
মনোবিকারের সাধন ভোগ্যবস্তু নিকটে থাকিতে যাঁহাদের চিত্ত বিকৃত অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুতে লুব্ধ নাহয়, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী বলপূর্ব্বক জ্ঞানী হইতে চেষ্টাকরা পরিণামদর্শীর কার্য্য নহে।

"মহাত্মন্! আমি জানি স্বয়ং ব্রহ্মা, দারপরিগ্রহের জন্য আপনাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন; আপনি তাঁহার অনুরোধে কর্ণপাত করেননাই। সংসারে আপনি অতিশয় ঘৃণাপ্রদর্শন করিয়াথাকেন, ইহা সুখের বিষয়ই বটে, কিন্তু কৌপিন কমণ্ডলুর জন্য যদি ঐরূপ অধীর নাহইতেন তবে বস্তুতঃই সুখীহইতে পারিতাম। পরিজনাদিতে যেরূপ আসক্তিহইবার সম্ভাবনা, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে যদি তদপেক্ষা অধিক আসক্তি জন্মে, তবে সংসার ত্যাগের ফল কি হইল? আমি সংসারকীট; সুতরাং আপনার মত জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে পারি আমার এমন শক্তি নাই, তথাপি এইমাত্র বলিতেছি যে, সন্ন্যাসধর্ম্ম অপেক্ষা সংসার ধর্ম্মই ঈশ্বরলাভের সুপ্রশস্ত পথ। সন্ন্যাসধর্ম্মের পথ এত সঙ্কীর্ণ যে চিত্তের একাগ্রতার একটু অভাব হইলেই ঐপথহইতে বিচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইতে হয়। কিন্তু সংসারমার্গ বিস্তৃত ও বহুশাখ। তাহাহইতে বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাৎ পথচ্যুতি হইলেও অন্য শতপথ অবলম্বন করাযায়। স্ত্রীপুত্রাদির প্রতিপালন, মাতা পিতার সেবা, ক্ষুধার্ত্তে অন্নদান, বিপন্নের পরিত্রাণপ্রভৃতি সমস্ত সাংসারিক কর্ম্মই ধর্ম্মজনক। দেবপূজা ও স্তোত্রধ্যানাদিদ্বারা চিত্ত যতই বিশুদ্ধ ও উন্নত হইবে, ঈশ্বরলাভ ততই নিকটবর্ত্তী হইবে সন্দেহ নাই। সাংসারিক ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান নিজহইতেই উৎপন্ন হইবে। যে ধর্ম্ম ব্যতিরেকে মানবজীবন অসার সেই ধর্ম্ম কর্ম্মাত্মক।

"বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসাং গুণোমতঃ"। মনুসংহিতা।

শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসাধ্য যে পুরুষের গুণবিশেষ তাহাই ধর্ম্ম। অতএব প্রথমে কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; পরে অনায়াসেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্নহয়। কিন্তু কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতেহইবে; কামনাই দুঃখের প্রসূতি। কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে নিষ্কাম সুকর্ম্ম বীজ উপ্ত হইলে সুফললাভ অবশ্যম্ভাবী।

নারদ লজ্জিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"মহারাজ! আমি দীর্ঘকাল জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া যাহা লাভ করিতে পারিনাই, অদ্য আপনার সংক্ষিপ্ত উপদেশে ও দৃষ্টান্তপ্রদর্শনে তাহা লাভকরিলাম। আপনি মূর্ত্তিমান্ জ্ঞান। জগতের বহুসংখ্যক লোক জ্ঞান-রত্ন লাভের অভিলাষী হইয়া সমুদ্রের অতলস্পর্শ জলে নিমগ্ন হন বটে কিন্তু তাঁহাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ রত্নের পরিবর্ত্তে উপল-শম্বুকাদিই সংগৃহীত হইয়াথাকে। আপনি যে অমূল্য রত্ন সংগ্রহকরিয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়। ইহা বলিয়া নারদ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া চলিয়া গেলেন।

মহাত্মা জনক সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যকার্য্য করিয়াও অতুলনীয় জ্ঞান লাভকরিয়াছিলেন। তিনি প্রলোভনময় সংসার-সাগরের প্রদীপ্ত বাড়বানল; সংসারের ভোগ্য-জলরাশি, তাঁহার জ্যোতিষ্মতী দীপ্তির কিঞ্চিন্মাত্রও হানি করিতে পারেনাই; প্রত্যুত সেই জগন্মোহনীপ্রভা স্নেহসংযুক্ত দীপশিখার ন্যায় ক্রমশঃ উদ্দীপ্তই হইয়াছিল। যিনি জনকের প্রকৃতিমুকুরে নিজকে প্রতিফলিত করিতে পারেন, তিনি সংসারী হইয়াও জীবন্মুক্ত।

যে কর্ম্ম চতুর্ব্বর্গলাভের কারণ তাহা পরিত্যাগ করার উপদেশ কোন শাস্ত্রে নাই। সংসারকে সুখময় করাই শাস্ত্ররচনার উদ্দেশ্য। ঐহিক সুখলাভ ও দুঃখনিবৃত্তিই ধর্ম্মোপদেশের লক্ষ্য; পারত্রিক সুখ

মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কর্ম্ম ভিন্ন তাহা সাধিতহইতে পারেনা। ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ যে উপযুক্ত পুত্রের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া শাস্ত্রানুমোদিত বানপ্রস্থ ধর্ম্মানুসারে সস্ত্রীক বন-বাসী হইতেন তাহাকি পারলৌকিক ধর্ম্ম? কখনও নহে। যে মঙ্গলময় ঋষিগণ নৃপতিবর্গকে পার্থিব সুখের পরাকাষ্ঠা প্রদান করিয়া দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন তাঁহা-দের দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাসে মুণিগণ উত্তপ্তহইতে ইচ্ছা করেন নাই। শাস্ত্রকারগণ মনে করিলেন—রাজা যখন জরাগ্রস্ত হইবেন এবং রাজপুত্র যখন রাজনীতি ও যুদ্ধাদিবিদ্যায় পারদর্শী হইবেন তখন পুত্রহস্তে রাজ্যভার প্রদত্ত না হইলে বিবিধ অনর্থ সংঘ-টিত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; অথচ যিনি অলৌকিক প্রতি-ভাগুণে ও অতুলনীয় দোর্দ্দণ্ডবলে রাজ্যের সুশাসন করিয়াছেন তিনি স্বমতবিরুদ্ধ কার্য্য অথবা অত্যাচার অবিচার প্রত্যক্ষ করিয়া কখনও স্থির থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের শান্তিচ্যুতি অনিবার্য্য। পিতাপুত্রের সংঘর্ষে যে ভীষণ অনল সমুত্থিত হইবে তদ্দ্বারা রাজ্য শ্মশানে পরি-ণত হইবে, এবং ঐ পাপবহ্নির স্ফুলিঙ্গসমুদয় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করিবে। এ অবস্থায় বৃদ্ধ পিতাকে ধর্ম্মচ্ছলে স্থানান্তরিত করাই উপযুক্ত উপায়রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

ঐ বানপ্রস্থ বিধি বস্তুতই শান্তিপ্রদ। দীর্ঘকাল কূটনীতির অনুসরণ ও নানাবিধ উৎপীড়ন সহ্যকরার পরে, প্রাসাদের কৃত্রিম সৌন্দর্য্যঅপেক্ষা বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই প্রীতিকর হয়; এবং অমৃতমুখ বিষকুম্ভতুল্য পারিষদবর্গের আপাত মধুর বাক্যা-বলীর পরিণাম জ্বালায় উৎপীড়িত হওয়ার পরে, সরল পক্ষি-মৃগাদির আনুগত্যব্যঞ্জক মধুরধ্বনি বড়ই আনন্দজনক হইয়া

থাকে। শ্রমের পরে বিশ্রাম নিতান্তই প্রয়োজনীয়; এইজন্যই কর্ম্মক্ষেত্র সংসারের প্রান্তসীমায় দুইএকটি নৈষ্কর্ম্ম্যবীজ উপ্ত হইয়াছে। উহা কর্ম্মক্ষেত্র সংসারের আলি বা সীমাবেষ্টনী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই প্রশস্ত উর্ব্বরক্ষেত্রে যেসকল কর্ম্মবীজ উপ্তহয় তাহার অঙ্কুর, শাখাপ্রশাখায়পরিণতি, ও পুষ্পফল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সুবীজের নির্ব্বাচন ও বপনে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও সাবধানতার প্রয়োজন। অনেক মহাত্মাই স্বরোপিত কল্পতরুজাত অমৃতময় ফলের সুখাস্বাদনদ্বারা অবিছিন্ন সুখে জীবনকাল অতিবাহিত করিতে পারেন,কেহ বা স্বকীয় বিষবৃক্ষাবলীর গরলোদ্গারী ফল ভক্ষণের জ্বালায় সুখজগৎপরিত্যাগ করিয়া ঘোর নিরয়ে উপস্থিত হয়। প্রতিমুহুর্ত্তের কর্ম্মবীজ, দৃশ্যাদৃশ্য নানাস্থানে পতিত হইয়া বহুকোটী বৃক্ষ উৎপাদন করে, ঐসকল বৃক্ষের হিতাহিতরূপ অনন্তকোটী ফলের আস্বাদন অপরিহার্য্য। অতএব অতিসাবধানে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিবে। কর্ম্মবীজ যতই ক্ষুদ্র হউকনা কেন, শুভাশুভরূপ ফল-দানকালে অবশ্যই বৃহৎবৃক্ষে পরিণত হয়। কিন্তু অগ্নিদগ্ধ বৃক্ষাদিবীজের যেমন উৎপাদিকাশক্তি বিনষ্ট হয়, সেইরূপ জ্ঞানদগ্ধ কর্ম্মেরও ফলোৎপাদিকাশক্তি নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং নিষ্কামকর্ম্ম দুঃখ বা নশ্বর সুখের কারণ হয়না। নিষ্কাম সাধুকর্ম্মদ্বারা স্থায়ী সুখ অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র যে, কেবল পারত্রিক মঙ্গলের জন্য উপদিষ্ট হয়নাই,ঐহিক সুখই ধর্ম্মের প্রধানতম লক্ষ্য, তাহা অনেকবার বলিয়াছি ঐহিক নির্ম্মল সুখলাভের জন্যই নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা লোক জগদ্বাসীর হৃদয়সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেবতারন্যায় পূজিতহইয়া থাকেন।

যে পুরুষশক্তিদ্বারা অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ বশীভূত হইয়া ভৃত্যবৎ আদেশ প্রতিপালন করেন, সেই সর্ব্বসুখ-নিদান কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে। কর্ম্মই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুবর্গ লাভের কারণ। দৈবশক্তি-প্রভাবে যে জল, আকাশ হইতে পতিতহয় কর্ম্মশক্তি-প্রভাবে উহা ভূগর্ভহইতেও উত্থাপিত হইয়া থাকে; ক্রিয়াশক্তিবলে আকাশে পুষ্পোদ্যান বা অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেপারে। অগ্নিকণবাহি-মরুভূমিতেও স্রোতস্বিনীর কলনাদী স্রোতঃপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া জনসাধারণের আনন্দোৎ-পাদন করিয়াথাকে। অনেক অদৃষ্টবাদী জড়বৎ নিশ্চেষ্ট অলস, মনেকরে, যে "আমি শ্রমদ্বারা খাদ্যবস্তু উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে মনুষ্যগণ আহার পরিত্যাগ করিবে, পুস্তক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে জগতের লোক নিরক্ষর হইবে"। ঈদৃশ অদৃষ্ট-কল্পনা অলসতা ও মূর্খতারই পরিচয় প্রদানকরিয়াথাকে। কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতির, অলক্ষিত কার্য্যদ্বারা যদি প্রাসাদমালালঙ্কৃত নগর, নদীর শূন্যময় গভীর গর্ত্তে পরিণত হইতেপারে, এবং যে স্রোতস্বিনীর প্রলয়ানুকারি তরঙ্গধ্বনিশ্রবণে হৃদয় কম্পিত হইত, অল্পকাল মধ্যে উহারই সুবিশাল বক্ষঃস্থলে যদি উদ্যানাদিশোভিত অট্টালিকামালা দৃষ্টহইতেপারে তবে আমাদের দৃশ্যকর্ম্ম নিষ্ফল হইবে কেন?



সাকারোপাসনা।

শিষ্য। নিষ্কাম কর্ম্ম, ধ্যান যোগাদি করা কর্ত্তব্য বটে কিন্তু বিষ্ণু-শিবাদি ও দুর্গাকালীপ্রভৃতির মূর্ত্তি কল্পনা এবং তদাকারে উপাসনা করা সঙ্গত নহে। কারণ নিরাকার চৈতন্যময় ঈশ্বরের

মনুষ্যবৎ মূর্ত্তি কল্পনা মূর্খতার পরাকাষ্ঠা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

গুরু। এক্ষণে ধর্ম্মজিজ্ঞাসুগণ সাকারবাদ ও নিরাকারবাদ লইয়া মহা হুলুস্থুল বাঁধাইয়াছেন সাকারবাদের পক্ষপাতীরা, বলিয়া থাকেন "ঈশ্বর সাকার অতএব নিরাকার উপাসনা কিছুই নহে।" আবার নিরাকার ব্রহ্মোপাসকগণ বলেন, "নিরাকার চৈতন্যময় ঈশ্বরের মূর্ত্তিগঠনদ্বারা তাঁহার অসীমতা ও সর্ব্বব্যাপিতা নষ্ট করিয়া তাঁহাকে সসীম করাহয়, অতএব সাকারোপাসকগণ ঘোর মূর্খ।" আমরা বলি, ঐ উভয় সম্প্রদায়ই ভ্রান্ত। কারণ আকাশাদি ক্ষিত্যন্ত পঞ্চভূতই সর্ব্বময় ঈশ্বরের দেহ। তাঁহার আকাশশরীর নিরাকার; পৃথিব্যাদি শরীর সাকার। তাঁহাকে সাকারভাবেই উপাসনা কর, বা নিরাকারভাবেই ধ্যান কর উপাসনার ফল এক।

জ্ঞানশাস্ত্রে যাহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই তাঁহারাই সাকার নিরাকারে ভেদকল্পনাকরে। কিন্তু জ্ঞানিগণ কাঠিন্য দ্রবত্বময় তুষার (বরফ) খণ্ডের ন্যায় ঈশ্বরেরও অভেদদর্শন করিয়াথাকেন। সাকারোপাসনা মূর্খতার পরিচায়ক নহে; সাকারোপাসনাতে দোষারোপই মূর্খতা। উপাসনা শব্দের অর্থ প্রসন্নীকরণ অর্থাৎ পূর্ব্বে যিনি প্রসন্ন ছিলেননা তাঁহাকে স্তোত্রাদিদ্বারা সন্তুষ্টকরাই উপাসনা। সগুণ ঈশ্বরেই ঐ উপাসনা সম্ভবে, নির্গুণ নির্ব্বিকার চৈতন্যময় ঈশ্বরে ঐরূপ উপাসনার প্রয়োজনই নাই। কারণ নির্গুণ নির্ব্বিকার ঈশ্বর, নিত্য আনন্দময় চৈতন্যস্বরূপ, তাঁহার সন্তোষ সাময়িক নহে, তিনি কারণবশতঃ কখনও সন্তুষ্ট হননা, কখনও বা রুষ্ট হননা। তোমার কোটিজন্মের পাপাচরণেও তাঁহার নিত্যআনন্দ বিলুপ্ত হইবেনা অথবা অসংখ্যজন্মের স্তোত্রপাঠ বা ধ্যানদ্বারাও নূতন সন্তোষ উৎপন্ন হইবেনা; তিনি তেজোময় অবিকৃত ঈশ্বর। এ অবস্থায়

নিগু'ণ ব্রহ্মের উপাসনা কি ক্ষিপ্তকার্য্যবৎ উদ্দেশ্যশূন্য নহে? উপাস্য উপাসক উভয় সগুণ নাহইলে উপাসনার প্রয়োজনই থাকেনা। উপাস্য নিগু'ণ নিষ্ক্রিয় ঈশ্বর, কাহারও ইষ্টানিষ্ট সম্পাদনরূপ কার্য্য করেননা, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকিলে নিষ্ক্রিয়তাই রক্ষিত হয়না; দেবমনুষ্যাদির ন্যায় তিনিও ক্রিয়াবান্ হন্। উপাসকও যেপর্য্যন্ত উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন, সে পর্য্যন্ত সগুণ ভিন্ন নিগু'ণ ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিতই করিতে পারেননা কারণ ইষ্টলাভের ইচ্ছা যাহার বলবতী; ইষ্টানিষ্ট বন্ধমুক্তি সুখদুঃখ শীতউষ্ণ বিষ্ঠাচন্দন প্রভৃতিতে যাহার দ্বৈতজ্ঞান আছে, তাহার চিত্ত কি নিগু'ণ নিরাকার চৈতন্যময় ঈশ্বরে নিশ্চলভাবে সংসক্ত হইতেপারে? যে উপাসনা করে ইষ্টলাভের আকাঙ্ক্ষা তাহার অতীব বলবতী; তত্ত্বজ্ঞানীর কোন আকাঙ্ক্ষাই থাকেনা, এবং তিনি উপাস্য-উপাসক বিভিন্ন বলিয়াও জানেননা। জ্ঞানের পূর্ণতাবস্থায় "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "সোঽহং" ইত্যাকার অভেদজ্ঞান উৎপন্নহয়। স্বকীয় পূর্ণব্রহ্মত্ব অবধারিত হইলে উপাসনা নিজহইতেই নিবৃত্ত হইয়াযায়, তখন তিনি ঈশ্বরকল্প মুক্তপুরুষ। অতএব যতকাল উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বোধ থাকিবে ততকাল সগুণ সাকার ঈশ্বরেরই উপাসনা করিতে হইবে। নিরাকার ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত হইলে উপাসনা নিষ্প্রয়োজন।

কর্ম্ম এবং জ্ঞান, অধিকারিভেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহার যেরূপ অধিকার ও শক্তি, সে তদনুরূপ কার্য্য করিবে, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। শাস্ত্রে ফলমূলাহারের ব্যবস্থা আছে, মৎস্যমাংসভোজনও উপদিষ্ট হইয়াছে। সত্ত্বগুণপ্রধান তপস্যানিরত ব্রাহ্মণের ফলমূলাদিই উপযুক্ত আহার, কিন্তু ক্ষত্রিয়শরীর, মাংসাদি পুষ্টিকর খাদ্যব্যতীত যুদ্ধের উপযুক্ত হয়না। অতএব বুঝিতে

হইবে একব্যক্তির জন্য উভয়শাস্ত্র নহে। পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবক ক্রোশাধিক দূরবর্ত্তী বৃক্ষের শাখাপ্রশাখাদি অনায়াসে দেখিতে পারে, কিন্তু অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ সমীপবর্ত্তী প্রকাণ্ড বৃক্ষও দেখিতে পারেনা। উভয়ের চক্ষু একাকার কিন্তু শক্তি বিভিন্ন। বলিষ্ঠ যুবা যে ভার অনায়াসে বহনকরিতে পারে তাহা বালকের মস্তকে উত্তোলিত হইলে, বালকের গ্রীবা ভাঙ্গিয়াযায়। যাহার জঠরানল প্রদীপ্ত, শরীর বলবান, তাহার প্রচুর ঘৃতাশন পুষ্টিকর বটে, কিন্তু ক্ষীণাগ্নি দুর্ব্বল রোগীর তাহা প্রাণবিনাশকর হয়। অতএব যাঁহার নিরাকারজ্ঞানে শক্তি আছে, তিনি নির্গুণব্রহ্মের ধ্যান করুন; কিন্তু তাহাতে অশক্তব্যক্তির মূর্ত্তিপূজা অবশ্যই কর্ত্তব্য। মনোহরদৃশ্য সুবৃহৎ ত্রিতলপ্রাসাদের কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে মন আকৃষ্টহইয়া যত সময় নিশ্চল থাকে, স্বভাব সুন্দর পুষ্পের মনোহরকান্তি, মনকে তাহার শতাংশের একাংশ সময়ও আবদ্ধ রাখিতেপারেনা। ইহার কারণ এই—মন অতি ক্ষুদ্র; সুতরাং বৃহৎ বস্তুর প্রত্যেক অবয়বে প্রবেশকরিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, অতএব স্থূলবস্তুতে মন দীর্ঘ-কাল অবস্থিত থাকে; ক্ষুদ্র বস্তুতে অতি অল্পকাল থাকিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হয়। উপাস্যে চিত্ত নিশ্চলভাবে অবস্থান না করিলে সিদ্ধিলাভ হয়না। চিত্তের একাগ্রতা ও স্থিরতাই সিদ্ধির প্রধান উপায়। চঞ্চল মনকে প্রথমতঃ স্থূলবস্তুতে আসক্ত করিয়া একাগ্র করা উচিত, পরে ক্রমশঃ নিরাকার ঈশ্বরে আসক্ত করিতে অধিক কষ্ট হয়না। বস্তুতঃ মনুষ্যের সংসারাবস্থায় নিরাকার চিন্তা অস-ম্ভব। মনুষ্য যে পর্য্যন্ত নিজকে পরমাত্মাতিরিক্ত মনে করিবে, ক্ষিত্যাদি স্থূল পঞ্চভূতকে সূক্ষ্মতন্মাত্রহইতে অতিরিক্ত জ্ঞানকরিবে সে পর্য্যন্ত কিছুতেই নিরাকার ব্রহ্মে মনঃসংযোগ করিতেপারিবেনা। যাহারা লক্ষ্যভেদ শিক্ষাকরে তাহারা প্রথমতঃ নিকটবর্ত্তী স্থির

স্থূল বৃক্ষাদিতে তীরাদি নিক্ষেপ করিয়া নৈপুণ্যলাভকরে, ক্রমশঃ অব্যর্থসন্ধান হইয়া আকাশস্থ দুর্নিরীক্ষ উড্ডীয়মান ক্ষুদ্র পক্ষীকে অনায়াসে বিদ্ধ করিয়া ফেলে। দুষ্করকার্য্য বিশেষ শিক্ষাসাপেক্ষ। অতএব নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্তহইতে ইচ্ছা করিলে প্রথমতঃ সাকার বিষ্ণু মহেশ্বরাদির উপাসনা করাইকর্ত্তব্য। ক্ষুদ্রাশয়গণ যে আর্য্যদিগকে পুতুলপূজক বলিয়া নিন্দাকরে, তাহাদের জ্ঞানের অল্পতাই তাহার কারণ। তাহারা জানেনা যে, আর্য্যজাতির আধ্যাত্মিক জ্ঞান পৃথিবীতে অতুলনীয়। যদি কোনও ব্যক্তি শর্করা পরিত্যাগ করিয়া নিম্বভক্ষণ করেন, তবে পার্শ্বস্থ স্থূলদর্শী অবশ্যই মনে করিবে যে, লোকটির ভালমন্দ বোধ নাই; কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অবশ্যই বুঝিতেপারিবেন যে, শারীরিক অবস্থাভেদে শর্করা অপেক্ষা নিম্ব অধিক আদরণীয় হইতে পারে। শর্করাস্বাদের অনভিজ্ঞতানিবন্ধন পরিত্যাগ করিলে অবশ্যই নিন্দার কথা কিন্তু অনুপযোগী বা অনিষ্টকারী বলিয়া শর্করা উপেক্ষিতহইলে ত্যাগকর্ত্তা প্রশংসার্হই হইয়াথাকেন।

আর্য্যগণ নিরাকার ঈশ্বরে অনভিজ্ঞ নহেন। আর্য্যজাতির উপনিষদ দর্শনাদি শত শত শাস্ত্র, ঈশ্বরের নিরাকারত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যময়" ইহাই আর্য্যগণের ও আর্য্যশাস্ত্রের মূলমন্ত্র। প্রত্যেক সাকারের মধ্যেই নিরাকার অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। বিষ্ণু শব্দের অর্থ "বিশতি জগৎব্যাপ্নোতি যঃ" অর্থাৎ যিনি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। মহেশ্বর শব্দের অর্থ সৃষ্টিস্থিতি লয়ের কর্ত্তা। বিষ্ণুর ধ্যানে আছে "সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী" অর্থাৎ যে তেজোময়ঈশ্বর সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থানকরেন। মহাদেবের ধ্যানে আছে "বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং" যিনি জগতের আদি এবং সংসাররূপ বৃক্ষের বীজ অর্থাৎ কারণ; এসকল অর্থ-

দ্বারা কি বুঝাযায়? এক পার্থিব শিবমূর্ত্তিতে ক্ষিতি, জল, তেজঃ বায়ু, আকাশ-প্রভৃতি অষ্টমূর্ত্তির পূজা করাহয়। আর্য্যজাতি সম্মুখে যাহাই স্থাপন করুন্ না কেন, এক সর্ব্বশক্তিময় ঈশ্বরেরই উপাসনা করিয়াথাকেন। তাঁহারা কেবল যে প্রতিমাতে পূজা করেন তাহা নহে; ঘট, যন্ত্র, জল, বৃক্ষ অথবা পুষ্পেও উপাস্য দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া লন। ইহা কি পৌত্তলিকতা? ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবপ্রভৃতি নামের ভেদ কল্পিত হয় বটে কিন্তু তাঁহাদের উপাস্যদেবতা এক।

সৃষ্টি স্থিত্যন্তকরণাদ্ব্রহ্ম বিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ একএবজনার্দ্দনঃ ॥

এক ঈশ্বরই সৃষ্টি,স্থিতি লয়রূপ ত্রিবিধ কার্য্যদ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন নাম গ্রহণকরিয়াছেন। শক্তিসমষ্টিই ঈশ্বর। আর্য্যগণ সমষ্টিভাবে ব্রহ্মোপাসনা করেন এবং ব্যষ্টিভাবে অর্থাৎ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিব প্রভৃতি ভিন্নভিন্ন নামেও এক ঐশী শক্তিরই উপাসনা করেন। তত্ত্বদর্শী আর্য্যগণ বালকের ন্যায় পুতুলখেলা করেননা। তাঁহারা উপাসনার সুবিধার জন্যই নিরাকার ঈশ্বরের রূপকল্পনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা।" এ কল্পনা কিন্তু আকাশকুসুমবৎ কল্পনা নহে। পঞ্চভূত যেমন সূক্ষ্মস্থূলভেদে দ্বিবিধ; ঈশ্বরও নিরাকার-সাকারভেদে দ্বিবিধ; প্রভেদ এই নিরাকার স্বাভাবিক, সাকার বিকৃত। ক্ষিত্যাদি স্থূলভূত বিকৃত হইলেও সূক্ষ্ম তন্মাত্র বা পরমাণু হইতে বিভিন্ননহে, ঈশ্বরের নামরূপ বিকৃত বটে কিন্তু স্থূলাংশও ঈশ্বরাতিরিক্ত নহে।

সংসারীর সাকার উপাসনাদ্বারাই অভীষ্ট লাভহয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংসারিক দুঃখনিবৃত্তিও সুখলাভের জন্যই ধর্ম্মানুষ্ঠান। মানবগণ যখন সাংসারিক দুঃখরাশির জীবনগ্রাহী গ্রাসে পতিত হইয়া

নিজকে অসহায় ও নিরুপায় মনে করেন তখন সংসারের মাতা-পিতার আশ্রয়গ্রহণে দুঃখবিমুক্তির প্রত্যাশা করিতে পারেননা; তখন পিতৃরূপে বা মাতৃরূপে অনন্ত শক্তির আশ্রয়গ্রহণ আবশ্যক হয়। ইষ্টদেবে দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলে ঘোরবিপদেও সাহায্যপ্রাপ্তির আশা থাকে, সুতরাং বিপদে নির্ভীক থাকা যায়। সাহায্য-প্রাপ্তির প্রত্যাশা নাথাকিলে ভয়েই প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা। নৌকা যদি দিবসে জলমগ্ন হয় তবে জলমগ্ন আরোহী পারদর্শনেও পার-লাভের প্রত্যাশায় সম্পূর্ণরূপে নিজশক্তির প্রয়োগ করিতেপারে, কিন্তু অন্ধকারময়ী রাত্রিতে যদি নৌকা জলমগ্ন হয়, তবে তীরের সংলগ্নস্থানে পতিত হইয়াও ভয়বিহ্বল নিশ্চেষ্টআরোহী ভয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করে। মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ অতিশয় দৃঢ়, মনঃ ভীত বা দুর্ব্বল হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ও দেহ অকর্ম্মণ্য হইয়াযায়। অত-এব যাহাতে মনঃ সবল রাখা যায় তাহার চেষ্টাকরা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দৈবী দুঃখপরম্পরা যখন শত্রুরূপে সম্মুখে দণ্ডায়মানা হয় তখন ঐশীশক্তির আশ্রয়গ্রহণকরা আবশ্যক। তাদৃশ শক্তিসম্পন্না মাতা বা অনন্তশক্তিসম্পন্ন পিতা অস্ত্রগ্রহণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়-মান হইলে শত্রুর আক্রমণত দূরের কথা হৃদয়ে ভীতির সঞ্চারও হইতেপারেনা। একবার ভক্তের হৃদয়বল পরীক্ষা কর। ভক্তিবলে বলীয়ান্ রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বলগে যা তোর যম রাজারে আমার মতন নিছে কয়টা।
আমি যমের যম হইতে পারি ভ.বলে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥
প্রসাদ বলে কালের ভটা মুখ সাম্‌লায়ে বলিস্ বেটা।
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে সাজা দিলে রাখ্‌বে কেটা॥ সঙ্গীত

ভক্তগণ উপাস্যদেবতাকে কিরূপ চক্ষে দর্শনকরেন ভাষা তাহা প্রকাশকরিতে পারেনা। প্রার্থনামাত্রে প্রার্থিত বস্তু নাপাইলে বালক যেমন মাতার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াথাকে ভক্তও সেইরূপ স্নেহের একটু ত্রুটি মনেকরিলেই ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্রভাষা প্রয়োগকরিতে বা গালিবর্ষণকরিতেও ত্রুটি করেননা।

মা মা বলে আর ডাকবনা।
ওমা দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা॥
ছিলেম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশী।
দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মাগি খাব মা ব'লে আর কোলে যাবনা॥
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে, মা কি রয়েছ চক্ষুকর্ণ খেয়ে?
মা বিদ্যমানে এদুঃখ সন্তানে মা ম'লে আর কি ছেলে বাঁচেনা। সঙ্গীত।

ঈশ্বর যে জগন্ময় তাহা জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়াথাকেন। আমরা যে প্রস্তরময়ী বা মৃণ্ময়ী প্রতিমাতে ঈশ্বরের অর্চনা করিয়া থাকি, ঐ প্রস্তর-মৃত্তিকাদিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই বলিয়া কি কেহ বলিতেপারেন? যদি কেহ বলে, তবে সে মূর্খ। তবে প্রশ্নহইতে পারে যে, প্রস্তরমাত্রে এবং মৃত্তিকামাত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকাসত্ত্বেও প্রস্তরখণ্ডবিশেষ বা মৃত্তিকাখণ্ডবিশেষে ঈশ্বরের অস্তিত্বা-রোপ হয় কেন? তাহার উত্তর এই—আমাদের জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয়গণের শক্তি সীমাবদ্ধ; সম্মুখস্থিত বস্তুমাত্রই আমারা নেত্রদ্বারা দর্শনকরিয়াথাকি, দূরস্থিত বস্তুদর্শনের শক্তি আমাদের নাই; সুতরাং ঈশ্বরকে দেখিতে ইচ্ছাকরিলে সীমাবদ্ধ আধারেই দেখিতে চেষ্টা করা উচিত এবং আকারকল্পনা করিতে হইলে মনুষ্যাকারই কল্পিত হওয়া উচিত, কারণ দৃষ্টিগোচর প্রাণীরমধ্যে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমরা যাহা প্রার্থনা করি তাহা মনুষ্যকল্প ব্যক্তিই দানকরিতে সক্ষম। সংসারে সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্যদাতা উভয়ই সমান

ধর্ম্মা হইয়াথাকে, মনুষ্যের সহায় মনুষ্যই হয়; কখনও কোন মনুষ্য সিংহব্যাঘ্রাদিহইতে সাহায্য প্রার্থনা করেনা। আমরা সগুণ ও সকাম; সুতরাং আমাদের ঈশ্বর বা উপাস্যও সগুণ এবং সকাম। আমরা ঈশ্বরের নিকট ধনাদিও প্রার্থনা করিয়া থাকি, ঈশ্বর যদি ধনবান্ নাহন্ তবে তিনি ধনদান করিবেন কোথা হইতে? বিশেষতঃ হস্তপদাদি নাথাকিলে তিনি দান করিবেন কিরূপে? আমরা ঈশ্বরকে রাজা বা শক্তিশালী মহাপুরুষ বলিয়া মনে করি, সেইজন্যই তাঁহার নিকট অভীষ্ট প্রার্থনা করিয়া থাকি, আমাদের প্রার্থনা এইরূপ— "রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি, দ্বিষোজহি, পত্নীংমনোরমাংদেহি, মনোবৃত্ত্যনুসারিণীং' অর্থাৎ আমাকে রূপদান করুন্ এবং জয় ও যশোদান করুন্, আমার শত্রুদিগকে বিনাশ করুন্ এবং আমার চিত্তবৃত্তির অনুগামিনী পত্নী-দান করুন্। এইরূপ প্রার্থনা নিরাকার নিগুর্ণ নিষ্ক্রিয় ঈশ্বরের নিকট কখনও সঙ্গত হয়না। দরিদ্র মনুষ্যগণ ধনীর নিকটে যেরূপ প্রার্থনা করে আমরাও সেইরূপ ঈশ্বরের নিকট অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করিয়াথাকি। জ্ঞানীর ঈশ্বর আর সংসারীর ঈশ্বর এক নহেন। গোষ্পদস্থিত-জলপানে অভ্যস্ত ও পরিতৃপ্ত কাক, নদী বা সমুদ্রের অনুসন্ধান করেনা। নশ্বর ধনরত্নাদি যাহাদের প্রার্থনীয় তাহারা কি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনায় বা স্বরূপজ্ঞানে সক্ষম হইতে পারে? যদি কোন দরিদ্র বাণিজ্যব্যবসায়ী এক টাকা মূলধন লইয়া সমুদ্রাদি অতিক্রমপূর্ব্বক বহু দূরদেশগমনে প্রবৃত্তহয় তবে তাহার লাভ ত দূরেই থাকুক সে কি আহারঅভাবে মৃত্যু-মুখে পতিতহয়না? অতএব যাহার যেরূপ শক্তি তাহার তদনুরূপ কার্য্যকরাই সঙ্গত। বালকের পুতুল খেলায়, যুবকের মন পরিতৃপ্তহয়না, যুবকের বিষয়সম্ভোগেও বৃদ্ধ হতাদর হইয়াথাকেন।

অতএব যে পর্য্যন্ত জ্ঞানে বালক থাকিবে সেই পর্য্যন্ত পুতুল-খেলাতেই রত থাক। জ্ঞান-সাধন কোনও খেলায় প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে তৃপ্তিলাভ ত করিতেপারিবেই না প্রত্যুত বুদ্ধি বিকৃতহইয়া যাইবে। বালক্রীড়া অতীত হইলে যৌবনের বিষয়খেলা উপস্থিত হইবে, তাহার পরে বার্দ্ধক্যের অনাসক্তির মুখাবলোকন করিতে পারিবে। কোনও অজ্ঞান বালক যদি সংসারে বীতস্পৃহতাপ্রদর্শন করিতে ইচ্ছাকরে, তাহার সেই বালকোচিত ইচ্ছা কি ফলবতী হইবে? বালক ক্ষণকাল মধ্যেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত সংসারের ধনরত্নাদি ও স্ত্রীপুত্রাদিতে মমত্ব বুদ্ধি থাকিবে, ভোগবাসনা বলবতী থাকিবে ও বিষ্ঠাচন্দনে ভেদজ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত সোঽহং ব্রহ্মজ্ঞান মনে স্থান পাইবেনা। পূর্ব্বে আত্মশক্তির পরীক্ষাকর, পরে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। অগ্নিবল পরীক্ষা নাকরিয়া পথ্যের ব্যবস্থা করিলে সেই পথ্য প্রাণবিনাশের কারণ হয়; উদরাময়রোগে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে যদি পুষ্টিকর মাংসঘৃতাদি পথ্য দেওয়াযায় তবে ঐ রোগী অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াথাকে। সাকার উপাসনাদ্বারা অনেক দূর অগ্রসরহইতে পারিলে কালে নিরাকারব্রহ্মে চিত্তসমাহিত করার আশাকরা যাইতেপারে।

জ্ঞানিগণ মনে করেন যে, যদি আমাহইতে দ্বিতীয় বস্তু বা ব্যক্তি থাকিত, তবে তাহার উপাসনা করিতাম; বস্তুতঃ আত্মাতিরিক্ত পদার্থ নাই। এজন্য জ্ঞানবান্ পরমহংসগণ জগতের মিথ্যাত্ব এবং আত্মার সত্যত্ব প্রতিপাদক জ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই সর্ব্বদা ধ্যান-নিমগ্ন থাকিয়া আত্মচিন্তা করেন; তাঁহারা কখনও উপাসনা করেননা। উপাসনা আমাদের মত অজ্ঞান সংসারীরই কর্ত্তব্য। মনুষ্যের যে পর্য্যন্ত ইষ্টলাভেচ্ছা বলবতী থাকে ততকাল সগুণ ঈশ্বর অর্থাৎ বিষ্ণুমহেশ্বরাদির উপাসনাই কর্ত্তব্য; নির্গুণ

নিরাকার ঈশ্বরে যাঁহার চিত্তসমাহিত হইয়াছে, সেই মহাপুরুষ, মুক্ত। ইষ্টঅনিষ্ট, বন্ধমুক্তি, সুখদুঃখ, শীতউষ্ণ, বিষ্ঠাচন্দন প্রভৃতিতে তাঁহার সমজ্ঞান। দেবমনুষ্যাদিতে তাঁহার ভেদজ্ঞান নাই, সুতরাং উপাস্য-উপাসকেও তিনি ভেদদর্শন করেননা এবং আত্মাতিরিক্ত উপাস্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেননা; সুতরাং নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা হইতে পারেনা। আমরা পিতামাতা ও রাজাহইতে উপকার লাভ-করিয়া তাঁহাদিকে যেমন ভক্তি ও সম্মান করিয়াথাকি সগুণ ঈশ্বরও আমাদের উপকারক বলিয়াই সেইরূপ সম্মান ও ভক্তিরপাত্র। "ঈশ্বর, অতিশয় যত্ন ও সতর্কতারসহিত পিতামাতা ও রাজারন্যায় আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন" এই বিশ্বাস যদি ভ্রমাত্মক না হয়, তবে ঈশ্বরের সাকারোপাসনা ভ্রমমূলক হইবেকেন? বস্তুতঃ বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র-প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের মতেই ঈশ্বর নিরাকার। কেবল উপাসনার সুবিধার জন্যই তাঁহার আকার কল্পিত হয়। মহেশ্বর বলিয়াছেন—

> স্ত্রীরূপাং বা স্মরেৎ দেবি পুংরূপাং বা স্মরেৎপ্রিয়ে।
> স্মরেদ্বা নিষ্কলংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপিণম্॥
> নেয়ং যোষিন্নচ পুমান্ ন ষণ্ডো ন জড়ঃ স্মৃতঃ।
> তথাপি কল্পবল্লীব স্ত্রী-শব্দেনচ যুজ্যতে॥
> সাধকানাং হিতায়ৈব অরূপা রূপধারিণী।
> চিন্ময়স্যা প্রমেয়স্য নিষ্কলস্যা শরীরিণঃ।
> সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ তন্ত্রপ্রদীপ।

হে প্রিয়তমে! ঐশ্বরী প্রতিমূর্ত্তির স্ত্রীরূপেই চিন্তা করা হউক বা পুংরূপে স্মরণকরা হউক অথবা নিষ্কল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপেই চিন্তাকরা হউক, ইনি স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, ক্লীব নহেন, জড়পদার্থও নহেন, তথাপি কল্পবৃক্ষঅর্থে কল্পবল্লী শব্দের

ন্যায় স্ত্রীত্ব ব্যবহৃত হইয়াথাকে; এবং ইনি নিরাকার হইয়াও সাধকদিগের চিত্তমানসে রূপধারণ করিয়াথাকেন। সাধকের হিতেরজন্যই চিন্ময় অপ্রমেয় নিষ্কল নিরাকার ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াথাকে। অর্থাৎ কল্পবৃক্ষ-অর্থে যদি "কল্পবল্লী" শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন শ্রোতা বল্লীশব্দের স্ত্রীত্ব পরিত্যাগকরিয়া কল্পবৃক্ষত্বেরই অনুভব করিয়াথাকেন সেইরূপ জ্ঞানিগণ দুর্গা, কালী, বিষ্ণু শিবাদি শব্দের স্ত্রীত্ব, পুংত্ব পরিত্যাগ করিয়া ঐ সমুদয় আরাধ্য নিষ্কল নিরাকার পরম-ব্রহ্মেরই উপলব্ধি করিয়াথাকেন। লক্ষ্য স্থির নাথাকিলে উপাস্যে চিত্ত নিশ্চলভাবে থাকেনা। সেইজন্যই রূপকল্পনা। কিন্তু ইহা মিথ্যা কল্পনা নহে।

ঘৃতস্য দ্বিবিধং রূপং কাঠিন্যং দ্রবতা তথা।
কাঠিন্যে দ্রবতায়াঞ্চ ঘৃতমেব ন চান্যথা॥ তন্ত্রপ্রদীপ।

ঘৃত যদিও কঠিন এবং দ্রবীভূতরূপে দ্বিবিধ বলিয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি পৃথক্ পদার্থ বলিয়া বুঝা উচিত নহে, সেইরূপ নিরাকার ও সাকার ঈশ্বরের বস্তুগত পার্থক্য নাই। সাকারভাব নিরাকার ঈশ্বরেরই বিভূতিপ্রদর্শনমাত্র। ঈশ্বরোৎপন্ন জগৎ ঈশ্বর হইতে ভিন্ননহে; সুতরাং দুর্গা, কালী, বিষ্ণু, শিবাদি দেবতাও ঈশ্বরাতিরিক্ত নহেন। মনুষ্যাদি অপেক্ষা দেবশরীরে ঐশীশক্তি অধিক, সুতরাং দেবতা মনুষ্যের আরাধ্য। বস্তুতঃ যিনি নিজশরীরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিতেপারেন তাঁহার মূর্ত্ত্যান্তর কল্পনার প্রয়োজন নাই কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঐ জ্ঞান উৎপন্ন নাহয়, সে পর্য্যন্ত মূর্ত্তি পূজা প্রয়োজনীয়। মূর্ত্তিপূজার যেমন শত শত বিধান আছে, জ্ঞানীর জন্য নিষেধও আছে যথা—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চা-বিড়ম্বনম্॥

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃত্।
যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষবস্থিতম্॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্।

ভগবান্ বলিয়াছেন— আমি সর্ব্বদা অন্তরাত্মরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থান-করি। মনুষ্য স্বদেহস্থিত সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া পূজা বিড়ম্বনা করে, অর্থাৎ দেবতান্তর পূজা করে। যেপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতস্থ আমাকে নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে না পারে স্বকর্ত্তব্য-নিরত মনুষ্য, তাবৎকাল মূর্ত্ত্যন্তরে আমার পূজা করিবে অর্থাৎ লোক যেপর্য্যন্ত নিজকে ঈশ্বরময় দর্শন করিতে না পারে সেপর্য্যন্ত অন্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ঈশ্বরের পূজা করিবে। তাহা না করিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়। জ্ঞান উন্নত হইলে বাহ্যপূজার প্রয়োজনীয়তা-বোধ নিজ হইতেই অন্তর্হিত হয়। রামপ্রসাদ একজন প্রধান শ্রেণীর উপাসক ছিলেন। দীর্ঘকাল উপাসনা ও মূর্ত্তিপূজার পরে তাঁহার মন কিরূপ উন্নত হইয়াছিল দুই একটি গানের প্রতি লক্ষ্য করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে।

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী ব'লে বস্‌রে ধ্যানে।

জাক জমকে কর্‌লে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তারে কর্‌বে পূজা জান্‌বেনারে জগজ্জনে॥
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥
আলোচাল আর পাকা কলা কাজকিরে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তি সুধা খাওইয়ে তাঁরে তৃপ্তকর আপন মনে॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো কাজকিরে তোর সে রোসনায়ে।
তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে দেওনা জলুক নিশি দিনে॥

মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে।
তুমি জয়কালী জয়কালী ব'লে বলিদেও ষড়রিপুগণে॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোলে কাজকিরে তোর সে বাজনে।
তুমি কালী বলি দেও করতালি মন রাখ সেই শ্রীচরণে॥

ইহাই মানস পূজা; বাহ্যপূজার সময় অতীত হইলে এই মানস পূজাই সাধকের কর্ত্তব্য। দীর্ঘকাল মানস পূজা করিয়া মন যখন অত্যুন্নতিপদে আরূঢ় হয়, তখন আর পূজার প্রয়োজনীতা-বোধ থাকেনা। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ জ্ঞান লাভ করিয়া মানস পূজাতে অধিকারী হইয়াছিলেন।

মন তোর এই ভ্রম গেলনা।
কালী কেমন তায় চেয়ে দেখ্‌লেনা।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি মন তাও জাননা।
তবে কেমনে ক্ষুদ্র মুর্ত্তিতে ক'রতে চাও তাঁহার অর্চ্চনা।
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোণা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস তাঁয় দিয়ে ছার ডাকের গহনা
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর সুখাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয় আলো চাল আর বুট ভিজানা
জগৎকে পালিচ্ছেন যে মা সাদরে তাও কি জাননা।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা।

যদিও আমরা সাকারবাদী ও মূর্ত্তিপূজক হই, তথাপি মূর্ত্তিপূজা অপেক্ষা অধিক কিছুই নাই এমন কথা আমরা বলিনা। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের জন্যই আমরা সাকার পূজা করিয়া থাকি। যাঁহারা দেব-পূজা পদ্ধতি দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে মূর্ত্তিপূজাতে প্রথমতঃ দেবতার সাকার ধ্যান করা হয়, তাহার পরক্ষণেই মানস-পূজার বিধান। "হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ" ইত্যাদি বিধান অনুসারে

উপাস্য দেবতাকে নিজ দেহহইতেই অসনাদি ষোড়শোপচার প্রদান করা হয়। পরে প্রণায়ামদ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহ বিশুদ্ধ করিয়া "সোঽহং" তত্ত্বের চিন্তা করা হয়, অর্থাৎ আমার দেহ মধ্যেই সেই উপাস্য পরমাত্মা আছেন সুতরাং আমিই সেই পরমাত্মা এইরূপ অভেদচিন্তা করাহয়। বিষ্ণুপূজা কালীপূজাপ্রভৃতি সকল পূজাই এই নিয়মে সম্পাদিত হয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ মূর্ত্তিপূজাদ্বারা কিরূপে মূর্খতা প্রমাণিত হয়। পূজাপদ্ধতিতে যে, প্রথমে সাকার ধ্যান, পরে মানসপূজা তদনন্তর সোঽহং চিন্তার বিধান আছে, ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সাধক, জ্ঞানের প্রথম অবস্থায় সাকার চিন্তা করিয়া বাহ্যবস্তুদ্বারা পূজা করিবে, জ্ঞান একটু পরিণত হইলে মানসপূজা করিবে; তখন আর বাহ্যপূজার প্রয়োজন থাকেনা। উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইতে পারিলে পূজার প্রয়োজনীয়তাই থাকেনা; সাধক তখন কেবল সোঽহং চিন্তা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের ও ইহাই মত

> অধমা প্রতিমাপূজা জপ স্তোত্রাদি মধ্যমা।
> উত্তমা মানসীপূজা সোঽহং পূজোত্তমোত্তমা॥ তন্ত্রশাস্ত্রম্।

প্রতিমা পূজা নিকৃষ্ট অধিকারীর কর্ত্তব্য; মধ্যম অধিকারী জপ স্তোত্রাদিদ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন; জ্ঞানবান্ শ্রেষ্ঠ অধিকারী মানসপূজাদ্বারা উপাসনা করেন, কিন্তু সোঽহং জ্ঞানরূপ পূজা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আর্য্য জাতি না বুঝিয়া মূর্ত্তিপূজা করেননা। আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞানসাগরের অতল জলে নিমগ্ন হইয়া পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান দ্বারা সাররত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন। কোন্‌টি কর্ত্তব্য কোন্‌টি অকর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন। বৃক্ষের ফল, খাদ্য বলিয়া ফলই সংগ্রহ করিতে হইবে, বীজসংগ্রহের প্রয়োজন নাই, একথা

তাঁহারা বুঝিতেন না, বীজ ব্যতিরেকে ফললাভ অসম্ভব ইহাই তাঁহারা জানিতেন। প্রথমে ব্যাকরণ শিক্ষা না করিয়া যদি কেহ দুর্ব্বোধ্য সাহিত্য অথবা দর্শনাদিশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিতে চাহে তবে তাহার যত্ন কখনও সফল হয়না। ব্যাকরণালোকের সাহায্য ব্যতিরেকে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাষাগৃহে প্রবেশ করিয়া অভিলষিত বস্তুলাভ করা কি সাধ্যায়ও? নিরাকার ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিতে ইচ্ছা থাকিলে প্রথমতঃ সাকার বস্তুর অবলম্বন করাই বিধেয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে সমুদ্রস্থিত নাবিকগণ যখন চতুর্দ্দিক শূন্যময় অবলোকন করে, তখন একমাত্র আকৃতি বিশিষ্ট নক্ষত্রের সাহায্যেই নিরাকার দিক্ নির্ণীত হয়। অমূর্ত্ত বৈদ্যুতিক আলোক নিরাকার আকাশঅপেক্ষা মূর্ত্ত বৃক্ষাদিতেই অধিক প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ বৈদ্যুতিক আলোক, আকাশ অপেক্ষা বৃক্ষাদিতেই অধিক উজ্জ্বল দৃষ্ট হয়, সুতরাং চৈতন্যময় ঈশ্বর সাকার বস্তুতেই অনায়াসে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। অতএব প্রথমতঃ সাকার বস্তু অবলম্বন করিয়াই নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তা করা কর্ত্তব্য। যখন চিত্ত নিরবলম্বন চিন্তায় সক্ষম হয় তখনই আশ্রয় বা অবলম্বন পরিত্যাগ করা উচিত।

বিশেষতঃ অজ্ঞান সংসারী প্রলোভনের বশবর্ত্তী; শিশু, মাতা পিতা বন্ধু বান্ধবের নিকটে যে স্নেহ ও সাহায্য লাভ করে, উপাসকও উপাস্য দেবতার নিকটে তাহা পাইতে সম্পূর্ণ আশা করেন। সুতরাং এই স্বার্থলাভ-প্রত্যাশাই আসক্তির প্রধান কারণ হয়। প্রবৃত্তিহীন ব্যক্তিকে প্রলোভনের বস্তুদ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্ত করান উচিত। পঞ্চম বৎসরের শিশুকে অক্ষর শিক্ষা দিতে হইলে প্রতিঅক্ষরে কাক ময়ূরাদির মূর্ত্তি চিত্রিত করাই সঙ্গত। বালকের অক্ষর শিক্ষার প্রবৃত্তি না হউক, কাকদর্শন বা ময়ূর

দর্শনের প্রবৃত্তি অবশ্যই জন্মিবে। কাকাদির সহিত ককারাদি অক্ষর দেখিতে দেখিতে অক্ষরশিক্ষা নিজ হইতেই সম্পন্ন হইবে। অক্ষর-শিক্ষা হইলে পড়িবার সময় আর কাকাদিরপ্রতি লক্ষ্যও থাকিবেনা। যতই বর্ণবিন্যাস ও অর্থে আসক্তি জন্মিবে, তুচ্ছ কাকাদিমূর্ত্তি ততই বিস্মৃত হইতে থাকিবে; মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িবার সময়ে কাকাদি-মূর্ত্তি আর দৃষ্টি গোচরেও পতিত হইবেনা। হস্ত পদাদি বিশিষ্ট মূর্ত্তিতেও ঈশ্বর চিন্তা করিতে করিতে যখন চিত্ত পরম ব্রহ্মে সমাহিত হয়, তখন চতুর্দ্দিকে সহস্র মূর্ত্তি রাখনা কেন সাধক, নিরাকার চিন্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিবেন না। তত্ত্ব-জ্ঞানহীন মনুষ্য প্রথমতঃ নশ্বর অভীষ্ট লাভের বশবর্ত্তী হইয়া মূর্ত্তিপূজায় প্রবৃত্ত হন, তাহাতে চিত্ত সংশোধিত হয়, ধারণাশক্তি ও একাগ্রতা লাভকরিলে পরিণামে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান হয়। অচিন্তনীয় কারণদ্বারা অনেক গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইয়াথাকে। অতএব তর্ক ও অবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ-পরম্পরা-অনুষ্ঠিত প্রত্যক্ষ ফলদাত্রী সাকারোপাসনার পক্ষপাতী হও। সাকারোপাসনা মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ না হইলেও ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধিদাত্রী। এই ত্রিবর্গই সাংসারিকের উপযোগী। ভোগাভিলাষ পরিত্যক্ত হইলে ও ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইলে, মুক্তির দ্বার স্বতই উদ্ঘাটিত হয়। যতকাল ভোগবাসনা এবং ভেদজ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকিবে ততকাল নিরাকার-চিন্তা বা মুক্তির প্রত্যাশা সুদূর পরাহত। অতএব সংসারাবস্থায় দেবদেবীর উপাসনাই কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারাই অভীষ্ট লাভ করাযায়। বিশেষতঃ দেবপূজাদ্বারা সংসারের মঙ্গল সাধিত হয়। গুণী ও উপকারকের পূজা না থাকিলে সংসার দুঃখময় হইত। অগ্নি বায়ু বরুণ প্রভৃতি ঈশ্বরশক্তি সমূহের পূজা না করিলে কৃতজ্ঞতা রক্ষিত হয়না।

নানুবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যাপূজ্য ব্যতিক্রমঃ।

যেখানে পূজনীয়ের আদর নাই তথায় মঙ্গল নাই।

সাকার দেবপূজাদ্বারাই সংসারের গুরুপূজা, মাতা পিতার পূজা, ব্রাহ্মণপূজা ও সম্মানার্হ ব্যক্তি মাত্রের পূজা শিক্ষা হয়। দেবপূজা-শিক্ষাদ্বারা আমাদের এই উপকার সাধিত হয় যে, যিনি সমাজে শ্রেষ্ঠ, যাঁহা হইতে উপকার লাভ করি তাঁহাকেই পূজা করিয়াথাকি। রাজা আমাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করেন এবং সাধ্যনুসারে উপকার সাধন করিয়া থাকেন, সেইজন্য তাঁহাকেও আমরা দেববৎ পূজা করিয়াথাকি। আমাদের শাস্ত্রানুসারে অষ্টলোকপাল ইন্দ্রাদি দেবগণ ভূপতিদেহে বিরাজমান আছেন, সেজন্যই রাজা দেববৎ পূজ্য। যদি ইন্দ্রাদি দেবের পূজা না থাকিত, তবে ইন্দ্রাদির অধিষ্ঠান ভূমি রাজার পূজা কিরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারিতাম? সম্মানার্হ ব্যক্তির পূজা না থাকিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল ও অধঃপতিত হইত। সংসারীর অভেদ জ্ঞান পশুভাব হইতে পৃথক্ নহে। আমি, তুমি, শীত, উষ্ণ ও সুখ দুঃখে যদি ভেদবুদ্ধি থাকে তবে কেবল পূজনীয়ের পূজা-লোপের জন্য মুখে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিলে ক্ষতিভিন্ন উপকার সাধিত হইবেনা। বস্তুতঃ ঈশ্বর শক্তিময়; যাহাতে ঐ শক্তির আধিক্য দৃষ্ট হয় তিনিই পূজনীয়। অতএব সংসারীর দেবপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। উপসংহারে ইহাও বলা যায় যে, যে কল্পনাশক্তিদ্বারা অনন্ত বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে সেই কল্পনাত্মক চিত্তের শক্তি অসাধারণ; একাগ্রভাবে যাহা চিন্তা করাযায় তাহাই সম্পাদিত হয়। প্রতিমা, ঘট, যন্ত্রাদিতে যদি একাগ্রমনে দেবমূর্ত্তির চিন্তাকরিতে পার তবে মূর্ত্তিমান দেব বা মূর্ত্তিমতী দেবী অবশ্যই তোমার সমীপে দণ্ডায়মান দেখিবে। যোগিগণ যোগ-

সাধনদ্বারা চিত্তের একাগ্রতা শিক্ষা করেন, চিত্ত বশীভূত হইলে তদ্দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, তখন দেশান্তর গমন ও পরকায়-প্রবেশাদিদ্বারা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী হইয়াথাকেন। সাকার-পূজকগণও মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা শিক্ষা করেন। সেই একাগ্রতাবলে যাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহাই সম্মুখে দেখেন, যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাহাই প্রাপ্তহন। চিত্তের একাগ্রতাদ্বারা হইতে পারেনা এমন কাজ কিছুই নাই। অতএব দেবমূর্ত্তিতে চিত্ত আসক্ত করিয়া একাগ্রতা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। সাকারোপাসনা কর্ত্তব্য বলিয়াই বুঝিলাম কিন্তু তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার ও বলিদান-প্রথা বড়ই ঘৃণিত। ঐরূপ ঘৃণিত কার্য্য ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হইল কেন?

গুরু। কিম্পাক ফলের মাধুর্য্য বড়ই মনোমোহন কিন্তু পনসের কণ্টকাবৃত অবয়ব প্রথমদর্শনে প্রীতিপ্রদ হয়না। তন্ত্রের গূঢ় রহস্য জানিতে না পারিয়া অনেকেই অনেক মন্তব্য প্রকাশ করেন, কিন্তু মর্ম্মার্থ অবগত হওয়ার জন্য সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। জ্ঞান-শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ হইলেও সংসারীর উপযোগী নহে। কর্ম্মমূলক তন্ত্রাদিই সংসারীর উপাদেয়। কর্ম্মপ্রধান তন্ত্রশাস্ত্রেও জ্ঞানের উপদেশ আছে। মহানির্ব্বাণ, আগমসার, সময়াচার-প্রভৃতি তন্ত্র উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মগ্রন্থ।

সৃষ্টির প্রথম হইতেই জ্ঞানী ও অজ্ঞান, ধার্ম্মিক এবং পাপানুরক্ত এই উভয়বিধ লোক দৃষ্টহয়। যাঁহারা সত্ত্বগুণ বা রজোগুণ-সম্পন্ন তাহাদিগকে জ্ঞানোপদেশ অথবা নির্দ্দোষ কর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলে তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তমোগুণাচ্ছন্ন ঘোর পাপাসক্তদিগকে জ্ঞান বা নিষ্কামকর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিলে নিশ্চয়ই তাহা নিষ্ফল হইবে। মদ্যপায়ীকে মদ্যপান

হইতে নিবৃত্ত করিয়া জ্ঞান শিক্ষাদেওয়া বা ধর্ম্মানুরক্ত করা অসম্ভব। তাহার মদ্যপানে বাধা জন্মাইয়া যদি তাহাকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করাযায়, তবে সেই চেষ্টা ফলবতী হইবার সম্পূর্ণ আশা করা যায় না। মদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ না করাইয়া পান সংযত করাইতে চেষ্টা করাই উচিত। মদ্যপানে নিষেধ না করিয়া যদি বলা যায় "ইষ্টে অনিবেদিত মদ্য পানীয় নহে" তবে এই উপদেশ কার্য্যকর হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলেই স্বেচ্ছানুরূপ অবিরত পান সংযত হইয়াপড়ে। এই অভিপ্রায়েই তমোগুণাচ্ছন্ন পাপানুরক্ত ব্যক্তিদিগের জন্য পঞ্চমকারের উপদেশ হইয়াছে। পাগলকে ভাল করিতে ইচ্ছা থাকিলে তাহার কথার বিরুদ্ধাচরণ করা বা কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে বাধা দেওয়া সঙ্গত নহে। ঐরূপ করিলে উপকার না হইয়া বরং অপকারই হইয়াথাকে। পাগলের কথার পোষকতা করিয়া যদি তাহাকে সন্তুষ্ট করা যায় তবে সে অবশ্যই কথার বাধ্য হইবে। বড়িশবিদ্ধ সুবৃহৎ মৎস্যের বেগগমনে বাধা না দিয়া যদি ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে দেওয়া যায়, অথচ হস্ত হইতে ছাড়িয়াও দেওয়া না হয়, তবে ঐ মৎস্য সময়ে অবশ্যই নিস্পন্দভাব অবলম্বন করে এবং অনায়াসে উহাকে জল হইতে উদ্ধৃত করা যায়। তাহা না করিয়া যে বড়িশধারী বড়িশবিদ্ধ হওয়া মাত্রেই মৎস্যকে টানিয়া উপরে উঠাইতে চেষ্টা করে, তাহার চেষ্টা কখনও ফলবতী হয়না। তন্ত্রপ্রণেতাও পাপিগণের প্রতি সদয় ভাব প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন "তোমরা পঞ্চমকার (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন) সেবন কর কিন্তু নিয়মের অধীন হও। ইষ্টপূজা ব্যতিরেকে পঞ্চমকারের ব্যবহার করিওনা। পঞ্চমকার দ্বারা সিদ্ধি লাভ কর।" এই উপদেশ পাইয়া পাপিগণ মনেকরে যে, যদি আমাদের অভিলষিত বস্তুই সিদ্ধির উপায় হয়,

তবে আমরা তাহাতে যত্নবান্ হইবনা কেন? কালে ঘৃণিত পঞ্চ-মকার সিদ্ধির পরমোপায়রূপে পরিণত হয়। অভ্যাসবশতঃ ঐ মদ্যাদি দীর্ঘকাল পরে কেবল ইষ্ট পূজার উপকরণরূপেই ব্যবহৃত হয়, তখন আর ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য অসৎ না হয় তাদৃশ কর্ম্মদ্বারা পাপস্পর্শ হয়না। তখন ঐ সমুদয় বস্তুতে ভক্তের আসক্তি ইন্দ্রিয় সেবার জন্য নহে, ইষ্ট-সেবার জন্যই হইয়াথাকে। পঞ্চমকারসেবক কালে ঘৃণিত মদ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র উপাস্যেই আসক্ত হয়। কিন্তু এই উপায়ে সিদ্ধি দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। তামসিক চিত্ত অল্পকালে পরিবর্ত্তিত হয়না। দীর্ঘকালে যে পরিবর্ত্তিত হয়, উপদেশের কৌশলই তাহার মূল। বস্তুতঃ আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র অধিকারিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, যাহার যেরূপ রুচি তদনুরূপ কার্য্যদ্বারাই তিনি প্রবৃত্তির অনুরূপ ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে থাকুন। তন্ত্রের পঞ্চমকারও অধিকারিভেদে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যাহারা সুরাপানাদিতে আসক্ত, তাহাদের জন্য পঞ্চমকার শব্দের প্রচলিতার্থ গৃহীত হয়, কিন্তু যাঁহারা উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছেন, তন্ত্রশাস্ত্র তাঁহাদের নিকট অন্যপ্রকার পঞ্চমকার উপস্থিত করে।

সোমধারা ক্ষরেদ্‌য়াতু ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ বরাননে।
পীত্বানন্দময় স্তাংযঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥ ১॥
মা শব্দাৎ রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনপ্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংস সাধকঃ॥ ২॥
গঙ্গা-যমুনায়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্‌যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥ ৩॥
সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলঃ পারদোপমঃ॥

কোটিসূর্য্য-প্রতীকাশশ্চন্দ্র-কোটি সুশীতলঃ।
অতীব কমনীয়শ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতঃ।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥ ৪॥
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোগঃ স্থিতঃ প্রিয়ে॥
অকারো হংসমারুহ্য একতাং যদি গচ্ছতি।
তদাজাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥ ৫॥ আগমসারতন্ত্রম্

হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে অমৃত ক্ষরিত হয়, তাহা যিনি পান করেন, তাঁহাকে মদ্যসাধক বলে। ১।

মা-শব্দদ্বারা রসনা অভিহিত হয়, তাহার অংশ অর্থাৎ বাক্যকে যে ব্যক্তি ভক্ষণ করেন অর্থাৎ মৌন অবলম্বন করিয়া থাকেন তিনিই মাংসসাধক। ২।

গঙ্গা যমুনারমধ্যে যে মৎস্যদ্বয় নিরন্তর বিচরণ করে উহাদিগকে যিনি ভক্ষণ করেন তিনি মৎস্যসাধক; অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলার মধ্যে যে শ্বাসপ্রশ্বাস গমনাগমন করে উহাদের নিরোধ করিয়া যিনি কুম্ভকরূপ প্রাণায়াম সাধনকরেন, তিনিই মৎস্য সাধক। ৩।

মস্তকস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকারমধ্যে পারদের ন্যায় বিশুদ্ধ আত্মা অবস্থান করেন। তিনি কোটিসূর্য্যেরন্যায় তেজস্বী কোটিচন্দ্রেরন্যায় সুশীতল ও কমনীয়, এবং মহাকুণ্ডলিনী শক্তি-সংযুক্ত; যাঁহার এই আত্মবিষয়ক জ্ঞান আছে তিনিই মুদ্রাসাধক। ৪।

যেরূপ স্ত্রীপুরুষের সাধারণ পার্থিব সংযোগ হয়, তদ্রূপ যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ হয়, তখন যোগরূপ মৈথুন হয়, তাহা হইতে দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ৫।

তোমার প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চমকার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম 'বল্মি-

সম্বন্ধেও তাহাই বলিব। অজ্ঞানাবস্থায় পশুবলিই ব্যবহৃত হয় কিন্তু জ্ঞানের পরিণতি হইলে কামক্রোধাদিই পশুস্থানীয় হয়, তখন ইহারাই প্রশস্ত বলিতে পরিগণিত হইয়াথাকে।

বলিশ্চ দ্বিবিধো দেবি সাত্ত্বিকো রাজসস্তথা।
সাত্ত্বিকো বলিরাখ্যাতো মাংসরক্তাদি বর্জ্জিতঃ।
রাজসো মাংসরক্তাদি-যুক্তঃ স প্রোচ্যতে প্রিয়ে॥ সময়াচারতন্ত্রম্।

হে দেবি! বলি দুইপ্রকার-সাত্ত্বিক ও রাজসিক। সাত্ত্বিকবলি মাংসরক্তাদিবর্জ্জিত এবং রাজসিক বলি মাংসরক্তাদিযুক্ত বলিয়াই কথিত হয়। বস্তুতঃ জ্ঞানিগণ কাম-ক্রোধাদিকেই ইষ্টদেবতার নিকটে বলিরূপে প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বাহ্যিক বলির প্রয়োজন হয়না, কিন্তু মৎস্য-মাংসাদিভোজী সংসারী ইষ্টনিবেদিত ছাগাদির মাংস প্রসাদরূপে ভক্ষণ করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করেন। বলি বারণ করিয়া অধিক ধর্ম্মপরতা প্রদর্শন করা সংসারীর সাধ্যায়ত্ত বা সঙ্গত নহে। আমরা শরীরের রক্ষা ও পোষণের জন্য কোটি কোটি প্রাণিবধ করিয়াথাকি, জলেরসহিত অসংখ্য জীব ভক্ষণ করি। আমাদের শরীরমধ্যে যেসমুদয় কৃমি কীটাদি উৎপন্ন হয় ঔষধদ্বারা উহাদিগকে বিনাশ করি, সজীব তৃণলতাদি ছেদন করিয়া ভক্ষণ করিতেও কুণ্ঠিত হইনা। অন্যেরকথা দূরেথাকুক যাঁহারা অসংখ্য মৎস্য বধ করিয়া ভক্ষণকরা দোষজনক বলিয়া মনেকরেননা তাঁহারাও ছাগাদিবলিতে দোষারোপ করিয়া থাকেন। প্রাণিহিংসা-নিবৃত্তি যে প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু যাহারা ভোজনের জন্য লক্ষ লক্ষ প্রাণীর বিনাশ করিয়াথাকেন বৈধ হিংসাতে তাহাদের আপত্তি-উত্থাপন করা সঙ্গত নহে। সংসারের সর্ব্ববিধ পাপ ও ভ্রম, বিদূরিত হইলে পশুবলির প্রয়োজনীয়তা-বোধই থাকিবেনা। যিনি সর্ব্ববিধ প্রাণিহিংসা পরিত্যাগ

করিতে পারেন পশুবলি তাহার অবশ্যই অকর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন।—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মৎস্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"

অর্থাৎ সংসারীর মৎস্যাদি-সেবনে দোষ নাই, কারণ সংসারীর ঐসকল ভোগ্যবস্তুতে প্রবৃত্তি স্বাভাবিকী, কিন্তু ঐ সমুদয় হইতে যিনি নিবৃত্ত হইতে পারেন তিনি মহাপুরুষ। মনুষ্য সংসারাবস্থায় অসংখ্য অবৈধ কার্য্য করে, মাংস ভক্ষণও অবৈধ কর্ম্ম; তাহা সংযত করিবার জন্যই বলির উপদেশ। শাস্ত্রবিহিত বলির নিবারণজন্য অধিক ব্যতিব্যস্ত নাহইলেও চলে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যিনি সর্ব্বহিংসা-নিবৃত্ত তাঁহারপক্ষে বলি অতীব দূষণীয়। তাদৃশ জ্ঞানীকে বলি নিবারণের জন্য উপদেশ দিতে হয়না। জ্ঞানবান্ প্রাণান্তেও প্রাণিহিংসা করেন না।

ভক্তি।



যে মূর্ত্তিপূজা বর্ণিত হইল তাহা ভক্তিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত না হইলে ফলবতী হয়না, অতএব ভক্তিসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

ভক্তি কেবল ভক্তহৃদয়েই উদ্রিক্ত হয়, অন্য কেহ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। তথাপি কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর।

"সাকস্মৈ পরমপ্রেমরূপা অমৃতরূপাচ, যাং লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি অমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি।"

যাহা লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ, অমৃত এবং পরিতৃপ্ত হইয়াথাকে সেই অমৃতনিস্যন্দিনী ঐকান্তিক অনুরক্তিই ভক্তি।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" ॥ ২ ॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্

ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগই ভক্তি। বস্তুতঃ উপাস্যে অচলা-ভক্তি না থাকিলে উপাসনা বা সাধনা সুসম্পন্ন হয়না। এজগতে কেহ জড়সাধক, কেহ বা সচ্চিদানন্দের সাধনা করিয়াথাকেন। যাঁহারা পার্থিব ধনরত্নাদির সাধনা করিয়াথাকেন তাঁহাদের যদি ঐসকল জড়পদার্থে একান্ত অনুরক্তি না থাকে, তবে কখনও সিদ্ধ-কাম হইতে পারেননা। যাঁহারা পিতা, গুরু, রাজা ও প্রভু-প্রভৃতি জীবের উপাসনায় রত, তাঁহাদেরও পিত্রাদি আরাধ্যে ঐকান্তিক অনুরাগ বা অচলা ভক্তির প্রয়োজন। মনুষ্যই যখন ভক্তি ব্যতিরেকে প্রসন্ন হয়না, তখন ভক্তিহীন ব্যক্তির ঈশ্বর-লাভের সম্ভাবনা কি? ইষ্টলাভ মাত্রেরই মূল অনুরক্তি বা ভক্তি; সেইভক্তির মূল বিশ্বাস। গুরুরপ্রতি যদি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে তবে ভক্তির উদ্রেক হইবেনা, ভক্তির অভাব থাকিলে কিছুতেই জ্ঞান লাভ হইবেনা। মনেকর তুমি আকর হইতে বহুমূল্য রত্নলাভ করিয়াও যদি চিনিতে না পারিয়া রত্ন বলিয়া বিশ্বাস না কর, তবে কি উহা যত্নপূর্ব্বক রাখিবে? অবশ্যই প্রস্তর-লোষ্ট্রাদিরন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিবে। সেইরূপ যেমনই দুর্লভ উপদেশ হউক না কেন, উপাদেয় বলিয়া বিশ্বাস না থাকিলে কিছুতেই তোমার হৃদয়ে স্থান পাইবেনা। ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং সর্ব্বকর্তৃত্বে যদি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহারপ্রতি ভক্তিমান্ হইতে পার ও তাঁহাতে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে পার, তবে সেই কল্পতরুহইতে যাহা পাইতে অভিলাষ কর তাহাই লাভ করিবে। ভক্তি ঈশ্বরত্ব

লাভের সর্ব্বপ্রধান উপায়। কিন্তু উপাস্যদেবতাতে অনুরাগ মাত্রকে ভক্তি বলাযায়না কারণ দস্যুগণও দস্যুতাসিদ্ধির জন্য দেবতাবিশেষে অনুরক্ত হয়, সেই অনুরাগ মুক্তিপ্রদ নহে।

প্রথমতঃ সাধুসঙ্গ এবং সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা আরাধ্য দেবতাতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। ঐ শ্রদ্ধা ক্রমে পরিণতি প্রাপ্তহইয়া আসক্তি যা রতিনামে অভিহিত হয়। উপাস্য দেবতাতে রতি উৎপন্ন হইলে আর সাংসারিক ভোগ্যবস্তুতে আসক্তি থাকেনা। ভক্ত কেবল সেই ইষ্টদেবেই অত্যাসক্ত হইয়াথাকেন। সেই রতি ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ভক্তিতে পরিণত হয়। এই ভক্তিতে কৃত্রিমতা নাই, যাঁহার হৃদয়ে এই অকৃত্রিম ভক্তির উদ্রেক হয়, তাঁহার মন প্রাণ ঈশ্বরেই সমর্পিত হইয়াথাকে, তাঁহার চক্ষুঃ কেবল ঈশ্বরের রূপই দেখিয়া থাকে, কর্ণ কেবল ঈশ্বরকীর্ত্তনই শ্রবণ করে, তাঁহার নাসিকা কেবল ঈশ্বরে উপহৃত পুষ্পচন্দনাদির নির্ম্মল সৌরভ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, রসনা কেবল ঈশ্বর-নিবেদিত নৈবেদ্যের রসাস্বাদে এবং ঈশ্বরনাম সংকীর্ত্তনদ্বারা তৃপ্তিলাভ করে, তাঁহার ত্বক্ ঈশ্বর ভক্তের চরণপঙ্কজস্পর্শে অনুপম আনন্দ অনুভব করে, তাঁহার মন ঈশ্বরের মনন ধ্যানাদিতে রত থাকে। ভক্ত, হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারাও ঈশ্বরানুমত কার্য্যই সম্পন্ন করিয়াথাকেন। সাধারণ মনুষ্যগণ, ধর্ম্মকার্য্যকে সাংসারিক কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া মনেকরে এবং অনেকে বলিয়াথাকে যে "সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া আর সময় পাইনা, ধর্ম্মকার্য্য করিব কিরূপে" তাহাদের এইরূপ ধারণা ভ্রমেরই পরিচায়ক। জ্ঞানবান্ ভক্ত স্ত্রীপুত্রাদি প্রতিপালনের জন্য সংসারে যে সমুদায় কর্ম্মের, অনুষ্ঠান করেন তৎসমুদায়ই ঈশ্বরানুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, সুতরাং তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার প্রীতিসাধন-

দ্বারা স্বয়ং নিরতিশয় আনন্দলাভ করেন। ভক্ত, নিজকে, জগৎ-রাজ্যের সম্রাট্ ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী ভৃত্য বলিয়া জানেন। ইহাও জানেন যে সেই সম্রাট্, শক্তির তারতম্যানুসারে যে ব্যক্তিরপ্রতি যতজন লোকের শাসন-সংরক্ষণভার ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কর্ত্তব্য। অতএব সংসারের কর্ত্তব্য-সম্পাদন কেবল ঈশ্বরাদেশ-প্রতিপালন ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে কর্ত্তব্য বাছিয়া লওয়া একটু কঠিন ব্যাপারই বটে, কেহ মিথ্যা, বঞ্চনা, কপটতা পরাপকার চৌর্য্য-প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক দেবপূজা ব্রত উপবাস ও তীর্থ-গমনাদিকেই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়ালয়। কেহ বা পোষ্যপ্রতিপালন, সত্য সমদর্শিতা, সর্ব্বভূতেদয়া, মৈত্রী-প্রভৃতিকেই ঈশ্বরত্বলাভের প্রধান সাধন বলিয়া জানেন। বস্তুতঃ যিনি যাহাই করুন্ না কেন, কর্ম্মফল যদি ঈশ্বরে সমর্পিত হয়, তবে কর্ম্মজনিত কোন দোষই কর্ত্তাকে স্পর্শ করিতে পারেনা, কিন্তু সেই দৃঢ়তায়, সময় ও শক্তির অপেক্ষা আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, তদনন্তর রতি, তাহারপরে ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই ভক্তি, মহাসমুদ্রে নদীজল বা বৃষ্টির জলবিন্দুরন্যায় জগদ্ব্যাপী মহাত্মাতে ক্ষুদ্র জীবকে মিশাইয়াদেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলে অর্থাৎ মৃত্তিকাদি-নির্ম্মিত আবরণ ভাঙ্গিলে যেমন ঘটমধ্যস্থিত ক্ষুদ্রাকাশ মহাকাশে বিলীন হইয়া যায় সেইরূপ মোহরূপ আবরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিলে ব্যষ্টি আত্মাও, সমষ্টি পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায়। তখন ইন্দ্রিয়-জনিত দর্শন শ্রবণাদিদ্বারা কেবল ভগবৎপ্রীতিই সম্পাদিত হয়। কিন্তু তাদৃশীভক্তি বড়ই দুর্লভ। ভক্তির প্রথমাবস্থার নাম শ্রদ্ধা, দ্বিতীয়াবস্থার নাম রতি, চরমাবস্থাই প্রকৃত ভক্তিনামে অভিহিত হয়। চরমাবস্থায়ও ভক্তি দুইভাগে বিভক্ত; প্রথমা, রাগাত্মিকা

দ্বিতীয়া অহৈতুকী। ঈশ্বরের গুণানুবাদ শ্রবণ এবং শাস্ত্রোপদেশদ্বারা যে ভজনপ্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় তাহাই শ্রদ্ধানামে অভিহিত। শাস্ত্রোপদেশ, যথা

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যঃ স্বেচ্ছয়াঽভয়ম্॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্। ৯ম স্কন্ধে ৪র্থ অঃ

মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তি, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মস্বরূপ ভগবান্ হরির, গুণকথা শ্রবণ, নামসংকীর্ত্তন এবং সতত ধ্যান করিবেন।

এইসকল শাস্ত্রদ্বারা প্রথমতঃ যে প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়, তাহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার পরক্ষণেই উপাস্যে রতিজন্মে। রতির পূর্ণাবস্থায় রাগাত্মিকা ভক্তি উদ্রিক্ত হয়

ইষ্টে স্বারসিকো রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

উপাস্যে স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ, যে তৎপরতা জন্মে সেই অনুরাগময়ী ভক্তিকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলা হয়। অর্থাৎ যেসকল ভক্ত উপাস্য দেবতাতে মাতৃপিত্রাদি সম্বন্ধস্থাপন পূর্ব্বক অত্যাসক্ত হন তাঁহাদের ভক্তিই রাগাত্মিকা। ঐ সম্বন্ধস্থাপন নিজ নিজ রুচি অনুসারেই অনুষ্ঠিত হয়। কেহ মাতৃভাবে কেহ বা পিতৃভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। বৃন্দাবনের নন্দ, যশোদা পুত্রবাৎসল্যদ্বারা, গোপিনীগণ ভর্ত্তৃপ্রেমে, শ্রীদাম সুবলাদি সখ্যভাবে উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আত্মসমর্পণ ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয়না। যাঁহারা মন, প্রাণ, ও ভোগবাসনা, ঈশ্বরে সমর্পিত করিতে পারেন, তাঁহারাই সিদ্ধিপথের প্রকৃত পথিক।

যাহারা শত্রুবিনাশ বা সমৃদ্ধিলাভের জন্য দেবভক্ত হয়, সিদ্ধিলাভ তাহাদের বহুদূরে অবস্থিত। কিন্তু ইহাও অবশ্য স্বীকার

করিতে হইবে যে, তাহাদের সেই কণ্টকাকীর্ণ ভক্তিমার্গ কালে জ্ঞানঅসি দ্বারা নিষ্কণ্টক হইয়া উহাতে মুক্তি মন্দিরের সুপ্রশস্ত সোপান নির্ম্মিত হইবে।

যে ভক্তি স্বাভাবিকী এবং যাহাতে মুক্তি কামনা ও উপাস্য উপাসকের ভেদজ্ঞান নাই উহাই অহৈতুকী ভক্তি।

শিষ্য। ভক্তি উপাসনার একটি অঙ্গ; উপাসনাতে ভেদজ্ঞান থাকে; ভেদজ্ঞানব্যতীত উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধই স্থাপিত হয়না। মুক্তিকামনা না থাকিলে ভক্তির প্রয়োজনইবা কি?

গুরু। ভক্তিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ ব্যাসদেব, ভক্তির যেসকল লক্ষণাদি বলিয়াছেন তোমার নিকটে তাহা বলিতেছি ঐসমুদায় শ্রবণ করিলে কোন সংশয়ই থাকিবে না।

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিক কর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকীতু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণ মনলো যথা॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৩য় স্কন্দ

ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তির, বিষয়জ্ঞাপক শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মনিরত ইন্দ্রিয়গণের, পরিণামে যে স্বাভাবিক সাত্ত্বিক বৃত্তির বিকাশ হয় তাহাই নিষ্কামা অযত্নপ্রসূতা অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তি। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ প্রথমতঃ বিষয়সম্ভোগে অত্যাসক্ত থাকে, তদনন্তর শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ পূজাদিতে অনুরক্ত হয়, তাহা হইতে যে উপাস্যে স্বভাবতঃ অত্যনুরাগ জন্মে উহাই অহৈতুকী ভক্তি। এইভক্তির অবস্থায় বিষয়-সম্ভোগবাসনা বা শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ পূজাদির প্রয়োজনীয়তা-বোধ থাকেনা এই ভক্তির জ্যোতিঃ স্বভাবতই ভক্ত হৃদয়ে বিকাশিত হয়, ইহাতে কোনও কামনা বা লক্ষ্য থাকেনা। ইহা সালোক্যাদি মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জঠরাগ্নি যেমন ভুক্তবস্তু সমুদায় জীর্ণ করিয়া ফেলে, সেইরূপ এই ভক্তিও লিঙ্গশরীর বিনষ্ট করে, অর্থাৎ জীবকে অদ্বৈত ভগবদ্ভাবে লীন করে। ভক্তি সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবানও এইরূপ উপদেশই করিয়াছেন।

মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্ব-গুহাশয়ে।
মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্‌।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।
সএব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্‌।

যেমন গঙ্গাজল, অবিচ্ছিন্ন গতিদ্বারা সমুদ্রে মিলিয়া যায়, সেইরূপ আমার গুণশ্রবণ মাত্রেই আমাকে সর্ব্বব্যাপী জানিয়া আমাতে যে অবিচ্ছিন্নভাবে চিত্তবিলয় হয়, উহাই নির্গুণ ভক্তি যোগের লক্ষণ।

ফলাকাঙ্ক্ষা-বিরহিতা ও ভেদদর্শনশূন্যা যে ঈশ্বর-ভক্তি, তাহাই প্রকৃত নির্গুণ অহৈতুকী ভক্তি। প্রকৃত ভক্ত ঈশ্বরসেবা ভিন্ন সালোক্য (উপাস্যের সহিত একত্র বাস) সার্ষ্টি (তুল্যৈশ্বর্য্য) সামীপ্য (নিকটবর্ত্তিতা) সারূপ্য (তুল্যরূপতা) ও সাযুজ্যমুক্তি (একত্বলাভ) দান করিলেও গ্রহণ করেন না। কামনার কথা আর কি বলিব।

যে ভক্তিযোগদ্বারা, ভক্ত, ত্রিগুণাতীত হইয়া একত্বলাভ করিয়া থাকেন, উহা আত্যন্তিকীভক্তি বা অহৈতুকীভক্তি বলিয়া অভিহিত হইল।

অর্থাৎ নিষ্কামভক্ত, কোনও স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ঈশ্বরে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করেন না, তিনি মুক্তিলাভের অভিলাষও করেন না।

তাঁহার জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিবলে সর্ব্ববিধ বিষয়াসক্তি বিদূরিতহয়, এবং সর্ব্বভূতে অভেদদর্শন বা ঐক্য চিন্তাদ্বারা তিনি স্বয়ংই নির্গুণ ব্রহ্মভাবে অবস্থিত হয়েন।

কর্ম্মযোগে যেমন নিষ্কামতার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, ভক্তি-যোগেও তাহাই উপদিষ্ট হইল। বস্তুতঃ কামনা সর্ব্ববিধ অনর্থের মূল। কামনারাক্ষসীর করালগ্রাসে নিপতিত হইলে মঙ্গলাশা সুদূর পরাহত। ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ সুখেই কামনা অন্তরায়। এইজন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন

> কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ।
> মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেন মিহ বৈরিণম্। ভগবদ্গীতা।

কোনও অভীষ্টলাভের কামনা হইলে যদি উহা সুসিদ্ধ নাহয়, তবে ঐ কামনাই ক্রোধরূপে পরিণত হয়। এই কামনা সমস্ত জগৎ গ্রাসকরিয়াও তৃপ্তিলাভ করেনা। ইহাহইতে সর্ব্ববিধ পাপ উৎ-পন্ন হয়। অতএব উহাকে ঘোর শত্রু বলিয়া জানিবে।

বস্তুতঃ মনোভিলাষ পূর্ণকরিয়া সুখী হওয়ার আশা দুরাশামাত্র। কাম-দাবানলে রাশি রাশি ভোগ্যতৃণ সমর্পিত হইলে, ঐ অনলের জগদ্ব্যাপী বিস্তার ভিন্ন আর কিছুই হয়না। বাসনা বাধাপ্রাপ্ত হইলে যে ক্রোধের উদ্রেক হয়, উহাহইতে সম্পন্ন হইতে না পারে, এমন পাপ জগতে নাই। ক্রোধের সঞ্চার হইলেই হিতাহিত বিবে-চনাশক্তি বিনষ্ট হয়, তদনন্তর শাস্ত্রাদির উপদেশ হৃদয় হইতে অন্ত-র্হিত হয়, ঐ স্মরণশক্তি-বিনাশের পরে ইষ্টানিষ্টজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়, তখন মনুষ্য আত্মহারা হইয়া ঘোরপাপে নিমগ্ন হয়। কামনাই এই সর্ব্ববিধ অনর্থের মূল। অতএব নির্ম্মল সুখলাভের অভিলাষ থাকিলে সর্ব্বাগ্রে কামনা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। মহাত্মন্ আপনি যে উচ্চতম ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছেন, উহাতে অল্প লোকই অধিকারী হইতেপারে। আমার বিশ্বাস ছিল কর্ম্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ অপেক্ষায় ভক্তিযোগই সিদ্ধির সুসাধ্য উপায়, কিন্তু এখন বুঝিতেছি ভক্তিযোগ সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেরই দুঃসাধ্য। ঐরূপ সাত্ত্বিক স্বভাবজাত ভক্তি কয়জনের হয়?

গুরু। অহৈতুকী ভক্তি অল্পদিনে ও অল্পজ্ঞানে হয়না বটে, কিন্তু সাধারণ ভক্তিলাভে সকলই সক্ষম হইতে পারে, সেই সাধারণ ভক্তিই কালে নির্গুণভক্তিরূপে পরিণত হয়।

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈ র্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্।

ভক্তির পথ বিবিধ, সেজন্য ভক্তিযোগও নানা। সত্ত্বপ্রভৃতি স্বাভাবিক গুণদ্বারা লোকের মানসিকভাব ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ জগতে বহুবিধ ভক্ত দৃষ্ট হইয়াথাকেন। কেহ শত্রুনাশাভিলাষে, কেহ বা যশঐশ্বর্য্যাদি লাভেচ্ছায় দেবতারপ্রতি অনুরক্ত হয়েন, কেহবা কর্ম্মফল ইষ্টদেবে অর্পিত করিয়া, অথবা শুদ্ধ কর্ত্তব্যবোধে ইষ্টদেবের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়াথাকেন। এইরূপ মানসিক ভাবের বহুত্বে ভক্তিও বহুবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবদ্বাক্য যথা—

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্য মেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্

যে ব্যক্তি শত্রুবধাদি কামনা করিয়া, অথবা কৃত্রিম ধর্ম্মভাব প্রদর্শন মানসে, অথবা অন্যের গুণবিদ্বেষী হইয়া ভক্তিযোগে প্রবৃত্ত হন্ এবং ভেদদর্শী হন্, তিনি তামস ভক্ত।

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্য মেববা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্যোমাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্

যিনি ইন্দ্রিয় সুখভোগাভিলাষে অথবা যশঃ-ঐশ্বর্য্য-লাভাশায়, ভেদ-দর্শী হইয়া বিগ্রহাদিতে আমাকে পূজা করেন, তিনি রাজস ভক্ত। এই রাজসভক্ত, সময়ে চিত্তনৈর্ম্মল্য লাভ করিয়া সাত্ত্বিক ভক্ত-মধ্যে পরিগণিত হন, মহাভক্ত ধ্রুব ইহার নিদর্শন

কর্ম্মনির্হার মুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্‌যষ্টব্য মিতিবা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্

যিনি কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া, অথবা ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পিত করিয়া, অথবা কেবলমাত্র শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ত্তব্যবোধে ভেদদর্শী হইয়া পূজা করিয়াথাকেন, তিনি সাত্ত্বিক ভক্ত। সগুণভক্তের এই ত্রিবিধ ভেদ কল্পিত হইল, নিগুর্ণভক্তির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঐ ভক্তি উৎপন্ন হইলে মনুষ্য জীবন্মুক্ত হইয়াথাকেন।

শিষ্য। একমাত্র জ্ঞানই সংসার বিমুক্তির কারণ; ভক্তি, জ্ঞানের সহায়তামাত্র করিয়াথাকে, সুতরাং ভক্তিকে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ না বলিয়া পরম্পরা কারণ বলাই সঙ্গত।

গুরু। নিগুর্ণভক্তি মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ; পরম্পরা কারণ নহে-

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুবাসম্॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্

যেমন ভোজনকারীর ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে এককালে সন্তোষ, উদর-পূর্ত্তি, ও ক্ষুধানিবৃত্তি জন্মে, সেইরূপ ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির প্রেমাত্মিকা ভক্তি, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান এবং সংসার-বিরক্তি এই তিনই এককালে উৎপন্ন হয়।

তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, ভক্তমাত্রেই মুক্তিলাভ করেন না, এসম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখন আরও কিছু বলিতেছি

ন কাম কর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাব মাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্।

যাঁহার হৃদয়ে কামনা, কর্ম্ম এবং সংসারবীজ-বাসনার উৎপত্তি না হয়, যাঁহার চিত্ত সংসারের সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানেই অবস্থিত, তিনি শ্রেষ্ঠভক্ত।

যিনি সর্ব্বভূতে স্বকীয় ভগবদ্ভাব এবং ঈশ্বরাত্মক নিজদেহে সমস্ত ভূতবর্গের দর্শন করেন, তিনি উত্তমভক্ত। অর্থাৎ যিনি নিজকে অদ্বিতীয় ঈশ্বর বলিয়া জানেন সুতরাং সর্ব্বজীবেই নিজের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন এবং ঈশ্বরময় নিজদেহে সর্ব্বভূতের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন তিনি উত্তমভক্ত।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসুচ।
প্রেমমৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্॥

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরানুগৃহীত সর্ব্বজীবে বন্ধুভাব, অজ্ঞানজীবে দয়া, শত্রুরপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনকরেন, সেই ভেদজ্ঞানীভক্ত মধ্যম।

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু সভক্তঃ প্রাকৃতঃস্মৃতঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্।

যেব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিমাতেই ঈশ্বরার্চ্চনা করিয়াথাকেন কিন্তু ঈশ্বরভক্তে বা অন্যজীবে প্রেম প্রদর্শন করেন না, তিনি নিকৃষ্ট ভক্ত।

জ্ঞানের অনুন্নতাবস্থায় পৃথক্ প্রতিমাতে পূজাকরা হয়, এবং ঈশ্বরময় জগতের জীবসমূহেও সম্পূর্ণ ভেদজ্ঞান থাকে, সুতরাং সেই নূতনভক্ত নিম্নশ্রেণীতেই পরিগণিত হইলেন। ক্রমে যখন তাঁহার ভক্তি পরিণত হইতে থাকিবে, তখন পৃথক্ মূর্ত্তিগঠনের প্রয়োজনীয়তাবোধ থাকিবেনা এবং সর্ব্বজীবে ঈশ্বরভাব প্রত্যক্ষ হইবে, তখন তিনিও শ্রেষ্ঠভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবেন। ভক্তির

পরিণতি-অবস্থায় মনুষ্য কিরূপ সমদর্শী হইয়া ভগবৎপ্রীতিভাজন হন শ্রবণকর ভগবান্ বলিয়াছেন---

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ।
নির্ম্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মেপ্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌচ মিত্রেচ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দা স্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ॥ ভগবদ্গীতা।

যাঁহার কোন প্রাণীতেই বিদ্বেষভাব নাই, যিনি সর্ব্বভূতে মিত্র-ভাবাপন্ন এবং দয়াবান্, যাঁহার অহংভাব মমভাব নাই, সুখদুঃখে যাঁহার ভেদজ্ঞান নাই, যিনি ক্ষমাশীল

যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট এবং ঈশ্বরধ্যান-নিরত, যাঁহার ইন্দ্রিয়-সমুদয় বশীভূত এবং কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়তা আছে, যাঁহার মনঃ ও বুদ্ধি আমাতে সমর্পিত হইয়াছে, সেই ভক্তই আমার প্রিয়।

যিনি ইষ্টলাভে সন্তুষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তুদর্শনেও বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না, প্রিয়বিনাশে শোক করেন না, অলব্ধলাভেরজন্যও অভিলাষ করেন না, যিনি পুণ্যজনক ও পাপজনক উভয়বিধ কর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

যিনি শত্রু ও মিত্র উভয়েই সমভাব প্রদর্শন করেন, মান ও অপমানে যাঁহার ভেদবুদ্ধি নাই, যিনি শীত উষ্ণ, সুখদুঃখে সমদর্শী, যিনি আসঙ্গলিপ্সু নহেন

যিনি নিন্দা ও স্তুতিবাদে অবিচলিত এবং মৌনব্রতাবলম্বী, যে কোন খাদ্যলাভেই সন্তুষ্ট, যাঁহার বাসস্থানের স্থিরতা নাই কিন্তু বুদ্ধি অবিচলিত, তাদৃশ ভক্তিমান্ মনুষ্য আমার প্রিয়।

অতএব সিদ্ধিলাভের প্রধান উপায়ই ভক্তি। সেই ভক্তি বিশ্বাসসাপেক্ষ। যাঁহার হৃদয়ে অচল বিশ্বাস আছে, তিনি ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ সুখই লাভকরিতে পারেন।

শিষ্য। আপনি ভক্তিপ্রস্তাবে যাদৃশ জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলেন সংসারীর তাদৃশ জ্ঞানথাকা কি সম্ভবপর হয়?

গুরু। ভারত, জ্ঞানবীজের উর্ব্বর ক্ষেত্র; ভারতে জ্ঞান বীজ বপনকরিলে বৃক্ষ ও ফল অবশ্যম্ভাবী, ভোগবিলাসের উপকরণ-দ্বারা সকলের জ্ঞানপথ অবরুদ্ধ হয়না। আমি এক সম্রাট্পুত্রের দৃষ্টান্তদ্বারা কথাটি প্রমাণ করিতেছি— ভারতে হিরণ্যকশিপু নামে এক দুর্দ্দান্ত অধার্ম্মিক সম্রাট্ ছিল, প্রহ্লাদনামে তাহার এক পুত্র উৎপন্ন হন। প্রহ্লাদ বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত গুরুগৃহে প্রেরিত হন। কিছুকাল পরে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, প্রহ্লাদ কেবল ভগবদ্ভক্তি-শিক্ষাভিন্ন আর কিছুই করিতেছেন না। তখন সেই ঈশ্বরদ্বেষী অসুর হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও অকৃতকার্য্য হইল। মহাত্মা প্রহ্লাদ অসুরগণের সেই পাপকার্য্যদর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট তাহাদের মঙ্গলেরজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন— হে করুণানিধান! ইহাদিগকে ক্ষমাকর। ইহারা অজ্ঞান, হিতাহিত কিছুই বুঝেনা; ইহাদিগকে জ্ঞানদান না করাতে তোমারই কর্ত্তব্যের ক্রটি লক্ষিত হইতেছে; ইহাদের পাপমতি বিদূরিত করিয়া সুপথ প্রদর্শন কর, সংসার সুখময় হউক্।

সংসারে যাহাকিছু ঘটিতেছে তোমার বিচিত্র লীলাভিন্ন আর কিছুই নহে।

তৃণরাশিতে বহ্নি সংযোগদ্বারা তুমিই কৌতুক দর্শন করিতেছ। সংসারের দোষগুণের কারণ তুমিভিন্ন আর কেহই নহে। যেব্যক্তি পুতুল নাচায় দোষগুণ তাহারই হইয়াথাকে, কেহই পুতুলগুলির প্রশংসা বা নিন্দা করেনা। ঐন্দ্রজালিকের বিস্ময়াবহ কৌতুক দর্শন করিয়া অজ্ঞানগণ অবশ্যই প্রদর্শিত বস্তুগুলির প্রশংসা করিতেপারে, কিন্তু জ্ঞানবান, ঐন্দ্রজালিকের কৌশল বলিয়াই বুঝিয়াথাকেন। হে ঐন্দ্রজালিক-প্রবর! আমি তোমার ভ্রান্তদর্শক নহি; আমি তোমার প্রদত্ত নেত্রদ্বারা দেখিতেছি- তুমি এক হস্তদ্বারা আমাকে শূলবিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ, আবার তুমিই অন্যহস্তদ্বারা আমার দেহ আচ্ছাদিত ও সুরক্ষিত করিতেছ। তোমার লীলা অনির্ব্বচনীয়। একসময় মনেহয়, তুমি মঙ্গলময়; যদি তুমি সংসারহইতে হিংসা দ্বেষ বিদূরিত করিতে, তবেইত তোমার সংসারকে সুখময় করিতে পারিতে, তাহা না করার কারণ কি? আবার মনেকরি, হিংসা-দ্বেষাদিজনিত দুঃখ না থাকিলে সুখানুভবই হইতনা। রাত্রির নিবিড়ান্ধকার না থাকিলে কেহই সুর্য্যকিরণের উপকারিতা অনুভব করিতে পরিতনা। যাহা হউক, তোমার অচিন্তনীয় কার্য্যের সমালোচনা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে, তুমি এই পাপিদিগকে পাপমুক্ত কর ইহাই আমার প্রার্থনা।

প্রহ্লাদের ধর্ম্মশিক্ষায় বিরক্ত হইয়া হিরণ্যকশিপু রাজনীতি-শিক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করাতে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন

মমোপদিষ্টং সকলং গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ।
গৃহীতঞ্চ ময়া কিন্তু ন সদেতন্মতং মম॥
সামচোপ প্রদানঞ্চ ভেদদণ্ডৌ তথা পরৌ।
উপায়াঃ কথিতাঃ সর্ব্বে মিত্রাদীনাঞ্চ সাধনে॥
তানেবাহং ন পশ্যামি মিত্রাদীংস্তাত মাক্রুধঃ।
সাধ্যাভাবে মহাবাহো! সাধনৈঃ কিংপ্রয়োজনং॥

সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ ॥
ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ ॥

গুরু আমাকে সম্পূর্ণ রাজনীতির উপদেশ দিয়াছেন, আমিও শিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু ঐ রাজনীতি সৎ বলিয়া আমি মনেকরিনা।

সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ নীতির অন্তর্গত মিত্রাদি-সাধনে যতপ্রকার উপায় কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই গুরু আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন।

পিতঃ! ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমি জগতে শত্রু মিত্র দেখিনা সুতরাং সাধ্য অর্থাৎ কর্ত্তব্য নাথাকাতে সাধনেরও প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ যদি জগতে, কেহ মিত্র কেহ শত্রু হইত, তবে মিত্রের মিত্রত্বরক্ষা এবং শত্রুর শত্রুতা-বিনাশেরজন্য উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন হইত, কিন্তু আমার শত্রুতা-বিনাশাদি কর্ত্তব্য কার্য্য না থাকাতে উপায়রূপ কারণ অবলম্বনেরও প্রয়োজন নাই।

তাত! এই সর্ব্বভূতাত্মক, জগদ্রূপী পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুময় জগতে ভেদবোধক মিত্র ও অমিত্রশব্দ কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে?

যেহেতু এক ভগবান্ বিষ্ণু, আপনাতে আমাতে এবং দেব হইতে কীট পর্য্যন্ত অন্য সমস্ত প্রাণীতেই আত্মারূপে বর্ত্তমান আছেন, অতএব "কেহ আমার মিত্র কেহ শত্রু" এই ভেদ ব্যবহার কিরূপে সঙ্গত হয়?

ইহাকেই ভগবদ্ভক্তি বলা যায়, ইহাই ভক্তির পরিণাম।

ভগবান্ যখন প্রহ্লাদের স্তবে প্রীত হইয়া বর গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, তখন প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—

নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তি রচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
ময়ি দ্বেষানুবন্ধোঽভূৎ সংস্তুতাবুদ্যতে তব।
মৎপিতু স্তৎকৃতং পাপং দেব তস্য প্রণশ্যতু॥
শস্ত্রাণি পতিতান্যঙ্গে ক্ষিপ্তো যচ্চাগ্নিসংহতৌ।
দংশিতশ্চোরগৈর্দত্তং যদ্বিষং মম ভোজনে।
ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রভো সদ্যস্তেন মুচ্যেত মে পিতা॥

হে নাথ অচ্যুত! আমি যে যে বহুসহস্র যোনিতে ভ্রমণ করিনা কেন, তোমাতে যেন অচলাভক্তি থাকে।

হে দেব! যখন আমি তোমার স্তোত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন আমার পিতা, যে বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার তৎকৃত পাপ বিনষ্ট হউক। এবং আমার শরীরে যে শস্ত্রাঘাত করাইয়াছেন, আমাকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমার দেহে যে সর্পদংশন করাইয়াছিলেন, ও ভোজনের জন্য যে আমাকে বিষদান করিয়াছিলেন, তোমার অনুগ্রহে তিনি ঐসকল পাপ হইতে সদ্য মুক্তিলাভ করুন্।

প্রহ্লাদ যে বারংবার দুঃখ সাগরে নিপতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হননাই কিন্তু পুরোহিতগণের উপস্থিত বিনাশ-দর্শন করিয়া এবং পিতার ভাবী পাপফল চিন্তাকরিয়া অতিশয় অধীর হইয়াছিলেন, তিনি বর গ্রহণকালে আত্মবিনাশাভিলাষী পুরোহিতগণ ও পিতার মঙ্গলপ্রার্থনা করিলেন। ইহাই প্রকৃত ভগবদুপাসনা, ইহাই ভক্তির চরম ফল। প্রহ্লাদ উপাস্য দেব-তাকে কিরূপ মনন করিতেন তাহা শ্রবণ কর।

রূপং মহত্তেস্থিতমত্রবিশ্বং ততশ্চ সূক্ষ্মং জগদেতদীশ।
রূপাণি সর্ব্বাণি চ ভূতভেদা স্তেষন্ত রাত্মাখ্য মতীব সূক্ষ্মং॥

তস্মাচ্চ সূক্ষ্মাদিবিশেষণানামগোচরে যৎ পরমাত্ম রূপং।
কিমপ্যচিন্ত্যং তবরূপমস্তি তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায়॥ (ক)
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ।
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ॥ (খ)
সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহ মবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥ (গ)

অনন্ত গ্রহনক্ষত্রাদিসুশোভিত আকাশাদিসহিত বিশ্ব, তোমার বৃহৎরূপ; পয়োধি-ভূধরাদিসমন্বিত পৃথিবী, তোমার অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মরূপ; জীবদেহ তাহাহইতেও সূক্ষ্ম, তদপেক্ষা তোমার সূক্ষ্মরূপ দেহান্তর্ব্বর্ত্তী অন্তরাত্মা; তদতিরিক্ত সূক্ষ্মাদি বিশেষণের অগোচর অচিন্তনীয় পরমাত্মস্বরূপ তোমার যে এক-রূপ আছে, আমি সেই পুরুষোত্তম পরমব্রহ্মকে প্রণাম করি। (ক)

যাঁহাতে বিশ্ব বর্ত্তমান, এবং যাঁহা হইতে উৎপন্ন, আমি সেই সর্ব্বাধার সর্ব্বময়, বিষ্ণুকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। (খ)

যেহেতু সেই অনন্তদেব সর্ব্বময়, অতএব আমিই সেই ঈশ্বর, আমাহইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, আমি জগন্ময় অবিনশ্বর, আমাতেই জগৎ অবস্থিত। (গ)

ইহাকেই জীবন্মুক্তি বলে; নিষ্কামভক্তির ইহাই চরম ফল। উপাস্য-উপাসকের অভেদ-জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্বে, যে কামনা লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা স্বার্থশূন্য। বরং তাহাতে উদারতাও মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহারা তাঁহার বিনাশের জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদের রক্ষা ও পাপ মুক্তির জন্য তিনি বরপ্রার্থনা করিলেন।

মহাত্মা প্রহ্লাদ ভারতীয় নির্ম্মলাকাশের প্রদীপ্ত ভাস্কর; তাঁহার নির্ম্মল জ্ঞানকিরণজালে জগৎ আলোকিত ও মোহনিদ্র

হইতে জাগ্রত হইয়াছে। তিনি ক্ষমা, সমদর্শিতা ও ভক্তিশিক্ষার আদর্শপুরুষ ছিলেন। তিনি বুঝিতেন অপকারীর প্রত্যপকার-চেষ্টা করিলে, কেবল ঐহিক ও পারত্রিক সুখের মূলোৎপাটনই করা হয়। সকল স্থলে ও সকল সময়ে ইচ্ছানুরূপ প্রত্যপকার-সাধন সম্পন্ন হয়না, সুতরাং সেজন্য অসীম কষ্ট সহ্য করিতে হয়। ইচ্ছানুসারে শত্রুর অনিষ্টসাধন সম্পন্নহইলেও, পাপরাশি বৃদ্ধিকরিয়া ভীষণ নরকের দ্বার উন্মুক্ত করাভিন্ন আর কোনও অভীষ্টসিদ্ধি হয়না। যাহারা তাঁহার প্রাণবিনাশে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাদের জীবনরক্ষা করিয়া এবং তাহাদিগকে পাপমুক্ত করিয়া তিনি যে কিরূপ অসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের ধারণাতীত। সেই নরপিশাচ আততায়ীদিগকে উপদেশ প্রদান ও সমদর্শিতা শিক্ষাদ্বারা কেবল তাহাদের নহে, জগতেরও উপকার সাধনকরিয়াছেন। কারণ ঐরূপ পাপীর পাপস্রোতনিবারণে যত্নবান্ না হইলে, সংসার নরকময় হয়। প্রহ্লাদ আততায়ীর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার না করিয়া উপকার-সাধনদ্বারা তাহাদিগকে সৎপথগামী করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শত্রু বশীভূত করিতে হইলে শত্রুর উপকারসম্পাদনই প্রশস্ত উপায়। শত্রু তোমার যতই অপকার করুক্‌না কেন, তুমি যদি অপকার প্রাপ্ত হইয়াও তাহার উপকারসাধন কর, তবে সেই শত্রু অবশ্যই লজ্জিত হইয়া তোমার বশীভূত হইবে।

উদারচেতাঃ প্রহ্লাদ এইরূপ সমদর্শী ছিলেন যে, রাজনীতি পাঠ করিয়াই রাজত্বে ঘৃণাপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি দেখিলেন রাজগণ ধর্ম্মরক্ষাচ্ছলে পাপস্রোতে দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলেন। কৌটিল্যময় রাজনীতি, স্বার্থপ্রবঞ্চনায় পরিপূর্ণ। মিত্রদিগকে লোভবিমোহিত করিয়া রাখিবারজন্য এবং শত্রুদিগের অনিষ্ট-

সংঘটনার্থ রাজার অকর্ত্তব্য কিছুই থাকেনা। এইরূপ ঘৃণিত পাপ-জনক রাজত্বঅপেক্ষা সর্ব্বভূত-সেবাব্রতে নিরত থাকিয়া বিমলানন্দ অনুভব করাই সঙ্গত।

জ্ঞানিবর প্রহ্লাদের পূর্ণ অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান ছিল, কিন্তু তাঁহার নীরস জ্ঞান ছিল না। তাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি মুক্তিকামনা না করিয়া অন্তকালের জন্য বিষ্ণুভক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি উপর্য্যুপরি অনন্ত বিপদে পতিত হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহার ভক্তি অবিচলিত। ইহাই বিশুদ্ধ অহৈতুকী ভক্তি। সমৃদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে, যে, ইষ্টভক্তি বর্দ্ধিত হয়, তাহা স্বার্থ-মিশ্রিত। ভগবান্ বিপত্তিনিকষে ভক্তিসুবর্ণের পরীক্ষা করিয়াথাকেন। প্রহ্লাদের ভক্তি, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, এইজন্যই প্রহ্লাদ পরমভক্ত।

এই মহাত্মা বহুজ্যোতিষ্কময় ভারতগগনে সমুদিত হইয়াছিলেন বলিয়াই ক্ষুদ্রনক্ষত্ররূপে পরিগণিত হন, কিন্তু যদি তিনি কোনও ক্ষণপ্রভা-বিরহিত ঘনঘটাচ্ছন্ন তামসাকাশে প্রকাশিত হইতেন, তবে দিবাকর অপেক্ষাও অধিক পূজনীয় হইতেন সন্দেহ নাই। ইয়রোপের যিশুখৃষ্টেরপ্রতি লক্ষ্য করিলেই কথাটি অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়।

জাতিভেদ।

শিষ্য। জাতিভেদের মূল কি? প্রাণিগণমধ্যে মনুষ্য-পশু-কীট-পতঙ্গাদিতে যেরূপ পরস্পর ভেদ লক্ষিত হয়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদিতে সেরূপ ভেদ আছে কি না? যদি নাথাকে তবে এই মিথ্যা জাতিভেদ প্রথার প্রবর্ত্তনদ্বারা সামাজিক বিবিধ অসুবিধার সৃষ্টি করা হইল কেন?

গুরু। মিথ্যাময় জগতে জাতিভেদের কল্পনা মরীচিকাতরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভ্রান্তিময় জগতের সকলই মিথ্যা। নদী-পর্ব্বতালঙ্কৃতা পৃথিবী, অথবা চন্দ্রসূর্য্যাদিভূষিত আকাশ, যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহাই মিথ্যা। জগতের সুক্ষ্মাবস্থা সত্য, স্থুলাবস্থা মিথ্যা। একাত্মময় জগতে মনুষ্যপশ্বাদির ভেদকল্পনাও মিথ্যা। সুতরাং জাতিভেদ যে, কল্পিত তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শিষ্য। "ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীৎ বাহু রাজন্যতঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোব্যজায়ত॥"

বিরাট্পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুহইতে ক্ষত্রিয়, উরুহইতে বৈশ্য এবং চরণদ্বয়হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। এই বেদবাক্য কি মিথ্যা? উল্লিখিত ঋগ্বেদবচনদ্বারা জাতিভেদের সত্যত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে।

গুরু। জগৎ মিথ্যা হইলে জাগতিক বস্তু সত্যহইবে কিরূপে? কল্পনাময় জগতের বেদ যে, মনুষ্যকল্পিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তুমি ঐ পুরুষসূক্তটির যে অর্থ বুঝিয়াছ বা শুনিয়াছ উহা সদর্থ নহে। বচনটির অর্থ এই— অধ্যয়নঅধ্যাপনরূপ বাক্য-প্রধান ব্রাহ্মণ, বিরাট্পুরুষ অর্থাৎ জীবময় জগতের মুখস্বরূপ। বাহু-বলপ্রধান ক্ষত্রিয় সমাজের বাহুস্বরূপ। উরুবলপ্রধান বৈশ্য সমাজ-দেহের উরুস্বরূপ। এবং ভৃত্যভাবাপন্ন শূদ্র সমাজের পদসেবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছে।

জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া মৌখিক কার্য্য, সুতরাং ব্রাহ্মণ মুখস্বরূপ। যুদ্ধাদি কার্য্য বাহুবলসাধ্য, অতএব ক্ষত্রিয় বাহুস্বরূপ। বিদেশ-পর্য্যটনাদিদ্বারা বাণিজ্যকরা উরুবলসাপেক্ষ, সেইজন্য বৈশ্য উরুস্বরূপ। নিগুর্ণ শূদ্র বর্ণত্রয়ের পাদসেবার্থই উৎপন্ন হইয়াছে।

যাঁহাদের সাধারণ জ্ঞান এবং ব্যাকরণবোধ আছে, তাঁহারা এই অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ বুঝিতে পারেন না। তোমার কল্পিত অর্থ স্বভাববিরুদ্ধ এবং ব্যাকরণদুষ্ট। জাতিভেদ যে, কল্পনাপ্রসূত তাহার শত শত প্রমাণ আছে।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্ম্যমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥

এই জগৎ ব্রহ্মময়, সুতরাং ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। উৎপত্তিকালে বর্ণভেদ ছিলনা, পরে কর্ম্মদ্বারা বর্ণবিভাগ গঠিত হইয়াছে। গীতাতে ভগবান্‌ও বলিয়াছেন "কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতঃ"

শিষ্য। তবেত বস্তুতই জাতিভেদপ্রথা মিথ্যা, তবে কেন এই কুসংস্কার ও কুপ্রথার মুলোৎপাটন নাকরিয়া উহার প্রশ্রয়দান করা হয়?

গুরু। আমরা সংসারী; আমরা মুখে জ্ঞানের দুইএকটি কথা, মুখস্থ বিদ্যার বলে বলি বটে, কার্য্যকালে ঐসকল কথা স্মৃতিপথেও উদিত হয়না। সংসারের ধনরত্ন ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন মিথ্যা বলিয়াই মুখে বলিয়াথাকি, কিন্তু ঐসমুদয়ের বিনাশ-দর্শন করিয়া কোন্ সংসারী প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারেন? জ্ঞানশাস্ত্রের মতে "তুমি আমি" এক, আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; সময় সময় মুখে এইরূপ বলিয়াও থাকি, কিন্তু যদি তুমি, আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ধন-সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ কর, তবে তোমার জীবনবিনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইবনা। এইত আমাদের জ্ঞান। বালকবালিকাদিগের খেলাহইতে সংসারীর খেলার পার্থক্য নাই। শিশুগণ যেমন খেলার সময়ে নানাবস্তুর কল্পনা করিয়া লয়, আমরাও কল্পিত বস্তুদ্বারাই সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করি। স্ত্রীপুত্রাদির

ন্যায় ধনরত্নাদিও আমাদের কল্পিত। এক পার্থিবপদার্থেরমধ্যে কতগুলি বস্তু ধনরত্নরূপে গ্রহণ করি, আর কতগুলিকে হেয়বোধে পরিত্যাগ করি। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও কপর্দ্দকই পূর্ব্বে ধনরূপে ব্যবহৃত হইত, এখন ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজও সহস্র মুদ্রার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। কল্পনাবলে সত্ও অসত্ হয়; অসৎও সৎ হয়। সংসারে যেসকল মিথ্যা কল্পনা দৃষ্ট হয়, সমস্তই সংসারীর প্রয়োজনীয়। কোন কোন দুর্ব্বলচিত্ত লোক বলিয়াথাকেন যে, ব্রাহ্মণজাতির স্বার্থরক্ষার জন্যই জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই ধারণা উচ্চতার পরিচায়ক নহে, যে দেশে জাতিভেদ নাই, সে দেশেও ধর্ম্মযাজক আছে। ব্রাহ্মণজাতিরমধ্যে যাহারা নিম্নশ্রেণীর লোক তাহারাই ভিক্ষা এবং পৌরহিত্য কার্য্য করে, তাহাদের সুবিধার জন্য উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন কেন? শাস্ত্রে পরস্বগ্রাহীর ভূরি ভূরি নিন্দা আছে। যদি স্বার্থপরতাই জাতিভেদের মূল হয়, তবে শূদ্রাদির যাজন ও দানগ্রহণে ব্রাহ্মণের পাতিত্য-বিধান শাস্ত্রসিদ্ধ হইল কেন? যে ব্রাহ্মণ ইচ্ছাকরিলে জগতের সম্রাট্ হইতে পারিতেন, তিনি পর্ণকুটীরে থাকিয়া ফলমূল-ভক্ষণে জীবিকানির্ব্বাহ করিলেন কেন? লোভপরিহার কি ইহার কারণ নহে? ব্রাহ্মণ, বস্তুতই ভূদেব ছিলেন। অলৌকিক শক্তি লইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে শৃগাল কুক্কুরাদির ন্যায় ভোগ্যবস্তু লইয়া বিবাদ করেন নাই, ভোগলোভ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই তাঁহাদের অলৌকিক শক্তির পরিচয়।

জগতে সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যজাতির আবির্ভাব। আর্য্যগণমধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, জ্ঞানবলে জগৎসাম্রাজ্যের শাসন করিয়াছেন বটে কিন্তু স্বহস্তে কিছুই করেন নাই। বণিকের বিষবিক্রয়ের ন্যায় স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকিয়া শাসনকার্য্য সম্পাদন করিতেন। ভূদেব

দ্বিজ, পূজার পাত্র বলিয়াই পূজনীয় হইয়াছিলেন। তখন সমাজদেহে ব্রাহ্মণই চৈতন্যরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্রাহ্মণের অভাবে মনুষ্য-সমাজ জড়বৎ নিশ্চেষ্ট থাকিত, সেজন্যই দ্বিজগণ দেববৎ পূজনীয় ছিলেন। দ্বিতীয় জাতি ক্ষত্রিয়।

জগতের আত্মা ব্রাহ্মণ, দেহ ক্ষত্রিয়; আত্মা নিষ্ক্রিয়, আত্মার সান্নিধ্য বশতঃ দেহ, ক্রিয়াবান্। সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্রাহ্মণ, জ্ঞানবলে উন্নতির বিবিধ উপায়উদ্ভাবন করিতেন, রজোগুণাত্মক ক্ষত্রিয় তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন। অস্ত্রশস্ত্রাদির নির্ম্মাণ ও ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবন করিতেন ব্রাহ্মণ, ব্যবহার করিতেন ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ পুরুষবৎ নিষ্ক্রিয়, ক্ষত্রজাতি প্রকৃতিরন্যায় কার্য্যশীল। ব্রাহ্মণ জ্ঞানবীর, ক্ষত্রিয় কর্ম্মবীর; রাজনীতির প্রণেতা ও উপদেষ্টা ছিলেন নিঃস্বার্থ ব্রাহ্মণ, রাজত্ব করিতেন ক্ষত্রিয়। ঐশীশক্তি ও প্রাকৃতিক-শক্তি অতিক্রম করিয়া যেমন গ্রহনক্ষত্রাদি স্থানভ্রষ্ট বা পথচ্যুত হইতে পারেনা, সেইরূপ সমাজও পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়শক্তি অতিক্রম করিতে পারেনাই। কর্ত্তব্যচ্যুত রাজা ব্রাহ্মণশক্তিদ্বারা শাসিত হইয়াছেন ভূপতিও কুকর্ম্মরত ব্রাহ্মণের শাসন করিয়াছেন। সমাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল।

ব্রাহ্মণ এক্ষণে লোভের ক্রীতদাস। পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলই পরিবর্ত্তিত হয়, নদীগর্ভস্থ স্রোতঃসঞ্চালিত বালুকাকণাটী কালে মহাদ্বীপে পরিণতহয়, আবার সৌধমালালঙ্কৃত নগর, গম্ভীরনাদিনী নদীর অতলস্পর্শ জলে বিলীন হইয়া যায়। যে ব্রাহ্মণ পৃথিবীর দেবতা ছিলেন, আজ তাঁহাদের বংশধরগণের ভৃত্যকার্য্য ও ঘৃণিত বাণিজ্যাদিই একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়াছে। মিথ্যা বঞ্চনা, চৌর্য্য ও দস্যুতাদিরও অভাব দৃষ্টহয়না। তীর্থের পাণ্ডার প্রতি লক্ষ্য করিলে, ব্রাহ্মণত্ব দূরের কথা, মনুষ্যত্বেই সন্দিহান হইতে হয়। এক্ষণে

গ্রাম্য পুরোহিতের অবস্থাও শোচনীয়। যে যত অধিক বঞ্চক ও নিরক্ষর, সে নিজকে সেই পরিমাণ উপযুক্ত মনে করে। ধর্ম্মোপদেষ্টা অর্থাৎ যাহারা পণ্ডিতপদবাচ্য তাহাদের শতকরা ৯৫ জনই ব্যাকরণের কয়েকটী সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়াই ঘোরপণ্ডিত। রঘুনন্দনের ব্যবস্থা সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া যিনি স্মার্ত্ত পণ্ডিত হন্ তাঁহার ত কথাই নাই। যাঁহারা গদাধর জগদীশ-প্রভৃতির পত্রিকা (পাইতা) পড়িয়া পণ্ডিত হন্ তাঁহারা তো দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। বিদ্যার চতুঃষষ্ঠিকলার নির্ম্মলকিরণে যে দেশ সর্ব্বক্ষণ আলোকিত থাকিত, সে দেশের এই দুরবস্থা। ইহা অবশ্যই স্বীকার করি যে, সকল শ্রেণীতেই দেবতা ও নরকের কীট আছে। আমাদের দেশ সুরাজশাসিত বটে, কিন্তু সমাজ অরাজক। সমাজ এখন স্বেচ্ছাচারীও উচ্ছৃঙ্খল।

জাতিগত কার্য্যভেদের অতিক্রমই এই সর্ব্বনাশের মূল। এই সর্ব্বনাশের বীজ দীর্ঘকাল পূর্ব্বে রোপিত হইয়াছে।

জানিনা কোন্ মহাপাপে ভারতের শারদীচন্দ্রিকা হঠাৎ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল। প্রশান্তসাগরে প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইয়া ভীষণ তরঙ্গে দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিল। তপোনিরত সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণকুলে ক্ষত্রিয়কুলহন্তা পরশুরাম জন্মগ্রহণ করিয়া উপর্য্যুপরি একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্যা করেন। তাহাতেই ভারতের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। পরে কুরুক্ষেত্রের মহামারীতে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হয়। ঐ সময়েই ভারতরঙ্গাগারে ক্ষত্রিয়াভিনয়ের যবনিকাপাত হইল। ভারত, তরঙ্গায়মান সাগরের তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় জলধির অতলস্পর্শজলে চিরনিমগ্ন হইল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধও ব্রাহ্মণকুলাঙ্গার দ্রোণাচার্য্যই সর্ব্বনাশের মূল। তাঁহার মত সহায় না পাইলে দুর্য্যোধন এই ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্তই

শিষ্য। বৈদ্য এবং কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে এক্ষণে নানা তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, ঐ দুই জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবগত হইতে ইচ্ছা করি। কায়স্থ ও শূদ্র এই নামদ্বয়ের পার্থক্য আছে কিনা ?

গুরু। বৈদ্য অর্থাৎ অম্বষ্ঠজাতি মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিজাতিমধ্যেই পরিগণিত। এসম্বন্ধে প্রমাণ অনেক আছে। দুই একটি বচন উদ্ধৃত করিতেছি—

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্য কন্যায়া মম্বষ্ঠো নাম জায়তে। মনুঃ।

অর্থাৎ বৈশ্যকন্যাতে ব্রাহ্মণজাত সন্তানকে অম্বষ্ঠ বলা হয়।

পুত্রা যেঽনন্তর স্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তাঃ দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে॥

দ্বিজাতিগণের অনন্তর স্ত্রীজাত—অর্থাৎ নিজ অপেক্ষা নিম্ন স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণ মাতার হীনজাতিত্বনিবন্ধন মাতৃনামেই কথিত হয়।

সজাতি জানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজ ধর্ম্মিণঃ॥ মনুঃ

দ্বিজাতিগণের সজাতিস্ত্রীজাত এবং অনন্তরস্ত্রীজাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয়াজাত; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যাজাত; বৈশ্যের বৈশ্যা এবং শূদ্রাজাত সন্তানগণ দ্বিজাতি মধ্যেই পরিগণিত। সুতরাং তাঁহারা সংস্কারার্হ। কিন্তু যাহারা ব্রাত্য, তাহাদের উপনয়নাদি সংস্কার শাস্ত্রসিদ্ধ নহে।

কায়স্থজাতি যে শূদ্র নহে তাহা নিশ্চিত; শূদ্র কাহাকে বলা হইয়াছে তাহা শ্রবণকর।

সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরো শুচিঃ।
ত্যক্ত বেদস্ত্বনাচারঃ সবৈশূদ্র ইতিস্মৃতঃ॥

যে জাতির, অখাদ্য কিছুই নাই, কোন কুকার্য্যই অকর্ত্তব্য নহে, যে জাতি অতি অশুচি, বেদভ্রষ্ট ও আচারবিহীন, তাহাকে শূদ্র বলা হয়। ইহার কোন লক্ষণই কায়স্থে নাই। বিশেষতঃ বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতি

ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখাযায়, কায়স্থ রাজাধিকরণের লেখক। রাজসভায় শূদ্র কখনও স্থান পায় নাই।

মেধাতিথি, দলিলের প্রামাণ্যপ্রস্তাবে লিখিয়াছেন—

রাজাগ্রহার শাসনাঙ্কেক কায়স্থ হস্ত লিখিতাস্তেব প্রমাণী ভবন্তি। মেধাতিথি।

অর্থাৎ রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূম্যাদির শাসনপত্র একজন মাত্র কায়স্থ হস্তলিখিত হইলেই প্রমাণিত বলিয়া গ্রহণকরিতে হইবে।

শুক্রাচার্য্য রাজনীতি প্রস্তাবে বলিয়াছেন—

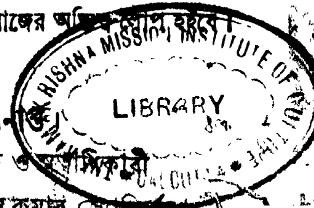
গ্রামপোব্রাহ্মণোযোজ্যঃ কায়স্থো লেখক স্তথা।
শুল্কগ্রাহীতু বৈশ্যোহি প্রতীহারশ্চ পাদজঃ॥

রাজা, গ্রামাদিশাসনে ব্রাহ্মণকে, লিখনকার্য্যে কায়স্থকে, করগ্রহণ কার্য্যে বৈশ্যকে, এবং দ্বাররক্ষণকার্য্যে শূদ্রকে নিয়োজিত করিবেন।

এই সকল বচনার্থদ্বারা কায়স্থের শূদ্রত্ব নিরাকৃত হইল।

অম্বষ্ঠ ও কায়স্থের শূদ্রবস্তাব প্রার্থনীয় নহে। ইঁহারা অধঃপতন হইতে যাহাতে মুক্তিলাভকরিতেপারেন তাহাতে সকলেরই যত্ন প্রার্থনীয়। অনেকে মনে করেন ব্রাহ্মণের স্বার্থের হানি আশঙ্কায় ব্রাহ্মণগণ ইহার বিরোধী; বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিকটে ব্রাহ্মণ যে সম্মান লাভকরিয়াছেন, তাদৃশ পূজা কি শূদ্র জাতিহইতে পাইয়াছেন? ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্থান পূর্ণথাকাই প্রার্থনীয়।

সমাজ এখন নেতৃবিহীন সুতরাং দোষপরিহারপূর্ব্বক উন্নতিবিধান একপ্রকার অসম্ভব। যদি সমাজের অগ্রণীগণ অন্তর্ব্বিবাদ পরিহার পূর্ব্বক সমাজের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হন, তবে সমাজ পুনরুন্নীতহইতে পারে, নচেৎ অল্পদিন মধ্যেই সমাজের অস্তিত্ব লোপ হইবে।



শান্তি

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী

পণ্ডিত শ্রীবসন্তকুমার জ্যোতির্ভূষণ।

